কুরুক্ষেত্রের কান্না

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীপ্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রণীত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ
তপোবন নাট্য কোম্পানীতে অভিনীত

[মূল্য ৫·০০ টাকা]

শ্রীপ্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য রচিত

যে আগুন জ্বলছে

একজন সাধারণ গৃহস্থ শশীনাথ বুকের রক্ত জল করে ছেলেকে মানুষ করে তুলতে চাইলো, ভাগ্য চাপার মুখে হাসি ফোটাতে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে পথে এসে দাঁড়ালো। তারপর? যখন সে কলকাতার ফুটপাথের অসংখ্য ভিখারীদের মধ্যে হারিয়ে গিয়েও চেয়ে থাকতো সোনাডাঙার দিকে, ছোট ছেলেটার মৃত্যু শিয়রে বসে যখন ভাবতো তার ফেলে আসা দিনগুলোর কথা—তখন কি কেউ তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিল? কেউ সেই আস্তাকুড়ের আবর্জনা থেকে আবার তাকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তার পিতৃপুরুষের সেই ফেলে আসা পোড়োবাড়িতে?

চণ্ডী ব্যানার্জীর রহস্যঘন সামাজিক নাটক

রক্তঝরা রাত্রি

কান পেতে শুনুন, চারদিকে শুধু কান্না আর হাহাকার! কিন্তু কে ও? লণ্ঠন হাতে সারা রাত ধরে ও কি খুঁজে বেড়ায়? মাঝে মধ্যে ভেসে আসে একটা তীব্র আর্তনাদ। কে ওই কালো মুখোশধারী জীবন্ত শয়তান? কি এর নির্মম ইতিহাস? কে জ্বালালে ধ্বংসের আগুন? অভিনয়ে যশ অবধারিত।

সঞ্জীবন দাস রচিত সামাজিক নাটক

মানুষ না জানোয়ার

এক বর্বর সভ্যতার নগ্ন বাস্তব চিত্র। ভগবানের সৃষ্ট এই পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। এই শ্রেষ্ঠ জীবের মধ্যে আবার মনুষ্যদেহধারী জানোয়ারও আছে কম নয়। কিন্তু তারা কারা? সেইসব মানুষ-জানোয়ারদের চিনিয়ে দেবার জন্য এ নাটকের সৃষ্টি। সহজ সরল শান্ত শিক্ষিত ভদ্রবংশীয় সুন্দর সুন্দর জীবন নিয়ে যারা খেলা করে এই ধনীর দুনিয়ায়, তাদেরই দেওয়া আঘাতে সৃষ্টি হয় সমাজের বুকে অমানুষের খেলা। সে খেলায় কেউ হারে, কেউ বা জেতে। এই হার-জিতের খেলার এক জ্বলন্ত আলেখ্য "মানুষ না জানোয়ার"।

* *

ডায়মণ্ড লাইব্রেরীর পক্ষে
শ্রীসাধুচরণ শীল কর্তৃক
প্রকাশিত

প্রচ্ছদ
সত্য চক্রবর্তী

মুদ্রক: জি, শীল
ইম্প্রেসন প্রবলেম
২৭এ, তারক চ্যাটার্জী লেন
কলিকাতা-৭০০০০৫

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

যাঁর মুখনিঃসৃত এই পবিত্র বাণী যুগে যুগে আমাদের জীবনে
এনেছে পরিবর্তন, বিদেহী হয়েও কোটি কোটি অবহেলিত
বঞ্চিত পীড়িতের রক্ষায় যিনি নর-দেহে অবতীর্ণ
হয়েছেন মাটির পৃথিবীতে, সেই যুগনায়ক
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মেই অর্পণ
করলাম, তাঁরই আশীর্বাদপ্রসূত
প্রসূনের ডালি আমার এই
"কুরুক্ষেত্রের কান্না।"

প্রণতঃ

বৈশাখ, ১৩৬৫

প্রসাদ

নতুন স্বাদের নতুন নতুন যাত্রার নাটক

ব্রজেন দে প্রণীত

লৌহ প্রাচীর

সামাজিক ॥ ভারতী অপেরায়

কমলেশ ব্যানার্জী প্রণীত

নিচের পৃথিবী

সামাজিক নাটক ॥ প্রভাস অপেরায়

ডাঃ দীনবন্ধু ঘোষ প্রণীত

বাংলার ডাকাত

কাল্পনিক নাটক ॥ নট্ট কোম্পানীতে অভিনীত

নির্মল মুখার্জী প্রণীত

গরীব কেন মরে

সামাজিক ॥ ভারতী অপেরায়

চণ্ডীচরণ ব্যানার্জীর

হ কা র

সামাজিক নাটক ॥ মাধবী নট্য কোং-তে

দেবেন নাথ প্রণীত

মৃত্যুর চোখে জল

সামাজিক নাটক ॥ অম্বিকা নাট্য কোম্পানীতে অভিনীত

মণীন্দ্র দে প্রণীত

রক্ত পিপাসা

কাল্পনিক নাটক ॥ নট্ট কোম্পানীতে

ভৈরববাবু প্রণীত

খুনের জবাব

সামাজিক নাটক ॥ নট্ট কোম্পানীতে

ভৈরববাবু প্রণীত

রক্ত দিয়ে গড়া

ঐতিহাসিক নাটক ॥ নট্ট কোম্পানীতে অভিনীত

চরিত্র-পরিচয়

—পুরুষ—

শ্রীকৃষ্ণ	...	...	দ্বারকাধিপতি।
ভীম	...	...	মধ্যম পাণ্ডব।
অর্জুন	...	...	তৃতীয় পাণ্ডব।
অভিমন্যু	..	...	ঐ পুত্র।
দুর্যোধন		...	হস্তিনারাজ।
যুযুধান	...	...	ঐ ভ্রাতা।
কর্ণ	...	...	অঙ্গরাজ।
জয়দ্রথ	...	...	সিন্ধুরাজ।
ঘটোৎকচ	...	...	ভীমপুত্র।
ঘণ্টাকর্ণ	...	...	ঐ সহচর।
বজ্রকেতু	...	...	গন্ধর্ব।
উদ্ধব	...	...	কৃষ্ণভক্ত।
পুণ্ডরীক	...	...	পূজারী ব্রাহ্মণ।

—স্ত্রী—

হিড়িম্বা	...	...	ঘটোৎকচের মাতা
উত্তরা	...	...	অভিমন্যুর স্ত্রী।
রোহিণী	...	...	নক্ষত্র-রাণী।
জবা	...	...	বজ্রকেতুর কন্যা।

॥ অভিনয়কালে নাটকের নাম পরিবর্তন সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ

কুরুক্ষেত্রের কান্না

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিষ্ণুমন্দির-সম্মুখ

কিছু ফুল সহ হিড়িম্বার প্রবেশ।

হিড়িম্বা। ওই যে—ওই যে মন্দিরের মধ্যে পাথরের ঠাকুর, যেন রক্ত-মাংসের দেবতা হয়ে মিটিমিটি হাসছে। কিছু আগেই হস্তিনার দূত এসে ধুমধাম করে পুজো দিয়ে রাজা দুর্যোধনের জন্য আশীর্বাদ নিয়ে গেল। আমিও এসেছি ঠাকুরের কাছে আমার ঘটোৎকচের জন্য আশীর্বাদ চাইতে। যাই, ফুল কটা ঠাকুরের পায়ে—[প্রস্থানোদ্যতা]

পুণ্ডরীকের প্রবেশ।

পুণ্ডরীক। এই, কে তুই? কেন মন্দিরে ঢুকতে চাস?

হিড়িম্বা। মন্দিরের মধ্যে যাবো না ঠাকুর, বাইরে থেকে এই ফুল কটা—

পুণ্ডরীক। তোকে অনার্যের মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে!

হিড়িম্বা। আমি ঘটোৎকচের মা।

পুণ্ডরীক। যা ভেবেছি তাই। শুধু অনার্যই নোস, তুই রাক্ষসের মা।

হিড়িম্বা। না-না ঠাকুরবাবা, আমি রাক্ষসী হলেও আমার ঘটোৎকচ—

পুণ্ডরীক। দেবতা।

হিড়িম্বা। দেবতা না হলেও, তার বাপ—

পুণ্ডরীক। থাক—থাক, তার বাপকে আর পুণ্ডরীক শর্মার চিনতে বাকি নেই।

হিড়িম্বা। তুই তাঁকে—

পুণ্ডরীক। চিনি বলেই তো তোর দেওয়া ফুল—

হিড়িম্বা। ঠাকুরের পায়ে—

পুণ্ডরীক। না, আঁস্তাকুড়েই ফেলে দিগে যা।

হিড়িম্বা। ঠাকুর মশাই!

পুণ্ডরীক। কি, মুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইলি যে?

হিড়িম্বা। আমার স্বামীকে চিনিস না ঠাকুর মশাই?

পুণ্ডরীক। আর বেশি চেনাতে হবে না। বেরিয়ে যা এখান থেকে। আমি তোর স্পর্শিত এই মন্দির-প্রাঙ্গণ গঙ্গাজলে ধুয়ে নেবো।

হিড়িম্বা। কেন ঠাকুর মশাই, আমি কি এতই হীনা?

পুণ্ডরীক। তা নয়তো কি! তোর এত সাহস—অস্পৃশ্যা অনার্য রাক্ষসী হয়ে দেবতাকে ফুল দিতে আসিস?

হিড়িম্বা। দেবতাকে পূজা করার অধিকার কি শুধু আর্যদেরই আছে?

পুণ্ডরীক। কারণ আমাদের চোখে আর্য ছাড়া আর সবাই জন্তু-জানোয়ার—অমানুষ।

হিড়িম্বা। কি বলছিস ঠাকুর মশাই? একই ভগবানের সৃষ্ট

মানুষ হয়ে, একজন হবে জন্তু-জানোয়ার অমানুষ, আর একজন হবে মানুষ ?

পুণ্ডরীক। হ্যাঁ হবে, এ-ই শাস্ত্রের বিচার।

হিড়িম্বা। শাস্ত্রের বিচার নয় ঠাকুর মশাই, এ স্বার্থপর মানুষের বিচার।

পুণ্ডরীক। কি বললি ?

হিড়িম্বা। বুঝে দেখ ঠাকুরবাবা, তোর গায়ে যে রক্ত, আমার গায়ে কি সেই রক্ত নয় ? তোকে যে সূর্য আলো দেয়, আমাকে কি সেই সূর্য আলো দেয় না ? তুই যে পৃথিবীতে মানুষ হয়েছিস, আমি কি সেই মাটিরই ধুলো-কাদা মেখে মানুষ হইনি ?

পুণ্ডরীক। বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা রাক্ষসী।

হিড়িম্বা। না-না, আমাকে তাড়িয়ে দিসনি ঠাকুরবাবা। অনেক আশা করে আমার চোখের জলে ধুয়ে ঠাকুরের জন্য ফুল কটা এনেছি, ঠাকুরের পায়ে দিয়ে আমার ঘটোৎকচের জন্য আশীর্বাদ চেয়ে নেবো। দোহাই ঠাকুরবাবা, আমি তোর পায়ে পড়ি—[পুণ্ডরীকের পদতলে পতন]

পুণ্ডরীক। এ—হে-হে, কি করলি রাক্ষসী ? আমাকে ছুঁয়ে দিলি ? একে আমার বেতো শরীর, এই অবেলায় আমাকে গঙ্গাস্নান করতে হবে ? হে বাবা চতুর্ভুজধারী, তুমি এর বিচার করো।

হিড়িম্বা। ঠাকুরবাবা—

পুণ্ডরীক। দূর হ—দূর হ অস্পৃশ্যা রাক্ষসী। আর শুনে যা, আবার এই মন্দিরে এসে আর্যের ঠাকুরের জাত মারতে চাইলে, আশীর্বাদীর বদলে আমি তোর ছেলেকে অভিশাপ দেবো। সে মুখে রক্ত উঠে মরবে, মুখে রক্ত উঠে মরবে।   [প্রস্থান।

হিড়িম্বা। ঠাকুরবাবা! একি হলো চতুর্ভুজ? বল, তুই কি শুধু আর্যদের ঠাকুর? অনার্যদের কেউ নয়? রাক্ষসী হিড়িম্বার ছোঁয়া ফুল—

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। আমাকে দাও মা! [হাত পাতিল]

হিড়িম্বা। যদুপতি!

শ্রীকৃষ্ণ। দাও মা, দাও। যাচ্ছিলাম বিরাটরাজার ওখানে পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করতে। দূর থেকে তোমার হাতে ফুলগুলো দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না।

হিড়িম্বা। কিন্তু এ ফুল যে আমি চতুর্ভুজের জন্য এনেছিলাম যদুপতি।

শ্রীকৃষ্ণ। আমাকে দিলেই তোমার চতুর্ভুজের নেওয়া হবে মা! বিশ্বাস হলো না? তবে এই দেখ। [চতুর্ভুজমূর্তি ধারণ]

হিড়িম্বা। একি! এ যে মন্দিরের চতুর্ভুজধারী। যদুপতি কোথায় গেল? যদুপতি—

গীতকণ্ঠে উদ্ধবের প্রবেশ।

উদ্ধব।— গীত

ওই রূপের মাঝেই লুকিয়ে আছে আমার বংশীধারী,
কালোর মাঝেই খুঁজলে পাবে আলোকটি যে তারি।
ওই হাসিতেই জগত হাসে,
দুঃখ নিশা সকল নাশে,
এক নিমেষে হয় যে প্রলয় ঝরলে আঁখির বারি।

শ্রীকৃষ্ণ। উদ্ধব—

উদ্ধব।— **পূর্ব গীতাংশ**

নিঠুর তুমি নিঠুর কালা,
বাসলে ভাল দাও যে জ্বালা,
(আবার) ঘুচাও কারও মনের ব্যথা সাজি ব্যথাহারী।

হিড়িম্বা। এই নাও ফুল। তুমি আমায় ক্ষমা কর যদুপতি। আমি জংলী অনার্যের মেয়ে রাক্ষসী, তোমায় কেমন করে চিনবো ঠাকুর! [শ্রীকৃষ্ণের পদতলে ফুল দিল]

শ্রীকৃষ্ণ। দুঃখ করো না সতী, অনার্যনন্দিনী ভেবে নিজেকে ছোট করো না।

উদ্ধব। বেশ কথা বললে ঠাকুর। আর্যরা যাদের দেখে ঘেন্নার থুথু ফেলে—

শ্রীকৃষ্ণ। তারাই একদিন বীর ঘটোৎকচের সঙ্গে তার মায়ের নামও শ্রদ্ধায় স্মরণ করবে উদ্ধব।

উদ্ধব। সেদিন কবে আসবে ঠাকুর?

শ্রীকৃষ্ণ। যেদিন শুনবে ঘটোৎকচ অনার্যনন্দিনী ওই হিড়িম্বার গর্ভে হলেও মধ্যম পাণ্ডব বীর বৃকোদরের ঔরসজাত সন্তান, যেদিন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সে বীরত্বের অম্লান স্বাক্ষর রাখবে, সেইদিন।

হিড়িম্বা। কি বললে ঠাকুর? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আমার ঘটোৎকচ—

শ্রীকৃষ্ণ। ভয় পেয়ো না দেবী। এ আমার একটা কল্পনা মাত্র; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ নাও হতে পারে।

হিড়িম্বা। কিন্তু তোমার কথা শুনে আমার বুকের রক্ত যে শুকিয়ে যাচ্ছে। বল যদুপতি! কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর আমি আমার ঘটোৎকচকে ফিরে পাব তো?

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি নিশ্চিন্ত হও দেবী। শিবের বরে তোমার ঘটোৎকচ

মায়াযুদ্ধ আয়ত্ত করেছে। আর আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার অনুমতি নিয়ে যে যুদ্ধেই সে যাক, নিয়তি তাকে গ্রাস করতে পারবে না।

হিড়িম্বা। তোমার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমি ফিরে যাচ্ছি দয়াময়! কিন্তু দেখো ঠাকুর, আমার অনুমতি নিয়ে যেতে তুমি যেন তাকে ভুলিয়ে দিও না, ভুলিয়ে দিও না।

[প্রস্থান।

উদ্ধব। তুমি বড় নিষ্ঠুর ঠাকুর, তুমি বড় নিষ্ঠুর।

শ্রীকৃষ্ণ। উদ্ধব!

উদ্ধব। এক কোপে না কেটে পেঁচিয়ে কাটা, এই তো?

শ্রীকৃষ্ণ। কি বলছো?

উদ্ধব। কিছুই জানো না। আমি কিন্তু জানি ঠাকুর। মুখে যখন বলছো, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হবেই। আর ওই যুদ্ধেই সব যাবে—সব যাবে।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। [মৃদুহাস্যে] উদ্ধব আমার প্রিয় ভক্ত, কৃষ্ণের মনের কথা ওর কিছুই অজানা থাকে না। কিন্তু আমি কি করবো! আমি তো শুধু কৃষ্ণ নই, আমি যে লোকক্ষয়কারী কাল। তাই ধরাভার লাঘব করতে মাঝে মাঝে এসে ধ্বংসের মধ্যেই আমাকে বাজিয়ে দিতে হয় সৃষ্টির ঐক্যতান—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অরণ্য-প্রান্তর

ঘণ্টাকর্ণের প্রবেশ।

ঘণ্টাকর্ণ। কই রে ঝিণ্টি ঝাবুক—ভজুয়া বাঘা, কোথায় গেলি সব? ছুটে আয়, আজ আমাদের রাজার হুকুম—দিনভর নাচ-গান হৈ-হুল্লোড় করে জঙ্গল মাতিয়ে দিতে হবে।

যুযুধানের প্রবেশ।

যুযুধান। নিশ্চয় হবে, আমি যখন দয়া করে তোদের এখানে এসেছি, আদর-অভ্যর্থনা তো করতেই হবে। তার সঙ্গে চাই—

ঘণ্টাকর্ণ। মশাই, লোকটা কে হ্যা?

যুযুধান। নাম শুনলে অজ্ঞান হয়ে যাবি, তোর পরিচয় দে।

ঘণ্টাকর্ণ। আমার পরিচয় শুনলেও তুমি পটল তুলবে।

যুযুধান। কি, রাজপুত্রের সঙ্গে ইয়ারকি!

ঘণ্টাকর্ণ। তুমি রাজপুত্তুর?

যুযুধান। কেমন, বুকের ভেতর ধুকপুক ধুকপুক করছে তো?

ঘণ্টাকর্ণ। নামটাই বলো না শুনি?

যুযুধান। [সগর্বে] আমার নাম মহাবীর যুযুধান।

ঘণ্টাকর্ণ। কি ধান বললে?

যুযুধান। আরে ধান বলছে কে? আমার নাম যুযুধান।

ঘণ্টাকর্ণ। সে আবার কে?

যুযুধান। মহারাজ দুর্যোধনের ভাই।

ঘণ্টাকর্ণ। এ্যাঁ! তা তুমি এখানে?

যুযুধান। দয়া করেই বলতে পারিস। যা—যা, বজ্রকেতুর মেয়েকে ডেকে দে।

ঘণ্টাকর্ণ। বজ্রকেতু-খুড়োর মেয়ে? আরে সে তো আমাদের হবুরাণী।

যুযুধান। তোদের আবার রাজা আছে নাকি?

ঘণ্টাকর্ণ। নেই মানে? আমাদের রাজার নাম ঘটোৎকচ।

যুযুধান। ঘটকচ্ছপ? আরে এ আবার একটা নাম হয় নাকি!

ঘণ্টাকর্ণ। ঘটকচ্ছপ কে বলেছে, তার নাম ঘটোৎকচ।

যুযুধান। ও, তাই বল। তুই?

ঘণ্টাকর্ণ। আমি তার মন্ত্রী ঘণ্টাকর্ণ।

যুযুধান। বলিস কি!

ঘণ্টাকর্ণ। আর তার হবুরাণী ওই গন্ধর্বকুমারী জবা।

যুযুধান। আরে ঘটকচ্ছপ তো হিড়িম্বার ছেলে রাক্ষস, তার পাশে গন্ধর্বকুমারী? ফুঃ—

ঘণ্টাকর্ণ। তোমার পাশে খুব মানায়, না?

যুযুধান। নিশ্চয়ই। আমি মহারাজ দুর্যোধনের ভাই।

ঘণ্টাকর্ণ। মহারাজ দুর্যোধনের ভাই বলে সব সুন্দরী মেয়েগুলো বুঝি তোমার?

যুযুধান। হেঃ-হেঃ-হেঃ, খেঁদি-বুচিগুলো তোরা নিতে পারিস, আমি রাগ করবো না।

ঘণ্টাকর্ণ। মশাই যে দয়ার অবতার।

যুযুধান। আমি দুর্যোধনের ভাই কিনা! যা—যা, জবাকে ডাক, তার বাপের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়ে গেছে।

ঘণ্টাকর্ণ। ওই কথাবার্তাই সার, জবাকে আর পেতে হচ্ছে না।

যুযুধান। আমি তাকে চুলের মুঠি ধরে—

ঘণ্টাকর্ণ। খুব সাবধান! আমাদের রাণীকে নিয়ে যেতে চাইলে—

যুযুধান। কি করবি ব্যাটা জংলী?

ঘণ্টাকর্ণ। জংলীরা যা করে, আমি তোমায় কামড়াবো।

যুযুধান। আমিও তোর মাথাটা উড়িয়ে দেবো। [অসি নিষ্কাসন]

সহসা জবার প্রবেশ।

জবা। তোমার মাথাটাও কাঁধে থাকবে না বীর।

যুযুধান। কে? আরে এই তো তুমি! যাক—যাক, তোমার জন্যই এ ব্যাটা জংলীকে আমি ক্ষমা করলাম।

জবা। মশাই ভদ্রলোক বুঝি?

ঘণ্টাকর্ণ। ভদ্দরলোক কি! মহারাজ দুর্যোধনের ভাই।

জবা। গা থেকে সেইরকমই গন্ধ বেরুচ্ছে বটে।

যুযুধান। তবু তো এখনও বীরত্বের পরিচয় দিইনি। নাও, চলো।

জবা। কোথায়?

যুযুধান। আপাতত নদীর ওপারে আমাদের ছাউনিতেই। কাল আমি তোমায় নিয়ে হস্তিনাপুর চলে যাবো।

জবা। নদীর ওপারে আপনাদের ছাউনি?

যুযুধান। মাঝে মাঝে আমার একটু শিকার করা বাতিক আছে কিনা।

জবা। কিন্তু আমাকে নিয়ে যাওয়ার কারণ?

ঘণ্টাকর্ণ। রাজপুত্তুর তোকে বে' করতে চায়।

জবা। তাই নাকি! কিন্তু আমি যদি ওকে বিয়ে না করি?

যুযুধান। জোর করে বিয়ে করবো।

ঘণ্টাকর্ণ। তোমার এত সাহস?

যুযুধান। কি করবি তোরা, আমার সঙ্গে যুদ্ধ?

ঘটোৎকচের প্রবেশ।

ঘটোৎকচ। তা কি পারি, আপনি মহামানী মহারাজ দুর্যোধনের ভাই—

যুযুধান। তোর নাম ঘটকচ্ছপ নয়?

ঘটোৎকচ। আপনি যা বলেন।

জবা। ও আমাকে বিয়ে করতে চায়।

ঘটোৎকচ। চাইলেই বা। উনি মহামানী মহারাজ দুর্যোধনের ভাই।

যুযুধান। নাম আবার যুযুধান। হেঃ-হেঃ-হেঃ—

ঘটোৎকচ। আমিও কৃতার্থ হলাম রাজপুরুষের পায়ের ধুলো পেয়ে।

যুযুধান। ভাবছিস কেন? জবাকে পেলে—

ঘটোৎকচ। আপনাকে কষ্ট করতে হবে না, আমিই পাঠিয়ে দেবো।

যুযুধান। আমার ছাউনিতে?

ঘটোৎকচ। বলেন তো হস্তিনাপুর প্রাসাদেই—

ঘণ্টাকর্ণ। আমাদের রাণীকে?

ঘটোৎকচ　না, মহামানী মহারাজ দুর্যোধনের ভাইয়ের ওই দামী মাথাটাকেই।

যুযুধান। আরে আমার মাথা যাবে কি করে?

ঘটোৎকচ। কেটে উড়িয়ে দিলেই চলে যাবে।

যুযুধান। তার মানে? জবাকে—

ঘটোৎকচ। চুপ! দ্বিতীয়বার আমার বাগদত্তাকে দেখে জিভে জল এলে, তুমি আর ফিরে যেতে পারবে না।

ঘণ্টাকর্ণ। হুকুমটা একবার দাও না রাজা।

যুযুধান। তার আগেই আমি তোদের কচুকাটা করবো।

ঘটোৎকচ। তবে রে—[যুযুধানের গলা টিপিয়া ধরিল]

জবা। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও রাজা! দেখছো না—ভদ্রলোক ভয়ে কাঁপছে।

যুযুধান। এই, ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও বলছি, আমার ঘাড়ে ব্যথা—

ঘটোৎকচ। যা, দূর হ এখান থেকে। আর জেনে যা, তোরা যেমন হস্তিনাপুরের রাজা, আমিও তেমনি এই জঙ্গলের রাজা। আমি যেমন তোদের ঘরের বৌ-ঝিকে মা-বোন বলে মান্য করি, তেমনি আমাদের মেয়েদের মা-বোন যদি বলতে ঘেন্না হয়, বলিসনি; কিন্তু কাকেও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে টেনে নিয়ে গিয়ে অপমান করলে তুই তো তুই, মহারাজ দুর্যোধনকেও আমি জ্যান্তে পুঁতে ফেলবো।

যুযুধান। বটে! আচ্ছা—[স্বগত] সোজা পথে যখন হলো না, জবাকে আমি চুরি করে নিয়ে যাবোই।

ঘটোৎকচ। এখনও দাঁড়িয়ে?

যুযুধান। যাচ্ছি; কিন্তু মনে থাকে যেন—

ঘটোৎকচ। কি ?

যুযুধান। আমি মহারাজ দুর্যোধনের ভাই।

[প্রস্থান।

ঘটোৎকচ। অপদার্থ! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

জবা। হয়তো সৈন্য নিয়ে আমাদের ওপর ওরা চড়াও হতে পারে।

ঘটোৎকচ। আসে, অভ্যর্থনার ত্রুটি করবো না জবা। আমার বাপ-জ্যাঠা-কাকাদের ওপর ওরা যে অত্যাচার করেছে, তার শোধ আমিই তুলে নেবো। দে—দে ঘণ্টাকর্ণ, মহুয়া দে। আজ আমাদের কিসের আনন্দ বল তো ?

ঘণ্টাকর্ণ। তোমার রাজা হওয়ার।

ঘটোৎকচ। না রে না, আমার বাবা-জ্যাঠা-কাকারা বেঁচে আছেন, সেই কথা জেনেই তো আনন্দে আমি পৃথিবী অন্ধকার দেখছি। আর সেইজন্যই—

জবা। বেঁচে আছেন। তুমি তাদের সন্ধান পেয়েছো ?

ঘটোৎকচ। সে কি আজ পেয়েছি ! বিরাটরাজার গরু চুরি করতে গিয়ে দুর্যোধন যেদিন একজন মেয়েছেলের হাতে মার খেয়ে ফিরে আসে, সেদিনই বুঝেছিলাম, সেই মেয়েছেলে বৃহন্নলাবেশী আমার কাকা মহাবীর অর্জুন ছাড়া আর কেউ নয়।

ঘণ্টাকর্ণ। তোমার কাকা অর্জুন—মেয়েছেলে হয়ে গেছে ?

ঘটোৎকচ। আরে ধেৎ! মেয়েছেলে হবে কেন ? দুর্যোধনের চোখে ধুলো দিয়ে অজ্ঞাতবাস কাটাতেই। সে কথাটা আরও পরিষ্কার হয়ে গেছে পরশু বিরাটরাজার ওখানে গিয়েই। দে—দে, মহুয়া দে। আরম্ভ কর জবা, আরম্ভ কর।

ঘণ্টাকর্ণ। এই নাও রাজা। [মহুয়ার পাত্র ঘটোৎকচের হাতে দিয়া] তুমি ততক্ষণ পেসাদ কর। আমি একটু বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। [প্রস্থানোদ্যত]

জবা। বৌদির জন্য মন কেমন করছে বুঝি ঘণ্টাদা?

ঘণ্টাকর্ণ। ঠিক বলেছো দিদি। সে তো বৌ নয়, সে যে ইস্ত্রি। হেঃ-হেঃ-হেঃ—

[প্রস্থান।

ঘটোৎকচ। নাও জবা, আমি মদ খাই আর তুমি নাচ-গানে—

জবা। উহুঁ, মদ খাওয়া তোমার হবে না।

ঘটোৎকচ। কেন—কেন? মদ ছেড়ে দেবো কেন?

জবা। দেওয়া কি উচিত নয়?

ঘটোৎকচ। আরে কেন তা বলবে তো।

জবা। যার পিতৃ-পরিচয় শুনে পৃথিবী শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করে, তার ছেলে হয়ে—

ঘটোৎকচ। ঠিক—ঠিক। এতদিন তো ভাবিনি একথা। ভাই অভি যদি শোনে আমি মদ খাই, সে কি আমায় দাদা বলে ডাকবে? ছিঃ-ছিঃ, কি ঘেন্নার কথা! না-না, জন্মের মত ছেড়ে দিলাম মদ। বল তো নাচ-গানও—

জবা। নাচ-গান তোমায় ছাড়তে হবে না রাজা, আমি তোমায় সারাজীবন নাচ-গানের বন্যায় ডুবিয়ে রাখবো।

ঘটোৎকচ। কিন্তু তোমার বাবা যদি আমার সঙ্গে তোমার বিয়েতে বাধা দেয়?

জবা। খাঁটি ভালবাসার স্রোতকে বাঁধ দিয়ে আটকানো যায় না রাজা। তবে তোমাকে কিন্তু এখন থেকে—

ঘটোৎকচ। কি করতে হবে?

জবা।—

গীত

শুধু মহুয়ার নেশা ভুলে।
মধুকর হয়ে থাকবে তুমি আমারই মনফুলে।
বসন্তেরই দখিনা বায়,
চৈতি চাঁদের এই জ্যোছনায়,
তোমার তরেই রাখবো আমি, রাখবো দুয়ার খুলে।
ছন্দে মাতাল গানের সুরে,
সুরের মধু পড়বে ঝরে,
তার ছোঁয়াতেই আসবে প্রিয় অলস আঁখি ঢুলে।

ছুটিয়া ঘণ্টাকর্ণের পুনঃ প্রবেশ।

ঘণ্টাকর্ণ। [ব্যস্তভাবে] রাজা—রাজা!

জবা। কি হলো ঘণ্টাদা? বৌদির সঙ্গে ঝগড়া করে এলে বুঝি?

ঘণ্টাকর্ণ। আরে না-না, আমাদের জঙ্গলে এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখেই আমার হয়ে গেছে।

ঘটোৎকচ। কি আশ্চর্য ব্যাপার?

ঘণ্টাকর্ণ। একটা অপ্সরীর মত মেয়ে। হাতে তার পুজোর ডালা, যেন পথ হারিয়ে এদিক ওদিক ছুটছে আর কাঁদছে। আর তারই পেছনে একটা রাক্ষসী শুধু হি-হি করে হাসছে।

ঘটোৎকচ। হাতে পুজোর ডালা—অপ্সরীর মত মেয়ে! হয়তো আমাদের শিবের মন্দিরে পূজো দিতে এসেই—

জবা। তুমি তা দেখে চলে এলে ঘণ্টাদা?

ঘণ্টাকর্ণ। দু-চার পা এগিয়ে গিয়েছিলাম দিদি। কিন্তু যেই একটা বাঘ ইয়া বড় হাঁ করে আমার দিকে তেড়ে এলো, অমনি—

ঘটোৎকচ। ঘণ্টাকর্ণ!

ঘণ্টাকর্ণ। শিগগীর এসো রাজা, তুমি শিগগীর এসো।

[দ্রুত প্রস্থান।

ঘটোৎকচ। যাবো—যাবো ঘণ্টাকর্ণ। আমি যখন এই জঙ্গলের রাজা, আমার রাজ্যে অত্যাচার অবিচার আমি কিছুতেই সহ্য করবো না।

জবা। কিন্তু—

ঘটোৎকচ। কিন্তু কি জবা?

জবা। এ যদি রাজা দুর্যোধনের ভাইয়ের চক্রান্ত হয়?

ঘটোৎকচ। দেবরাজ ইন্দ্র হলেও তার ক্ষমা নেই।

জবা। যদি কোন মায়াবিনী—

ঘটোৎকচ। হোক মায়াবিনী, আমিও তো মায়াধর। মায়া-যুদ্ধেই তার মায়ার খেলাকে চিরদিনের মত ঘুচিয়ে দিয়ে তাকে মর্মে মর্মে বুঝিয়ে দেবো—বাবা যার মহাবীর ভীমসেন, মা যার হিড়িম্বা, সেই বীর ঘটোৎকচ শুধু নামেই রাজা নয়—নির্যাতনকারীকে শাস্তি দেবার শক্তিও সে রাখে।

জবা। তোমারও তো বিপদ হতে পারে।

ঘটোৎকচ। বিপদ তো তুচ্ছ জবা, ঘটোৎকচ হাসিমুখে মরণকেও বুকে জড়িয়ে ধরবে, তবু আর কারও বিপদের কথা শুনে সে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, পারবেও না কোনদিন। [প্রস্থান।

জবা। এক মুহূর্তেই এমন আনন্দের স্বপ্ন যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। না-না, আমাকে ওর পেছনে যেতেই হবে। [প্রস্থানোদ্যতা]

হিড়িম্বার প্রবেশ।

হিড়িম্বা। কোথায় যাবি জবা? আমার ঘটোৎকচ কই রে?

জবা। একটু আগেই একজন বিপন্নার উদ্ধারে সে ছুটে গেছে।

হিড়িম্বা। বিপন্না—

জবা। মনে হয় কোন পূজারিণী পূজা দিতে এসেই মায়াবিনীর চক্রান্তে—

হিড়িম্বা। সেকি! আমি যে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসছি। আমার কাছে তাকে কথা দিতে হবে—

জবা। কি কথা মা?

হিড়িম্বা। আমার অনুমতি ছাড়া যেন সে কখনও যুদ্ধে না যায়।

জবা। তুমি ভেবো না মা, তোমার ছেলে--

হিড়িম্বা। ওরে বুঝিসনে কেন, সে যে এই অভাগিনীর একমাত্র নয়নের মণি। নিয়তি যে তার ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জবা। জবার কাছে নিয়তিকে হার মানতে হবেই।

হিড়িম্বা। তুই কি করবি মা?

জবা। আর কিছু না পারি, নিয়তির আঘাত আমি বুকে নিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করবো।

হিড়িম্বা। কিন্তু তোর সঙ্গে তো তার এখনও বিয়ে হয়নি।

জবা। লোক দেখানো বিয়ে না হলেও আমি যে তার স্ত্রী। তোমার আশীর্বাদ তাকে ঘিরে রাখবে দুর্ভেদ্য বর্ম হয়ে, আর আমি থাকবো তার শিয়রে সজাগ প্রহরিণী হয়ে—প্রহরিণী হয়ে।

[প্রস্থান।

হিড়িম্বা। বড় ভাল মেয়ে এই জবা। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস শেষ হলে, সেদিন আমি আমার ঘটোৎকচের সঙ্গে ওর চার হাত এক করে দিতে পারবো। কিন্তু তেমন দিন যদি আর না আসে? যদি ঘটোৎকচ আমাকে কথা না দেয়? দেখো যদুপতি, এই অভাগিনী হিড়িম্বার বুক থেকে, দ্রৌপদীর অভিশাপের আগুন নেভাতে যে আশীর্বাদের শান্তিজল তুমি ছিটিয়ে দিয়েছ, তা যেন ব্যর্থ না হয়—ব্যর্থ না হয়।

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য

অরণ্য-মধ্য

নেপথ্যে উত্তরা। কে আছো, বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও!

রণরঙ্গিণী মূর্তিতে রোহিণীর প্রবেশ।

রোহিণী। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ওই—ওই বিরাট-রাজকন্যা উত্তরার ভয়ার্ত চিৎকার। শিবের আদেশে সে এই জঙ্গলে এসেছে জঙ্গলের দেবতা মহাকাল শিবের পূজা করে মনোমত পতিলাভ করতে। না-না, তার সে স্বপ্ন কিছুতেই সফল হবে না। ঝড় জল বজ্র! আরও জোরে—আরও জোরে তোমরা মহাপ্রলয় সৃষ্টি করো। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

উদভ্রান্তভাবে উত্তরার প্রবেশ।

উত্তরা। কে আছ—আমাকে বাঁচাও, আমাকে—

রোহিণী। বৃথা চিৎকার, কেউ তোমাকে বাঁচাতে এখানে ছুটে আসবে না।

উত্তরা। তুমি?

রোহিণী। আমি রাক্ষসী। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

উত্তরা। এই দুর্যোগ?

রোহিণী। আমারই সৃষ্টি।

উত্তরা। কেন তুমি সৃষ্টি করেছ এই দুর্যোগ?

রোহিণী। তোমারই জন্য।

উত্তরা। আমার জন্য?

রোহিণী। ফিরে যাও, ফিরে যাও রাজকন্যা।

উত্তরা। শিবপূজা না করে—

রোহিণী। শিবের পূজা করতে চাইলে তোমাকে পরলোকে গিয়েই করতে হবে।

উত্তরা। রাক্ষসী!

রোহিণী। কেন মরবে রাজকন্যা!

উত্তরা। আমার আরাধ্য বিশ্বনাথের আদেশ পালন করতে এসে যদি মরি, সেও ভাল—

রোহিণী। তবু ফিরে যাবে না?

উত্তরা। না।

রোহিণী। তবে দেখ রাজকন্যা, মৃত্যুর কি ভয়াবহ বিভীষিকা!

নেপথ্যে ঘটোৎকচ। সে বিভীষিকা স্তব্ধ হোক আমার মায়ায়।

রোহিণী। [উদ্দেশ্যে] কে? কে আমাকে বাধা দিতে চায়? ওকি, কোথা গেল দুর্যোগ! তবে কি কোন মায়াধর—যেই হোক, আগে আমি ওকেই বিনাশ করবো, ওকেই বিনাশ করবো।

[প্রস্থান।

উত্তরা।　　এই তো—এই তো কেটে গেছে
　　　　দুর্যোগের ঘনঘোর। ওই মেঘমুক্ত আকাশে,
　　　　পুনঃ উঠিয়াছে সূর্য,
　　　　থেমে গেছে ধ্বংসের প্রলয় নাচন।
　　　　কে—কে আমারে করিল রক্ষা
　　　　রাক্ষসীর মায়া হতে?

ঘটোৎকচের প্রবেশ।

ঘটোৎকচ। সেও এক হতভাগ্য রাক্ষস।

উত্তরা। তুমি রাক্ষস?

ঘটোৎকচ। কিন্তু এই অরণ্যের রাজা।

উত্তরা। তুমিই বাঁচায়েছো মোরে?

ঘটোৎকচ। বাঁচায়েছে মহাকাল শিব,
আমি মাত্র উপলক্ষ্য তার।

উত্তরা। আমার সখীরা কোথা?

ঘটোৎকচ। ওই শিবের মন্দিরে,
তোমা লাগি করিছে অপেক্ষা।

উত্তরা। কিন্তু পুনঃ যদি আসে মায়াবিনী?

ঘটোৎকচ। মায়াধর থাকিতে জীবিত
নাহি ভয় আর। দেখে মনে হয়
তুমি কোন রাজার নন্দিনী।

উত্তরা। অনুমান মিথ্যা নহে তব,
বিরাট-রাজকন্যা আমি।

ঘটোৎকচ। এই শ্বাপদসঙ্কুল বনে?

উত্তরা। শিবপূজা লাগি।

ঘটোৎকচ। শিবপূজা?

উত্তরা। ইষ্টের আদেশ, এইখানে শিবপূজা করি
পাবো আমি মনোমত পতি।

ঘটোৎকচ। তাই বুঝি সখীদের কাছে হেরিলাম মালা?

উত্তরা। সে মালা শিবের লাগিয়া।

ঘটোৎকচ। কিন্তু একে বালা, তায় তুমি স্বর্গের সুন্দরী,
মরি—মরি! কিবা রূপ তব, আমি যেন
কতদিন খুঁজিয়াছি তোমা স্বপনের মাঝে

যেন কতদিন হেরিয়াছি ওই
মুখছবি। কত ঘুমভাঙা নিশীথ রাতে
তোমারেই আমি যেন করিয়াছি ধ্যান।

উত্তরা। ওকি, কেন ওই লুব্ধদৃষ্টি? কি দেখিছ
মোর মুখে তুমি?

ঘটোৎকচ। স্বর্গের ছবি।

উত্তরা। সুন্দরী কি দেখ নাই কভু?

ঘটোৎকচ। দেখেছি অনেক, কিন্তু
তোমারে তো দেখি নাই কভু!

উত্তরা। কি চাও তুমি?

ঘটোৎকচ। চাই আমি তোমাকেই—

উত্তরা। কি? তবে কি আমাকে পাওয়ার আশাতেই—

ঘটোৎকচ। বিনা স্বার্থে এ জগতে কে উপকার করে বল।

উত্তরা। না—না তোমার এ আশা—

ঘটোৎকচ। অপূর্ণ থাকবে না রাজকন্যা।

উত্তরা। থামো। বামন হয়ে তুমি চাঁদ ধরতে চেয়ো না। তুমি আমার উপকার করেছো, তার জন্য পিতাকে বলে তোমাকে আমি অগাধ ঐশ্বর্য দিতে পারি।

ঘটোৎকচ। ঐশ্বর্য আমি চাই না।

উত্তরা। তুমি—

ঘটোৎকচ। তোমাকেই চাই।

উত্তরা। স্ত্রীরূপে?

ঘটোৎকচ। না, মা-রূপে—ভগ্নিরূপে।

উত্তরা। অরণ্যরাজ!

ঘটোৎকচ। হ্যাঁ মা, হ্যাঁ। অরণ্যের রাজা আমি, জঙ্গলে মানুষ। দিনরাত বাঘ-ভালুক জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে মিতালী করে ঘুরে বেড়ালেও তোমার মত একটা স্বর্গের পারিজাতকে মা-মা বলে ডাকার আশায় আমি যে রাতদিন প্রহর গুনছি।

উত্তরা। কিন্তু আমি যে তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

ঘটোৎকচ। বুঝবে—বুঝবে, সময় হলে সব বুঝবে। আগে শিবঠাকুরের পূজা সেরে নাও।

উত্তরা। পূজা? হ্যাঁ, এই যাই—[স্বগত] এই জঙ্গলের সব যেন মায়া, শুধু মায়া।

[প্রস্থান।

ঘটোৎকচ। এই—এই আমার অভির কনে। অভির পাশে যা মানাবে! মায়াবলে জেনেছি, অভিকে নিয়ে যদুপতি এই পথেই বিরাট নগরে আসছেন। আমিও এইখানেই মায়াবলে তাদের গতিরোধ করে মায়াবলেই রাজকন্যার মালা অভির গলায় পরিয়ে দেবো।

রোহিণীর পুনঃ প্রবেশ।

রোহিণী। তোর চেষ্টা ব্যর্থ হবে।

ঘটোৎকচ। কে? ও, তুই সেই মায়াবিনী?

রোহিণী। হ্যাঁ। আমার হাত থেকে তুই উত্তরাকে বাঁচিয়েছিস, তাও সহ্য করেছি; কিন্তু অভির সঙ্গে তার পরিণয়—

ঘটোৎকচ। হবেই।

রোহিণী। না, হবে না।

ঘটোৎকচ। এত স্পর্ধা তোর! ঘটোৎকচ বেঁচে থাকতে—

রোহিণী। আমার ইচ্ছায় বাধা দিলে, তোরও মৃত্যু অনিবার্য।

ঘটোৎকচ। ঘটোৎকচকে মৃত্যু দিবি তুই?

রোহিণী। তোর আশার সৌধও পুড়িয়ে ছাই করে দেবো।

ঘটোৎকচ। সাবধান রাক্ষসী!

রোহিণী। রাক্ষস তুই, আমি দেবী।

ঘটোৎকচ। দেবী?

রোহিণী। হ্যাঁ, আমি দেবী। আমার স্বামী হলেন বীর অভিমন্যু। আর আমি তাঁর স্ত্রী রোহিণী—নক্ষত্রের রাণী। শাপভ্রষ্টা হয়ে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছি। তাই—

ঘটোৎকচ। তাই বুঝি মানবীর সঙ্গে তার শুভ-পরিণয় তোর অসহ্য? ওরে রাক্ষসী! এই তুই দেবী! তোর অন্তরে এত বিষ! যা—যা, দূর হ এখান থেকে। একবার তোকে আমি ক্ষমা করেছি। কিন্তু আমার অভির যদি অকল্যাণ চাস, তাহলে আমি তোর চুলের মুঠি ধরে—

রোহিণী। বটে! তবে জেনে রাখ মূর্খ রাক্ষস! তুই যতই শক্তিমান মায়াধর হোস, রাক্ষসের মায়ার চেয়ে দৈবীমায়া অনেক বেশি বড়।

ঘটোৎকচ। দৈবীমায়া? দাঁড়া, আমি তোর মায়াবিদ্যা এখনই ঘুচিয়ে দিচ্ছি। [রোহিণীকে ধরিতে গেল]

রোহিণী। [পাশ কাটাইয়া] হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

ঘটোৎকচ। একি, দুষ্টা মায়াবিনী পালিয়ে গেল? আচ্ছা, আমিও ঘটোৎকচ। [সহসা দূরে চাহিয়া] ওই—ওই আসছে যদুপতির রথ। আমিও মায়াবলে ওর রথের গতিরোধ করে রাজকন্যার বরমাল্য আমার অভির গলায় পরিয়ে দেবো।

নেপথ্যে অভিমন্যু। একি হলো মাতুল?

নেপথ্যে শ্রীকৃষ্ণ। তাই তো ভাগ্নে, ঠিক তো বুঝতে পারছি না।

ঘটোৎকচ। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

নেপথ্যে অভিমন্যু। ওই দেখ মাতুল, কে এক বিরাট পুরুষ আমাদের রথের সামনে দাঁড়িয়ে। কে তুমি? সরে যাও—

ঘটোৎকচ। আগে তুমি নেমে এসো।

নেপথ্যে অভিমন্যু। সরে যাও—সরে যাও।

ঘটোৎকচ। নেমে এসো—নেমে এসো। ওই—ওই অভি আসছে। আমার অভি, আমার প্রাণের অভি। কেউ আমাকে কখনও দাদা বলে ডাকেনি, অভি আমাকে—

অভিমন্যুর প্রবেশ। তাহার গলায় মালা, হাতে ধনুর্বাণ

অভিমন্যু। কে—কেবা তুমি? তোমার সাহস এত,
রোধ কর যদুপতির রথ!

ঘটোৎকচ। কেন করিব না?
আমি যে অনার্য রাক্ষস।

অভিমন্যু। উত্তম। তবে আজি অভিমন্যু হস্তে
শেষ হোক রাক্ষসের প্রাণ।
[ঘটোৎকচকে বাণ নিক্ষেপ]

ঘটোৎকচ। [মায়াবলে আত্মরক্ষা করিয়া]
হাঃ-হাঃ-হাঃ! মারো—আরও মারো,
যত বাণ আছে তব পাশে
এক সাথে করহ ক্ষেপণ, তবু
রাক্ষসে বধিতে তব না হবে শকতি।

অভিমন্যু। এত শক্তিধর তুমি! বেশ, এইদণ্ডে
হানিলাম মৃত্যুবাণ তব।
[পুনঃ শর নিক্ষেপ]

ঘটোৎকচ। [আত্মরক্ষা করিয়া] মরণ? হাঃ-হাঃ-হাঃ—

অভিমন্যু। একি! বাসব-প্রদত্ত শিক্ষা—
ব্যর্থ হলো মোর?

ঘটোৎকচ। আরও যদি থাকে অস্ত্র
সব এবে হান মোর বুকে।

অভিমন্যু। কে—কেবা তুমি? সত্য বল—
সত্যই কি তুমি বনচারী অনার্য রাক্ষস?

ঘটোৎকচ। সত্য আমি অনার্য রাক্ষস।

অভিমন্যু। এইবার অব্যর্থ মৃত্যুশর হানিলাম তোমা—
[পুনঃ শরত্যাগ]

ঘটোৎকচ। এও তোর ব্যর্থ হলো। ওরে অভি,
আয়—আয়, বুকে আয় মোর।
[অভিমন্যুকে বক্ষে লইতে উদ্যত]

অভিমন্যু। না-না, সরে যাও—সরে যাও তুমি।
মনে হয় মায়াবিদ্যা করেছ আয়ত্ত।
রে অনার্য! বীরত্ব থাকে যদি তোর
মায়াবিদ্যা পরিহরি, দেহ রণ অর্জুননন্দনে।

ঘটোৎকচ। অর্জুননন্দন তুই? আর আমি—না-না,
অনার্য রাক্ষসে কেন চাস রণ? চাস
যদি আমার প্রাণের অভিন্ন লাগি
অনায়াসে দিতে পারি প্রাণ।

অভিমন্যু। চেনো কি আমায় তুমি ?

ঘটোৎকচ। চিনি—চিনি, ওরে ভাই—

অভিমন্যু। ভাই! আমি তব ভাই ?

ঘটোৎকচ। বিস্ময়ের কিছু নাই এতে। ওরে অভি!
আমি যে তোর—না-না, শোন ওরে,
পাণ্ডবেরে বড় ভালবাসি। তাই তোরে—

অভিমন্যু। [স্বগত] বুঝিতে না পারি কিছু।
অন্তর কহিছে যেন, এই অনার্য
আর্যেরও গুরুজন মোর। কিন্তু—

ঘটোৎকচ। কেন ভাই ভাব এত মনে ?
ক্ষণেক অপেক্ষা কর—
আরো কথা শুনিতে পাইবে।

উত্তরার প্রবেশ।

উত্তরা। কে নিলে, কোথা গেল মালা ? বেদীর ওপর রেখে আমি চোখ বুজে শিবের ধ্যান করছিলাম, চেয়ে দেখি মালা নেই।

ঘটোৎকচ। তোমার মালা ?

উত্তরা। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমার মালা।

ঘটোৎকচ। তাহলে নিশ্চয় কোন মালা-চোর চুরি করেছে।

উত্তরা। কে সেই চোর ?

ঘটোৎকচ। এই যে—[অভিমন্যুকে দেখাইল]

উত্তরা। তুমি ? হ্যাঁ, ওই যে আমার মালা তোমার গলায়।

অভিমন্যু। একি! তাই তো, এ মালা—

ঘটোৎকচ। এ-হে-হে! শেষে তুমি মালা চুরি—

অভিমন্যু। স্তব্ধ হও, অর্জুননন্দন চোর নয়।

উত্তরা। বিরাটরাজকন্যাও মিথ্যা বলে না।

অভিমন্যু। তুমি বিরাটরাজকন্যা উত্তরা ?

উত্তরা। তুমি অর্জুননন্দন অভিমন্যু ?

ঘটোৎকচ। [হাততালি দিয়া] হয়ে গেছে—হয়ে গেছে ! এইবার মালা বদলটা সেরে ফেল ভাই !

অভিমন্যু। কিন্তু ওর মালা আমার গলায় কেন ?

ঘটোৎকচ। আমিই মায়াবলে পরিয়ে দিয়েছি।

উত্তরা। তুমি ?

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। কি হলো ভাগ্নে, যুদ্ধ করতে এসে—একি !

ঘটোৎকচ। ফুলের মালায় বন্দী হয়ে গেছে।

শ্রীকৃষ্ণ। এঁ্যা ! যুদ্ধ করতে এসে—প্রেম ?

অভিমন্যু। [ঘটোৎকচকে দেখাইয়া] ওই তো মায়াবলে উত্তরার মালা আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছে।

উত্তরা। তুমিই বা আমার মালা গলায় রেখেছো :কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ। ঠিক কথা। রাগ করে মালাটা উত্তরার গলাতেই ফিরিয়ে দাও।

ঘটোৎকচ। ব্যস, চুকে যাক ল্যাঠা।

অভিমন্যু। এ কিন্তু ভারি অন্যায়।

ঘটোৎকচ। অন্যায় বল আর যাই বল ভাই, আমি কিন্তু তোমার চুরির কথা সবাইকে বলে দেবো। আগে আমার মাকে বলিগে যাই—[প্রস্থানোদ্যত]

অভিমন্যু। মামা! এই জংলীটাকে তুমি ছেড়ে দিচ্ছো?

ঘটোৎকচ। দেখ ভাই, জাত তুলে গালাগালি দিও না বলছি। তাহলে—

অভিমন্যু। কি করবে তুমি?

ঘটোৎকচ। কি করব? রেগে-মেগে তোমার বিয়ের ভোজ একা আমিই সেঁটে দেবো সব। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

অভিমন্যু। কি!

ঘটোৎকচ। তাতেও জব্দ নাহি হলে
শালীদের কানমলা খাবে
যবে গিয়ে ছাদনাতলায়।
তাহা দেখি নাচিব আমি
বগল বাজায়ে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[বগল বাজাইতে বাজাইতে প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

অভিমন্যু। তুমিও হাসিছ মামা?

শ্রীকৃষ্ণ। চিন্তার কি আছে ভাগ্নে? ঘটোৎকচ
করে থাকে যদি অপরাধ, তোমাদের
বিয়ের অগ্রে আমি তারে লয়ে গিয়ে
পাতে তার ঢেলে দেবো তপ্ত গব্যঘৃত।
আপাতত শুভকার্য সমাপন তরে
এসো দোঁহে লয়ে যাই বিরাট নগরে।

[সকলের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হস্তিনাপুর প্রাসাদ

চিন্তামগ্ন দুর্যোধনের প্রবেশ।

দুর্যোধন। ঘটোৎকচ—ঘটোৎকচ। একজন অনার্য রাক্ষসের এত স্পর্ধা, মহারাজ দুর্যোধনের ভাইকে অপমান করে! না-না, ওই অরণ্যচারী জংলীটাকে আমি—

যুযুধানের প্রবেশ।

যুযুধান। তোমায় কিছু করতে হবে না দাদা। তুমি কর্ণকে পাঠিয়ে তাকে বেঁধে আনো, তারপর যা করতে হয় আমিই করবো।

দুর্যোধন। তুমি তার অপমানটা হজম করে এলে?

যুযুধান। হজম করে এসেছি তোমায় কে বললে?

দুর্যোধন। তবে কি ঘা কতক চাবুক মেরে এসেছো?

যুযুধান। চাবুক? যে আমার ঘাড়ে হাত দিয়েছে—

দুর্যোধন। তাকে কি করে এসেছ তাই বল।

যুযুধান। আমি তাকে বলে এসেছি, আমি মহারাজ দুর্যোধনের ভাই।

দুর্যোধন। মাত্র এই?

যুযুধান। আরে কথাটা শোন আগে—

দুর্যোধন। শুনতে চাই না আমি, চাই ঘটোৎকচের ছিন্নশির।

যুযুধান। আমিও তা অনেক আগেই নিতাম।

দুর্যোধন। পারোনি কাপুরুষ বলে—

যুযুধান। দেখ দাদা, ওই তোমার বড দোষ। তুমি শুধু আমার বীরত্বকে ছোট করেই দেখতে শিখেছো। আসল ব্যাপারটা কি জান?

দুর্যোধন। কি?

যুযুধান। যতবারই আমি তলোয়ার বাগিয়ে ধরে ব্যাটাকে ঘায়েল করতে গেছি, ততবারই চক্রহাতে কৃষ্ণ এসে আমায় বাধা দিয়েছে।

দুর্যোধন। কৃষ্ণ?

যুযুধান। আরও শুনলাম, ওই ঘটকচ্ছপই নাকি বিরাট-রাজার মেয়ে উত্তরার সঙ্গে অভিমন্যুর বিয়ের ঘটকালি করেছে।

দুর্যোধন। বল কি!

যুযুধান। আর তা দেখে কৃষ্ণ নাকি আহ্লাদে গড়িয়ে পড়েছে।

দুর্যোধন। তবে কি এও কৃষ্ণেরই মায়া? হ্যাঁ—হ্যাঁ, মায়াবলে সেই শঠ প্রবঞ্চকই পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসে লুকিয়ে রেখেছিল, মায়াবলে সেই ঘটোৎকচকে সৃষ্টি করে আমাকে জব্দ করতে চায়।

যুযুধান। এইবার তুমি খাঁটি কথাই বুঝেছ দাদা।

দুর্যোধন। যুযুধান! ওই গয়লার ছেলেটাকে বেঁধে আনতে পারো?

গীতকণ্ঠে উদ্ধবের প্রবেশ।

উদ্ধব।—

গীত

কে বল বাঁধিবে তারে।
(সে যে) সকল বাঁধন মুক্ত ব্রহ্ম মায়া যে বাঁধিতে নারে।

জগত বাঁধা যে তারি মায়াপাশে,
তুমি আমি বাঁধা তাহারি সকাশে,
ভুলিয়া সে কথা কেন ছুটে যাও অন্ধ অহঙ্কারে।

দুর্যোধন। দূর হ ভণ্ড! আমি তোর মুখে কৃষ্ণের স্তুতিগান শুনতে চাই না।

উদ্ধব। তুমি না চাইলেও—

পূর্ব গীতাংশ

আকাশ বাতাস পশুপাখি হায়,
সে নাম গাহিয়া পরাণ জুড়ায়,
ত্রিতাপ জ্বালা যে কৃষ্ণেরই নামে মুছে যায় বারেবারে।

যুযুধান। এই ব্যাটা নেড়া-নেড়ীর পোকে আমাদের প্রাসাদে কে ঢুকতে দিলে দাদা?

উদ্ধব। মহাত্মা বিদুরের সন্ধানেই আমি এসেছিলাম। তোমরা যখন চাও না, আমি ফিরেই যাচ্ছি। তবে একটা কথা মনে রেখো মহারাজ! শেকল দিয়ে কখনও কৃষ্ণকে বাঁধা যায় না, তাঁকে বাঁধতে হলে চাই ভক্তি।

দুর্যোধন। উদ্ধব!

উদ্ধব। হ্যাঁ ভক্তি, শুধু ভক্তি।

[প্রস্থান।

দুর্যোধন। তুমি কর্ণকে ডাকো যুযুধান, ঘটোৎকচের সঙ্গে আমি কৃষ্ণকেও—

কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। তার আগে মহারাজের উচিত সুবিচার করা।

দুর্যোধন। আমি কি অবিচার করছি?

ছদ্মবেশে অর্জুনের প্রবেশ।

অর্জুন। শুধু অবিচার নয়, অন্যায়।

যুযুধান। আমাদের ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করার তুমি কে হে?

অর্জুন। আমি মানুষ।

যুযুধান। মানুষ নও, বনমানুষ।

কর্ণ। আঃ রাজভ্রাতা! ওর কথাগুলো শুনতে দাও।

যুযুধান। কি শুনবে? ও তো তোমারই কথার গোঁ ধরে এসেছে।

অর্জুন। শুধু আমি কেন, সকলেই বলছে—

দুর্যোধন। কি বলছে?

অর্জুন। রাজভ্রাতা যুযুধান নাকি ঘটোৎকচের বাগদত্তা এক গন্ধর্বের মেয়েকে চুরি করে আনতে চেয়েছিল।

যুযুধান। বেশ করেছি, তাতে তোমার কি?

অর্জুন। আমার আর কি! সেবার বিরাটরাজার গরু চুরি করতে গিয়ে তোমরা মার খেয়ে এসেছিলে তাই। বারবার পরের হাতে মার খাওয়াটা—

দুর্যোধন। রসনা সংযত কর আগন্তুক।

অর্জুন। মহারাজ দুর্যোধনের আঁতে ঘা লেগেছে বুঝি?

কর্ণ। মহারাজকে অসম্মান করো না আগন্তুক।

অর্জুন। সম্মান? প্রজাদের ঘরের বৌ-ঝিকে যে রাজা মান দেয় না—

যুযুধান। কি—মহারাজ দুর্যোধনের নামে এতবড় কথা! তবে রে ইতর—[সক্রোধে অর্জুনের দিকে অগ্রসর]

অর্জুন। ইতর তুই।

যুযুধান। আমি তোকে এক ঘুষিতে—[অর্জুনকে মুষ্ট্যাঘাত করিতে উদ্যত]

অর্জুন। আমিও তোর হাতটা মুচড়ে ভেঙে দেবো। [যুযুধানের হাত মুচড়াইয়া দিল]

কর্ণ। একি করছো, একি করছো ?

যুযুধান। দাদা, তোমার সামনে এই ছোটলোকটা আমার গায়ে হাত তুললে !

দুর্যোধন। যুযুধান !

যুযুধান। আমি তোমায় বলে যাচ্ছি দাদা, এর বিহিত যদি না করো, আমি কিন্তু কেলেঙ্কারী করবো।

অর্জুন। বীরপুরুষ।

যুযুধান। আমি মহারাজ দুর্যোধনের ভাই।

অর্জুন। বীরত্বটা ?

যুযুধান। দেখিয়ে দিতাম। উঃ, ঘাড়ে ব্যথা না থাকলে—

[প্রস্থান।

দুর্যোধন। হত্যা কর কর্ণ, হত্যা কর এই উদ্ধত যুবককে।

অর্জুন। একা কর্ণ কেন ? ডাকো কর্ণ কৃপ জয়দ্রথ যে যেখানে আছে—

জয়দ্রথের প্রবেশ।

জয়দ্রথ। জয়দ্রথের তলোয়ারেই তোর জীবনের দীপ নিভে যাবে।

অর্জুন। [বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে গাণ্ডীব বাহির করিয়া] অর্জুনের গাণ্ডীবেই তোর প্রাণের স্পন্দন থেমে যাবে।

কর্ণ। কে, তৃতীয় পাণ্ডব ?

জয়দ্রথ। অর্জুন ?

দুর্যোধন। তুমি ? তুমি কি ওই অনার্য অসভ্য ঘটোৎকচের হয়ে আমাদের সঙ্গে বিবাদ করতে এসেছো ?

অর্জুন। ঠিক তা নয়। এসেছিলাম অন্য কারণেই। অবশ্য আসার পথে তোমার ভাইয়ের কীর্তিকলাপ শুনে প্রতিবাদ না করে পারছি না।

দুর্যোধন। তুমি কি জন্য এসেছো ? রাজ্য-ভিক্ষা চাইতে ?

অর্জুন। সে চিন্তা আমরা পরে করবো, এখন বিরাট-রাজকুমারীর সঙ্গে আমার পুত্র অভিমন্যুর বিয়ের নিমন্ত্রণ জানাতেই আমি এসেছি।

কর্ণ। শুভ সংবাদ।

দুর্যোধন। তোমাদের নিমন্ত্রণ আমি প্রত্যাখ্যান করছি।

কর্ণ। শত্রুর নিমন্ত্রণকেও গ্রহণ করতে হয় মহারাজ।

জয়দ্রথ। এরা আমাদের মহাশত্রু।

অর্জুন। অতএব ধর্মরাজের আদেশে আমার কর্তব্য আমি করে গেলাম, এবার রাজা দুর্যোধনের যা কর্তব্য তা তিনিই করবেন। তবে আরও একটা কথা। ঘটোৎকচের ওপর প্রতিশোধ নিতে গেলে হয়তো তোমাদের ভাল হবে না।

দুর্যোধন। ঘটোৎকচের জন্য তোমাদের দরদ উথলে উঠছে কেন ?

অর্জুন। দরদটা ঠিক ঘটোৎকচের জন্য নয় রাজা, দরদ তোমাদের জন্যই।

জয়দ্রথ। অর্থাৎ ?

অর্জুন। তোমাদের সঙ্গে যে আমাদের রক্তের সম্পর্ক জড়িয়ে আছে, তাই চুরি করতে গিয়ে যার-তার হাতে মার খেয়ে তোমাদের মান না গেলেও আমাদের মাথা হেঁট হয়।

দুর্যোধন। তোমরা তোমাদের কথাই ভাবো অর্বাচীন।

অর্জুন। সে আমরা অনেক আগেই ভেবে নিয়েছি রাজা। বারো বছর বনবাস আর একবছর অজ্ঞাতবাস যখন আমরা কাটিয়ে উঠেছি, আমাদের পাওনা—

কর্ণ। তোমরা আদায় করে নেবে?

অর্জুন। হ্যাঁ, নেবো। আর তা অনুরোধ করে নয়, ভিক্ষা চেয়েও নয়; স্বেচ্ছায় না দিলে, বাহুবলেই আমরা আদায় করে নেবো।

দুর্যোধন। এত আশা?

অর্জুন। কারণ আমরা জানি এ আমাদের দুরাশা নয়, ন্যায্য দাবি।

[প্রস্থান।

দুর্যোধন। ন্যায্য দাবি—ন্যায্য দাবি। জয়দ্রথ! কর্ণ! তোমরা অর্জুনকে—

কর্ণ। যেতে দাও বন্ধু। ধর্মরাজের আদেশে দৌত্যকাজে যখন এসেছে, দূতের অমর্যাদা করা রাজধর্ম নয়।

জয়দ্রথ। তোমার এই নীতিকথা আমাদের অসহ্য!

দুর্যোধন। তবে থাক, তোমরা ঘটোৎকচকেই বন্দী অথবা হত্যা করার চেষ্টা দেখ।

কর্ণ। সেখানেও আমার আপত্তি আছে।

দুর্যোধন। কর্ণ!

কর্ণ। অনার্য রাক্ষস হলেও, ঘটোৎকচের বীরত্ব প্রশংসার। তাই—

জয়দ্রথ। কি বলতে চাও তুমি?

কর্ণ। শত্রুতা ভুলে ঘটোৎকচকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে কাছে টেনে নিলে মহারাজের লাভই হবে।

জয়দ্রথ। তা বলে একটা অসভ্য জংলী ছোটজাতকে মাথায় তুলতে হবে ?

কর্ণ। হবে। কারণ অসভ্য জংলী ছোটজাত বলে কাকেও পায়ের তলায় পিষে মারতে চাওয়াও মানুষের কাজ নয় বন্ধু। তাছাড়া অসভ্য জংলী ঘটোৎকচের বীরত্বও যে তোমার মত সুসভ্য আর্যের চেয়ে অনেক ওপরে, আশাকরি সে পরিচয়ও তুমি একদিন পাবে। [প্রস্থানোদ্যত]

জয়দ্রথ। [রাগতস্বরে] অঙ্গরাজ !

কর্ণ। মনে রেখো সিন্ধুরাজ, মানুষকে ছোট ভেবে বড় হওয়া যায় না বন্ধু—বড় হওয়া যায় না।

[প্রস্থান।

জয়দ্রথ। তুমি আমাকে আদেশ দাও রাজা, আমিই সেই জংলী জানোয়ারটাকে—

দুর্যোধন। না। কর্ণ ঠিকই বলেছে, ঘটোৎকচ পাণ্ডবদের প্রিয়-পাত্র। এখনি তাকে শাস্তি দিলে পাণ্ডবরাও তার হয়ে অস্ত্র ধরবে। তার চেয়ে মাতুল শকুনির সঙ্গে পরামর্শ করে তাকে যদি পাণ্ডবদের চোখে বিষ করে তুলতে পারি—

জয়দ্রথ। সে তো আরও ভাল হয়। কিন্তু পাণ্ডবদের বিষিয়ে তোলার ভার—

রোহিণীর প্রবেশ।

রোহিণী। আমি নেবো।

দুর্যোধন। তুমি ?

রোহিণী। ঘটোৎকচের শত্রু।

জয়দ্রথ। ঘটোৎকচের হাতে তুমি নির্যাতিতা?

রোহিণী। আমার স্বামীকে সে—

দুর্যোধন। বল—বল, থামলে কেন?

রোহিণী। আমার স্বামীকে সে মানবীর কণ্ঠলগ্না করে দিয়েছে।

জয়দ্রথ। তুমি দেবী?

রোহিণী। আমি চাই তার প্রতিশোধে ঘটোৎকচকে তার প্রিয়-পাত্রদের কাছ থেকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে, তার বুকে রাবণের চিতা জ্বালাতে।

জয়দ্রথ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এই সুবর্ণ সুযোগ রাজা।

দুর্যোধন। তুমি মাতুলকে মন্ত্রণা-কক্ষে আসতে বল জয়দ্রথ। আমি একে নিয়ে যাচ্ছি।

জয়দ্রথ। এখনই বলছি। কিন্তু ঘটোৎকচ নিধনের ভারটা যেন কর্ণের ওপর দিও না বন্ধু, তাহলে বড় ব্যথা পাবো।

[প্রস্থান।

রোহিণী। তুমি আমার সাহায্য নেবে রাজা?

দুর্যোধন। নেবো—নেবো। এসো দেবী, শুধু ঘটোৎকচ নিধনই নয়, পাণ্ডবদের নামও পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতে তুমি সাজবে নিয়তি, আর আমি সাজবো তাদের যম। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

রোহিণী। নিয়তি? আমি নিয়তি? হ্যাঁ-হ্যাঁ, আকাশের চাঁদকে যতদিন না আমার মনের আকাশে ফিরে পাই, ততদিন এই রোহিণী সাজবে নিয়তি—নিয়তি।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

অরণ্য-প্রান্তর

ঘণ্টাকর্ণের প্রবেশ।

ঘণ্টাকর্ণ। নাঃ, এই মন্ত্রীগিরি করা আর চলবে না দেখছি।

জবার প্রবেশ।

জবা। কি হলো ঘণ্টাদা?

ঘণ্টাকর্ণ। বিপদ।

জবা। বিপদ?

ঘণ্টাকর্ণ। ভীষণ বিপদ।

জবা। কিসের বিপদ?

ঘণ্টাকর্ণ। ভয়ানক বিপদ।

জবা। কি ভয়ানক বিপদ?

ঘণ্টাকর্ণ। যাকে বলে ভয়াবহ বিপদ।

জবা। ভয়াবহ!

ঘণ্টাকর্ণ। মানে ভয়ঙ্কর বিপদ।

জবা। আঃ, কি হয়েছে বল না।

ঘণ্টাকর্ণ। বলছি তো। রাজার কড়া হুকুম—জঙ্গলে যেখানে যত ভাল ভাল জিনিস আছে, হাতির দাঁত, বাঘের ছাল, দামী পাথর—এমন কি ফুল ফল পর্যন্ত এখনই জোগাড় করে ফেলতে হবে।

জবা। এই কথা?

ঘণ্টাকর্ণ। কথাটা খুব শস্তা হলো বুঝি?

জবা। বিয়েবাড়ির খাওয়াটাও খুব শস্তা বুঝি?

ঘণ্টাকর্ণ। আরে খাওয়া—খাওয়া, তা আবার শস্তা-চড়ার কি আছে?

জবা। আছে বৈকি, এ আর তোমাদের ময়াল সাপের কালিয়া, ভাল্লুকের মুড়িঘণ্ট, কুমিরের চাটনি নয়, দস্তুরমত লুচি-পোলাও দই-সন্দেশ—

ঘণ্টাকর্ণ। ইস, বলিসনি। বলিস অনেক কষ্টে নোলাকে সামলে রেখেছি। তা বলি, বে'-বাড়ি থেকে শেষে খাবী খেয়ে ফিরতে হবে না তো?

ঘটোৎকচের প্রবেশ।

ঘটোৎকচ। কি বললি? আমার বাপ-জ্যাঠা-কাকাদের নামে বদনাম!

ঘণ্টাকর্ণ। বদনাম করছে কে? তবে বলছিলাম—

ঘটোৎকচ। ওরে না—না, পাণ্ডবরা দুর্যোধন নয়। একে তারা দানে হরিশ্চন্দ্র, বীরত্বে ইন্দ্র, গুণে বৃহস্পতি, তায় তারা আমার আপনার জন।

ঘণ্টাকর্ণ। হেঃ-হেঃ-হেঃ, তা তো বটেই!

জবা। তোমাকে যা যা বলেছে, সব জোগাড় হয়ে গেছে ঘণ্টাদা?

ঘণ্টাকর্ণ। সে আর কতক্ষণ!

ঘটোৎকচ। যা—যা, জঙ্গলে যত দামী জিনিস আছে জোগাড় করে ফেল, আর সকলকে বলে দে—আমার ভাই অভির বিয়েতে সকলের নেমন্তন্ন।

ঘণ্টাকর্ণ। এঁ্যা! ওরাও যাবে?

জবা। তোমার বুঝি ভাগে কম পড়বে ঘণ্টাদা?

ঘণ্টাকর্ণ। বিশ্বাস নেই দিদি। শালাদের তো পেট নয়, এক একটা বিশমণি নৌকো।

ঘটোৎকচ। আর তুই?

ঘণ্টাকর্ণ। আমি তোমার কাছে মিছে কথা বলবো না রাজা। ঘরের কথা ছেড়েই দিচ্ছি। কিন্তু পরের পেলে আমিও জাহাজ হয়ে যেতে পারি—হেঃ-হেঃ-হেঃ—

[প্রস্থান।

ঘটোৎকচ। হ্যাঁ জবা, তুমিও তৈরি থেকো। মা কি করছে তা কে জানে। কবে থেকে বলেছি সব গুছিয়ে রাখতে, কাল সকালেই আমাদের রওনা হতে হবে।

জবা। আমিও তোমার সঙ্গে যাবো?

ঘটোৎকচ। যাবে না মানে? উত্তরা যেমন মা সুভদ্রার ছেলের বৌ, তুমিও তো তেমনি আমার মায়ের ছেলের বৌ।

জবা। রাজা!

ঘটোৎকচ। আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে জবা! আমার দুঃখিনী মা যখন—মা দ্রৌপদী, মা সুভদ্রার পাশাপাশি বসবে,, আর্যরা তাকে মান্য করবে; অনার্যেরাও তা দেখে বুঝবে, আর্য-অনার্যে আমাদের আর কোন ভেদ নেই। সেদিন হয়তো আনন্দে আমি পাগল হয়ে যাবো জবা, পাগল হয়ে যাবো।

জবা। কিন্তু আমি তো এখনও তোমার বৌ হইনি।

ঘটোৎকচ। ওই যা, আমি তোমাকে বলবো বলে ভুলেই গিসলাম। গন্ধর্বমতেই আমাদের মালা বদলটা সেরে নেওয়া দরকার।

জবা। মালা বদল?

ঘটোৎকচ। আহা, ওইটাই তো আসল বিয়ে। তাছাড়া আমি বড়, অভির আগে আমার বিয়ে হওয়া তো দরকার। না-না, বড় ভুল হয়ে গেল, বড় ভুল হয়ে গেল।

জবা। সে ভুল আমি যদি শুধরে দিই?

ঘটোৎকচ। কি করে শুধরাবে? সময় কই?

জবা। অত ভাবতে হবে না, তুমি চুপটি করে দাঁড়াও।

ঘটোৎকচ। আর তুমি?

জবা।—

গীত

পরিয়ে দেবো তোমার গলে আমার গাঁথা মালা।
নাই বা হলো ছাদনাতলা নাই বা বরণ ডালা।
সাক্ষী হলো চাঁদ-সূর্য, সাক্ষী বনের পাখি,
বেঁধে নিলাম আজকে মোরা ভালবাসার রাখী।
শুকিয়ে গেলেও ফুলের মালা মনের মালা দিয়ে,
রাখবো বেঁধে আপন করে মোদের দুটি হিয়ে—
রইবো না আর তোমায় ছেড়ে দিলেও তুমি জ্বালা।

ঘটোৎকচ। দাও জবা, মালা পরিয়ে দাও।

জবা। এসো প্রিয়তম! তোমার জন্য গাঁথা মালা তোমারই গলায়—[ঘটোৎকচের গলায় মালা পরাইয়া দিতে উদ্যত]

নেপথ্যে রোহিণী। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

জবা। [চমকিত হইয়া] কে? [সহসা তাহার হাত হইতে মালা পড়িয়া গেল]

ঘটোৎকচ। ওকি, মালা পড়ে গেল?

জবা। পড়ে গেল? হ্যাঁ, তাইতো! কে যেন অলক্ষ্যে হেসে

উঠলো, আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম, হাতটা অসাড় হয়ে মালা পড়ে গেল। তবে কি—তবে কি এ মালা তুমি গলায় নেবে না?

ঘটোৎকচ। নেবো—নেবো, দাও—মালা কুড়িয়ে নিয়ে আমার গলায় পরিয়ে দাও।

জবা। [জবা মালা কুড়াইতে গেল, সহসা যেন পেচক ডাকিয়া উঠিল] ওকি, পেঁচা ডাকছে? কেন—কেন এ অলক্ষণ, কেন এই অশুভ সঙ্কেত?

ঘটোৎকচ। ও কিছু নয়, তোমার মনের ভ্রম।

জবা। না-না, মনের ভ্রম নয়। আমি যাই, আমি যাই—

ঘটোৎকচ। মালা দেবে না?

জবা। দেবো, তবে ধূলোয় ঝরে পড়া ও মালা নয়; আবার নতুন করে ফুল তুলে—নতুন করে গেঁথে তোমার গলায় পরিয়ে দেবো আমার ভালবাসার অশ্রুধোয়া সেই নতুন ফুলের মালা।

[প্রস্থান।

ঘটোৎকচ। জবা—জবা—

হিড়িম্বার প্রবেশ।

হিড়িম্বা। ঘটোৎকচ—

ঘটোৎকচ। মা!

হিড়িম্বা। জবা যেন পাগলীর মত ছুটে গেল কেন রে?

ঘটোৎকচ। কি জানি! হঠাৎ তার হাত থেকে মালাটা পড়ে যেতেই—

হিড়িম্বা। মালা হঠাৎ ধূলোয় পড়ে—

ঘটোৎকচ। ও কিছু নয় মা, ও কিছু নয়।

হিড়িম্বা। ঘটোৎকচ!

ঘটোৎকচ। যুদ্ধে যাবার তোড়জোড়ের কথা বলছো মা?

হিড়িম্বা। না বাবা। তুই আমাকে কথা দে, আমার অনুমতি না নিয়ে কখনও যুদ্ধে যাবি না?

ঘটোৎকচ। তা কি করে হয় মা।

হিড়িম্বা। হয় বাবা। এর কারণ—

ঘটোৎকচ। আমি জানতে চাই না।

হিড়িম্বা। জানতে চাস না?

ঘটোৎকচ। জান তো আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। কারণ-টারণ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই।

হিড়িম্বা। তুই আমাকে কথা দিবি না?

ঘটোৎকচ। না মা।

হিড়িম্বা। ঘটোৎকচ!

ঘটোৎকচ। কথার দাম কতটুকু মা! আমি তোমার পা ছুঁয়ে শপথ করছি, তোমার অনুমতি না নিয়ে আমি কখনও যুদ্ধে যাবো না।

হিড়িম্বা। ঘটোৎকচ! তুই আমার পা ছুঁয়ে শপথ করলি?

ঘটোৎকচ। তুমি যে আমার গর্ভধারিণী মা, তোমার অবাধ্য কি হতে পারি!

হিড়িম্বা। আঃ, এতদিনে আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

ঘটোৎকচ। কিন্তু আমি তোমায় যা বলেছি, মনে আছে?

হিড়িম্বা। আছে বাবা।

ঘটোৎকচ। এই জংলীর পোশাকে কিন্তু তোমার যাওয়া হবে না।

হিড়িম্বা। ওরে, সধবা মেয়েদের আবার পোশাকের কি দরকার বাবা? সিঁথির সিঁদুর, হাতের শাঁখা-নোয়া আর একখানা লাল-পাড় শাড়ি থাকলেই তো যথেষ্ট।

ঘটোৎকচ। ওসব কথা আমি শুনবো না মা। আমি তোমার জন্য যে সোনার গহনা এনে দিয়েছি, সেগুলো তোমায় পরতেই হবে, আর সেই দামী শাড়িখানা—

হিড়িম্বা। পরবো রে, সব পরবো। কিন্তু আমাদের তো কেউ কিছু বলে গেল না বাবা?

ঘটোৎকচ। বলবে মা, বলবে।

হিড়িম্বা। আর কবে বলবে, কাল বাদে পরশু বিয়ে।

ঘটোৎকচ। পরশু বিয়ে, আমাদের কেউ কিছু বলে গেল না—

হিড়িম্বা। জবার বাবার মুখে শুনলাম, তাদের শত্রু রাজা দুর্যোধনকেও তারা নেমন্তন্ন করেছে।

ঘটোৎকচ। অথচ আমি তাদের ছেলে, তুমি তাদের বাড়ির বৌ, তোমাকে—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

হিড়িম্বা। ঘটোৎকচ!

ঘটোৎকচ। তুমি এর জন্য ভেবো না মা—ভেবো না। আমরা তাদের আপনার লোক, আমাদের আবার নেমন্তন্ন কি!

বজ্রকেতুর প্রবেশ।

বজ্রকেতু। আপনার লোক না ছাই।

ঘটোৎকচ। বজ্রকেতু খুড়ো!

বজ্রকেতু। তোমাদের চালাকি আমি ধরে ফেলেছি।

হিড়িম্বা। তোমার সঙ্গে আমরা কি চালাকি করেছি বজ্রকেতু?

বজ্রকেতু। ভীমের ছেলে বলে আমাকে ঠকিয়ে আমার মেয়ের তোমরা জাত মারতে চাও।

ঘটোৎকচ। আমার পিতৃ-পরিচয় মিথ্যা নয়।

বজ্রকেতু। আমিও তাই ভেবেছিলাম, কিন্তু পাণ্ডবদের বাড়ির বিয়ের ব্যাপারেই তোমার মুরোদ বোঝা গেছে।

ঘটোৎকচ। বজ্রকেতু খুড়ো!

বজ্রকেতু। চোখ রাঙালে কি হবে। কে কবে কোথায় শুনেছে যে, বাড়িতে বিয়ে হলে লোকে ছেলে-বৌকে জঙ্গলে ফেলে রাখে!

হিড়িম্বা। এখনো সময় আছে।

বজ্রকেতু। আর সময়! দেখগে, দেশের শ্যাল-কুকুরগুলো পর্যন্ত নেমন্তন্ন পেয়েছে, আর সত্যিকারের সোয়ামী হলে—

ঘটোৎকচ। আমি তোমার জিভটাই ছিঁড়ে ফেলবো।

হিড়িম্বা। থাক বাবা, ও যে জবার বাপ।

ঘটোৎকচ। তাই আমি এখনও ওর ঔদ্ধত্য সহ্য করছি মা।

বজ্রকেতু। সইবে না তো কি করবে?

হিড়িম্বা। তুমি এখান থেকে যাও বজ্রকেতু।

বজ্রকেতু। আমি তো যাবোই, আমার মেয়ে জবাকেও আমি হস্তিনাপুর নিয়ে যাবো।

হিড়িম্বা। বজ্রকেতু—

বজ্রকেতু। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমায় কেটে ফেললেও গন্ধর্বের ঘরের মেয়েকে আমি রাক্ষসীর ছেলের হাতে দেবো না।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। রাক্ষসীর ছেলে হলেও ঘটোৎকচ রাক্ষস নয়, গন্ধর্ব।

ঘটোৎকচ। যদুপতি!

শ্রীকৃষ্ণ। পিতৃ-পরিচয়ই পুত্রের পরিচয়।

বজ্রকেতু। তাহলে ঘটোৎকচের বাবা—

শ্রীকৃষ্ণ। মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন।

হিড়িম্বা। তুমি এলে যদুপতি, কিন্তু ওরা তো কেউ এলো না?

শ্রীকৃষ্ণ। ওদের হয়েই আমি তোমাদের জন্য নিমন্ত্রণ নিয়ে এসেছি মা।

বজ্রকেতু। সত্যি সত্যি নেমন্তন্ন হলো? ধুত্তোর! আমার যে সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

ঘটোৎকচ। খুড়ো—

বজ্রকেতু। কিছু মনে করো না বাবা ঘটোৎকচ, আমি এখন আসি।

[প্রস্থান।

হিড়িম্বা। যদুপতি, তুমি আমাদের নিয়ে যেতে এসেছো, তিনিও আমাদের ডেকেছেন। কিন্তু আমার ছেলে কি পাণ্ডবদেরই একজন হয়ে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে?

ঘটোৎকচ। মা!

হিড়িম্বা। না-না, আমি এ আনন্দের বোঝা আর বহতে পারছি না বাবা, বইতে পারছি না।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। মা হিড়িম্বা আনন্দে বিহ্বলা হয়ে চলে গেল। তুমি খুশি হয়েছো ঘটোৎকচ?

ঘটোৎকচ। না।

শ্রীকৃষ্ণ। না? তুমি নিমন্ত্রণ—

ঘটোৎকচ। নেবো না।

শ্রীকৃষ্ণ। বিবাহ-সভায়—

ঘটোৎকচ। আমি যাবো না।

শ্রীকৃষ্ণ। যাবে না?

ঘটোৎকচ। না—না—না।

শ্রীকৃষ্ণ। ঘটোৎকচ!

ঘটোৎকচ। তুমি যাও যদুপতি—তুমি যাও, আমি যাবো না।

শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু—

ঘটোৎকচ। কিন্তু কি?

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি তাদের ঘরের ছেলে।

ঘটোৎকচ। ঘরের ছেলে! ঘরের ছেলেকে বুঝি নেমন্তন্ন করতে হয়? কেন, আমি কি তাদের কুটুম? আমাকে নেমন্তন্ন, আমাকে দশ দিন আগে ডেকে পাঠাতে পারতো না? আমাকে আদেশ করতে পারতো না? আমার ওপর তারা খাটা-খাটুনির ভার ছেড়ে দিতে পারতো না?

শ্রীকৃষ্ণ। ঘটোৎকচ!

ঘটোৎকচ। তা দেবে কেন? আমার ছোঁয়া খেলে যে তাদের জাত যায়, আমার মাকে স্ত্রী বলে পরিচয় দিলে যে তাদের মাথা হেঁট হয়, আমি অস্পৃশ্য অনার্য রাক্ষস, আমার মা যে রাক্ষসী। না-না, আমরা তাদের কেউ নয়, অভিও আমার কেউ নয়—কেউ নয়। [কাঁদিয়া ফেলিল]

শ্রীকৃষ্ণ। অভিমান করো না ঘটোৎকচ। পঞ্চ-পাণ্ডব তোমাকে নিমন্ত্রণ করেনি, আদেশই করেছে।

ঘটোৎকচ। [সানন্দে] আদেশ?

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ, আদেশ। অভির বিয়ের সব দায়িত্বও তারা তোমার ওপরেই দিয়েছে, তুমিই বরকর্তা।

ঘটোৎকচ। আমি বরকর্তা! তাঁরা আমাকে আদেশ করেছেন! অভির বিয়ের সব দায়িত্ব আমার ওপর! বল যদুপতি—বল, তুমি ঠিক বলছ?

শ্রীকৃষ্ণ। সত্যি ঘটোৎকচ।

ঘটোৎকচ। কিন্তু—কিন্তু আমি যে মুখ্যু মানুষ, ভদ্রলোক রাজা-মহারাজদের সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে হয় শিখিনি। না-না, ওই ভারটা আর কারও ওপর দিও।

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি কি করবে?

ঘটোৎকচ। আমি? আমি নাচবো গাইবো আর খাটবো—প্রাণভরে খাটবো। ওরে, তোরা কাড়া-নাকাড়ায় ঘা দে, মাদল বাজা। আমার অভির বিয়ের সব কাজের ভার আমার ওপর। আমি তার বরকর্তা। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

শ্রীকৃষ্ণ। ঘটোৎকচ!

ঘটোৎকচ। এসো যদুপতি! দয়া করে পায়ের ধুলো দিয়েছো যদি, তোমার কিন্তু এখান থেকে শুধুমুখে ফিরে যাওয়া হবে না।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি ঘটোৎকচ, বিয়ের হাঙ্গামা চুকে গেলে, একদিন এসে তোমার আতিথ্য গ্রহণ করবো।

ঘটোৎকচ। সেদিন তুমি একলা নও মাধব, আমি তোমাদের সকলকে এনেই একদিনের জন্য আমার জঙ্গলকে স্বর্গ তৈরি করবো।

শ্রীকৃষ্ণ। সেদিন তুমি আমাদের কি দিয়ে অতিথি সৎকার করবে ঘটোৎকচ?

ঘটোৎকচ। আমি তোমাদের—হ্যাঁ, হয়েছে—হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ। কি দেবে, রাজভোগ?

ঘটোৎকচ। কোথায় পাবো?

শ্রীকৃষ্ণ। তবে কি পরমান্ন?

ঘটোৎকচ। আমি চোখেই দেখিনি।

শ্রীকৃষ্ণ। তাহলে কি দেবে?

ঘটোৎকচ। দেবো বনের ফুল, গাছের ফল, আর আমার চোখের জল।

শ্রীকৃষ্ণ। ঘটোৎকচ! তুমি কি?

ঘটোৎকচ। অসভ্য অনার্য রাক্ষস হলেও আমি যে অভির দাদা, অভির বড় ভাই—অভির বড় ভাই।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। অভিও কৃতার্থ তোমার মত বড ভাই পেযে। ওকি, কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে দাঁড়িয়ে কে হাসছে? নিয়তি? হাস—তুই অট্টহাসি হাস নিয়তি। আর আমি? আমি পুরাতনের জীর্ণ পাঁজরে নতুনকে প্রতিষ্ঠা করতে বাজিয়ে যাই আমার পাঞ্চজন্য—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানী দেহি॥

[শঙ্খধ্বনি করিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বিরাট-রাজপ্রাসাদের একাংশ

[শঙ্খধ্বনি ও নহবতের স্বর বাজিতেছিল]

চিন্তামগ্ন যুযুধানের প্রবেশ।

যুযুধান। ব্যাটা ঘটোৎকচ একাই বিয়েবাড়ি মাতিয়ে রেখেছে। আমি আর রোহিণীও তার মৃত্যুবাণ নিয়ে এসেছি। ঠিকমত প্রয়োগ করতে পারলে আর দেখতে হবে না। যাই, প্রথমে ধর্ম্মরাজকেই বলিগে—

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। কি বলবে যুযুধান?

যুযুধান। এই যে মেজদা—

ভীম। তুমি এলে, দুর্য্যোধন এলো না যে!

যুযুধান। সে ছা-পোষা মানুষ, যাবো বললেই সব জায়গায় তার যাওয়া হয়ে ওঠে না। তাই—

ভীম। তোমাকেই পাঠিয়ে দিলে।

যুযুধান। ও ভাই আর দাদা একই কথা।

ভীম। তবু তার আসা উচিত ছিল।

যুযুধান। ছিল বৈকি! কিন্তু ওই যে বললাম, বেচারা ছা-পোষা হয়েই বড় মুস্কিলে পড়েছে। তাছাড়া আমিও তো বড় কেউ-কেটা নই!

ভীম। তুমি তার ভাই।

যুযুধান। বলো—মহারাজ দুর্যোধনের ভাই।

ভীম। ধর্মরাজকে কি যেন বলবে বলছিলে?

যুযুধান। দুঃখের কথা দাদা, দুঃখের কথা।

ভীম। দুঃখই বটে। আমাদের ছেলের বিয়ে তোমাদের কি সহ্য হয়?

যুযুধান। অই দেখ! তোমার সব কথাই যেন বাঁকা বাঁকা।

ভীম। হবেই তো। অন্যায় সইতে পারি না বলেই তো এই ভীমসেন খারাপ লোক।

যুযুধান। কাজে তার পরিচয় দাও, তবে তো বুঝি।

ভীম। পরিচয় পাবে আমাদের পাওনা-গণ্ডা ফিরিয়ে না দিলে, ওই কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনেই।

যুযুধান। আরে সে তো পরের কথা। এখন তোমার ছেলে ওই ঘটকচ্ছপের অন্যায়ের বিচারটা কর দেখি দাদা, তবে তো বুঝি তুমি খাঁটি লোক।

ভীম। আমার ছেলে ঘটোৎকচ কি অন্যায় করেছে?

যুযুধান। না, তেমন কিছু নয়; মাত্র তোমাদের এখানে আসার পথেই এক ব্রাহ্মণের মেয়ের রূপ দেখে ভুলে গিয়ে তার সোয়ামীকে তো খুন করলই, আবার মেয়েটাকে নিয়েও ভাগোলবা হতে চেয়েছিল।

ভীম। যুযুধান!

যুযুধান। পারেনি এই মহাবীর যুযুধানের জন্যই।

ভীম। ঘটোৎকচের নামে মিথ্যা বললে, এই গদার ঘায়েই আজই তোমাকে—[গদা উত্তোলন]

যুযুধান। আরে, কথা হচ্ছে মুখে মুখে; আবার গদা আস্ফালন করছো কেন?

ভীম। অভিমন্যুর বিয়েতে তোমরা আমাদের নিমন্ত্রিত বলেই বেঁচে গেলে, নইলে—

যুযুধান। আমি যদি তোমার ছেলের অন্যায়ের প্রমাণ দিতে পারি ?

ভীম। কি প্রমাণ আছে ?

বিধবা বেশে আলুলায়িতাকুন্তলা রোহিণীর প্রবেশ।

রোহিণী। তার জীবন্ত প্রমাণ আমি।

ভীম। তুমি—

রোহিণী। এক অভাগিনী ব্রাহ্মণ-কন্যা, নাম গায়ত্রী।

যুযুধান। আহা, ওর দুঃখে এখনও আমার বুকটা ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে।

ভীম। তুমি কি বলতে চাও গায়ত্রী ?

রোহিণী। বিচার চাই, আমার স্বামীহত্যার বিচার চাই।

ভীম। তোমার স্বামীকে—

রোহিণী। ঘটোৎকচ হত্যা করেছে।

ভীম। গায়ত্রী !

যুযুধান। শোন—শোন মেজদা, এবার তুমি নিজের কানেই শোন।

ভীম। ঘটোৎকচ—আমার ঔরসজাত সন্তান ব্রহ্মহত্যাকারী ?

রোহিণী। বল—বল বৃকোদর, তোমরা নাকি কৃষ্ণের আশ্রিত ? ধর্মের সেবক ? ন্যায়ের পূজারী ? আমার স্বামীহন্তা ওই ঘটোৎকচ নাকি তোমারই ছেলে ? তুমি এর বিচার করবে, না আমি ধর্মরাজের কাছে যাবো ?

ভীম। না-না, ধর্মরাজের কাছে নয়। এমন আনন্দের দিনে তিনি একথা শুনলে ব্যথা পাবেন।

যুযুধান। তাহলে তুমিই ঘটকচ্ছপের বিচারটা—

ভীম। বিচার, ঘটোৎকচের বিচার—

রোহিণী। নিজের ছেলে বলে মধ্যম পাণ্ডবের বুঝি তাকে শাস্তি দিতে হাত উঠছে না? বেশ, স্বামীর শোকের আগুন বুকে নিয়ে আমি ফিরেই যাচ্ছি—

ভীম। মা—

রোহিণী। কিন্তু জেনো রেখো, ধর্মের নামাবলি গায়ে দিয়ে অধর্মকে প্রশ্রয় দিলে, এই স্বামীহীনা অভাগিনী গায়ত্রীর বুকভরা অভিশাপের আগুনে তোমাদেরও পুড়ে ছাই হয়ে যেতে হবে—ছাই হয়ে যেতে হবে।

[প্রস্থান।

ভীম। আঃ! আমি কি জেগে আছি? স্বপ্ন দেখছি না তো?

যুযুধান। এইবার বিশ্বাস হলো তো? কি বলবো, ঘটোৎকচ যে আমাদের ভাইপো! কথাটা শুনে রাগে ইস্তক আমার মাথার চাঁদি গরম হয়ে উঠছে।

ভীম। যুযুধান!

যুযুধান। নেহাৎ তুমি বেঁচে আছো জলজ্যান্ত, তাই তার বিচারের ভারটা তোমার ওপরেই ছেড়ে দিচ্ছি। তা না হলে—

ভীম। তুমিই তার বিচার করতে?

যুযুধান। করতাম বৈকি, আমি মহারাজ দুর্যোধনের ভাই।

ভীম। যুযুধান!

যুযুধান। আমি তোমায় দিব্যি করে বলতে পারি দাদা, ও ব্যাটা কস্মিনকালে তোমার ছেলে নয়। কোথাকার কোন জঙ্গলের ছেলে তোমাদের নাম ভাঁড়িয়ে খেতে এসেছে।

ভীম। এই ভীমসেন থাকতে ধর্মরাজের পবিত্র মুখে কেউ অধর্মের কালি মাখিয়ে দিতে পারবে না। যুযুধান। ওরে, কে আছিস, ওই জংলী অসভ্য অনার্যটাকে—

অর্জুনের প্রবেশ।

অর্জুন। কাকে অসভ্য অনার্য বলছো মেজদা? ঘটোৎকচকে? ছিঃ-ছিঃ, এখুনি সে শুনলে—

যুযুধান। মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

অর্জুন। মানুষকে যারা ঘৃণা করে, তাদের কিছুই হয় না যুযুধান।

ভীম। ঘৃণা কি বলছিস ভাই, ওকে হত্যা করাই উচিত।

অর্জুন। ঘটোৎকচকে?

ভীম। হ্যাঁ—হ্যাঁ।

অর্জুন। কি হয়েছে আর্য? এখানের বাতাসটাকে যেন উত্তপ্ত বলে মনে হচ্ছে! এই বিষধর ভুজঙ্গ বুঝি তোমাকে কিছু বুঝিয়েছে?

যুযুধান। বাড়িতে পেয়ে খুব যে যা-তা বলছো! কেন, যখন তখন আমি রাগি না বলে?

অর্জুন। যুযুধান!

যুযুধান। নেমন্তন্ন রাখতে এসেছি তাই রাগটা গায়ে মেখে নিচ্ছি। কিন্তু সাবধান! এরপরে ওই রাক্ষসের পোকে নিয়ে মাখামাখি করলে—

ভীম। তুমি হস্তিনায় ফিরে যাবে?

যুযুধান। নিশ্চয়ই যাবো। তখন যতই তোমরা আমার হাতে-পায়ে ধরে কান্নাকাটি করো, এ শর্মা আর ফিরেও আসবে না, অভিমন্যু-উত্তরাকে আশীর্বাদও করবে না। [প্রস্থান।

অর্জুন। পরশ্রীকাতর আত্মীয়দের আশীর্বাদ না হলেও চলবে। কি ভাবছো আর্য? ঘটোৎকচের সম্বন্ধে যুযুধান যদি কিছু বলে থাকে, ভুলে যাও।

ভীম। অর্জুন!

অর্জুন। দেখবে এসো মেজদা, ঘটোৎকচ মায়াবলে আমাদের অভি আর উত্তরার জন্য এক মায়া-বাসর সৃষ্টি করে সকলকে কি আনন্দের সাগরে ডুবিয়ে রেখেছে।

ভীম। যাবো-- যাবো অর্জুন, তবে আনন্দের সাগরে অবগাহন করতে নয়, ওই মায়াধরকে চিরদিনের মতই মৃত্যুর কোলে ঘুম পাড়িয়ে দিতে।

অর্জুন। তুমি কি উন্মাদ হলে মেজদা?

ভীম। ওই ঘটোৎকচের রক্তে স্নান না করলে ভীমসেনের বুকের এই জ্বালা জুড়াবে না।

অর্জুন। পিতা হয়ে তুমি পুত্রহত্যা করবে?

ভীম। সে আমার পুত্র নয়।

অর্জুন। তুমি তার পিতৃত্বকে অস্বীকার করছো?

ভীম। কারণ আমার ছেলে কখনও ব্রহ্মঘাতী হতে পারে না।

অর্জুন। ঘটোৎকচ ব্রহ্মহত্যাকারী?

ভীম। তার প্রমাণও আমি পেয়েছি।

অর্জুন। সে প্রমাণ কি ওই যুযুধান?

ভীম। না, সেই হতভাগ্য ব্রাহ্মণের স্ত্রী নিজেই এসে আমাকে জানিয়ে গেছে।

অর্জুন। মধ্যম পাণ্ডব!

ভীম। না-না, আমি যেমন অন্যায় করি না, কারও অন্যায়কেও

আমি সহ্য করবো না। শোন অর্জুন! মায়াবলে সেই মায়াধর তোদের সবাইকে মায়ামুগ্ধ করলেও, এই ভীমসেনকে পারবে না। বিবাহ-মণ্ডপ যদি রণস্থলে পরিণত হয়, সেও ভাল; তবু তার পাপ-দেহ গদাঘাতে চূর্ণ করে আমি জগতকে জানিয়ে যাবো—দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন করার যোগ্যতা এই পাণ্ডবদেরই আছে।

[প্রস্থান।

অর্জুন। একি বিপর্যয়? সত্যিই কি ঘটোৎকচ—না-না, সামান্য আলাপে বুঝেছি, সে সরল উদার নিষ্পাপ যুবক। কিন্তু স্থূলবুদ্ধি মধ্যম পাণ্ডবের বুকে কে প্রতিহিংসার চিতা জ্বেলে দিলে? কে তাকে উন্মাদ করলে? নিয়তি, না আমাদের অদৃষ্ট? যেই হোক, তৃতীয় পাণ্ডব এই অর্জুন বেঁচে থাকতে, হাসির কলতানে ভরা এই উৎসবের মধ্যে ব্যথাভরা কান্নার করুণ ঝঙ্কার তুলতে দেবে না।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

মায়াবাসর

বর ও বধূবেশী অভিমন্যু ও উত্তরা সহ
ঘটোৎকচের প্রবেশ।

ঘটোৎকচ। আয়—আয় অভি! এসো মা উত্তরা! দেখ তোমাদের জন্য আমি কেমন মায়াবাসর তৈরি করেছি। পছন্দ হয়েছে তো?

উত্তরা। স্বর্গেও বুঝি এত শোভা নেই।

ঘটোৎকচ। আরও পারি—আরও পারি, মায়াবলে আমি অনেক কিছু করতে পারি।

অভিমন্যু। তুমি আমাদের ক্ষমা করো দাদা।

ঘটোৎকচ। ক্ষমা?

উত্তরা। সেদিন না জেনে আমরা আপনাকে কটুকথা বলেছি।

ঘটোৎকচ। তাই ক্ষমা? উহুঁ—ক্ষমা-টমা নেই, শাস্তি তোমাদের নিতেই হবে।

অভিমন্যু। কি শাস্তি দেবে দাদা?

ঘটোৎকচ। শাস্তি—আজ সারারাত এই মায়া-বাসরে তোমাদের জেগে কাটাতে হবে।

উত্তরা। আপনিও তো আমাদের সঙ্গে জাগবেন?

ঘটোৎকচ। আরে আপনি-টাপনি বলো না বাপু! ওতে আমার ভারি রাগ হয়।

অভিমন্যু। তুমি কিন্তু এখনও কিছুই খাওনি দাদা।

ঘটোৎকচ। খাবো—খাবো, ওরে আজ আমার অভির বিয়ে,

আহ্লাদে আমার পেট ভরে গেছে, আর খাবো কি! সারারাত তোদের নিয়ে আমিও আনন্দে মেতে থাকবো।

উত্তরা। তবু না খেয়ে—

ঘটোৎকচ। জান তো মা, আমি কার ছেলে? মহাবীর ভীমসেনের ছেলে আমি। হ্যাঁ-হ্যাঁ বাবা। খাবো যখন—পাহাড় পাহাড়, আর খাবো না তো কিছুই খাবো না।

অভিমন্যু। তোমার বীরত্বের তুলনা হয় না দাদা।

ঘটোৎকচ। আরে সে আমার বাপ-জেঠা-কাকাদের আশীর্বাদ। দেখিস না, দুর্যোধন যদি তোদের রাজ্য ফিরিয়ে না দেয়, আমি একলাই তাদের হস্তিনাপুর প্রাসাদসুদ্ধ তুলে নিয়ে সাগরে ডুবিয়ে দেবো।

অভিমন্যু। সে তুমি পারবে দাদা, তুমি যা মায়া জান—

ঘটোৎকচ। ওসব কথা থাক, এখন কি হবে তাই বল।

অভিমন্যু। তুমি কাণামাছি হও।

ঘটোৎকচ। কাণামাছি? আমি কাণামাছি হবো? বেশ—বেশ! মা উত্তরা, বাঁধো আমার চোখ। কিন্তু যে হেরে যাবে, তাকেও আবার কাণামাছি হতে হবে।

উত্তরা। তাই হবে। [স্বীয় উত্তরীয় দ্বারা ঘটোৎকচের চক্ষু বাঁধিল] কাণামাছি ভোঁ-ভোঁ, যাকে পাবি তাকে ছোঁ—

ঘটোৎকচ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

অভিমন্যু। ছুঁয়ো আমায় ধরতে—

ঘটোৎকচ। ধরবো—ধরবো, ঠিক ধরবো।

অভিমন্যু। ছুঁয়ো আমায় ধরতে—

ঘটোৎকচ। [অভিমন্যুকে ধরিয়া ফেলিয়া] হাঃ-হাঃ-হাঃ—এই তো—এই তো ধরে ফেলেছি। এইবার—

অভিমন্যু। [ঘটোৎকচের চোখের বাঁধন খুলিয়া] বাঁধো আমার চোখ।

ঘটোৎকচ। না ভাই, কাণামাছি খেলা ভাল লাগে না।

উত্তরা। তাহলে ?

ঘটোৎকচ। একটু নাচ-গান হোক।

উত্তরা। কে গাইবে ?

ঘটোৎকচ। কেন, আমি। আমিই তোদের—[সুরে] গান শুনিয়ে গল্প করে কাটিয়ে দেবো রাত। তোদের নিয়েই বাজিয়ে বগল করবো বাজিমাৎ।

উত্তরা। [হাসিতে গড়াইয়া পড়িল]

অভিমন্যু। এই দেখ দাদা, তোমার গান শুনেই না উত্তরার হয়ে গেছে।

ঘটোৎকচ। কি হয়েছে ভাই ? ও—এরকম করতে নেই বুঝি ? আমি মুখ্ মানুষ, কোথায় কি করতে হয়—কোথায় কি বলতে হয়, তা কি ছাই জানি।

অভিমন্যু। না-না, তা নয়—

ঘটোৎকচ। জবা সঙ্গে থাকলে তবু—

উত্তরা। আমাদের মা হিড়িম্বাও তো এলো না ?

ঘটোৎকচ। আসবে বলেছিল, কিন্তু কি যে হলো ! বোধহয় বাবার ওপর অভিমান করেই—তবে আমি তোদের জবার গান শোনাবোই।

অভিমন্যু। জবা-বৌদি—

ঘটোৎকচ। না এলেও মায়াবলে আমি মায়াজবা তৈরি করে ফেলবো।

উত্তরা। মায়াজবা?

ঘটোৎকচ। ভানুমতীর খেল দেখ, ভানুমতীর খেল। [সহসা মায়াজবার আবির্ভাব।] হাঃ-হাঃ-হাঃ! এই তো এসে গেছে, মাতিয়ে দাও জবা, তোমার গানের সুরে—নাচের তালে আমার অভি আর উত্তরার বিয়ের বাসর মাতিয়ে দাও।

মায়াজবা। [নৃত্যসহকারে]

গীত

(ওরে) উঠুক মাতি ফুলের বাসর ফুলের হাসি নিয়ে।
মন-মধুপে দিক ভরিয়ে পরাগ মধু দিয়ে।
বসন্ত তার দখিনা বায়,
আসুক নিয়ে এই আঙিনায়,
সুরের নেশায় মাতাল হয়ে ভাবুক প্রিয় কি এ?
মিলনের এই গানে গানেই,
থাক না মিশে প্রাণে প্রাণেই,
থাক না বঁধু আবেশে হায় প্রেমের সুধা পিয়ে।

অভিমন্যু। বাঃ, সুন্দর!

ঘটোৎকচ। যাও জবা, মিশে যাও অন্তরীক্ষে। দরকার হলে আবার ডাকবো। [মায়াজবার অন্তর্ধান।] হ্যাঁ অভি, তোরা একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনি আসছি।

অভিমন্যু। কোথায় যাচ্ছো দাদা?

ঘটোৎকচ। মা উত্তরার জন্য একটা জিনিস এনে রেখেছি, নিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

উত্তরা। কি সহজ সরল মানুষ—

অভিমন্যু। মনটাও আকাশের মত উদার।

ক্ষিপ্ত ভীমের প্রবেশ।

ভীম। কই, কোথায় সেই মায়াবী রাক্ষস?

অভিমন্যু। কাকে খুঁজছেন তাত?

ভীম। ঘটোৎকচ—ঘটোৎকচকে—

একটি সিঁদুর কৌটা সহ ঘটোৎকচের পুনঃ প্রবেশ।

ঘটোৎকচ। এসে গেছি—এসে গেছি। অভি, এই দেখ—মা উত্তরার জন্য—

ভীম। কি—কি ওটা?

ঘটোৎকচ। হাতির দাঁতের সিঁদুর কৌটোটা মা উত্তরার জন্য এনেছি।

ভীম। দেখি—দেখি সিঁদুর কৌটোটা। [ঘটোৎকচের হাত হইতে সিঁদুর কৌটা লইল]

ঘটোৎকচ। আমার হয়ে তুমিই মা উত্তরাকে দেবে পিতা?

ভীম। দেবো—উত্তরাকে নয়, তোর স্পর্শিত এই সিঁদুর কৌটো আমি পায়ে মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে দেবো। [সিঁদুর কৌটা মাড়াইয়া দিল]

ঘটোৎকচ। পিতা!

অভিমন্যু। একি করলেন তাত! এ যে আমাদের দাদার আশীর্বাদ।

ভীম। আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ। যাও অভি, উত্তরাকে নিয়ে অন্তঃপুরে যাও। রাক্ষসের স্পৃষ্ট এই মায়া-বাসরে আমি তোমাদের থাকতে দেবো না।

উত্তরা। তাত!

ভীম। যাও—

[অনিচ্ছা সত্ত্বেও উত্তরা ও অভিমন্যুর প্রস্থান।

ঘটোৎকচ। অভি—উত্তরা! চলে গেল। কি হয়েছে পিতা, আমি কি কোন অন্যায় করেছি?

ভীম। সে অন্যায়ের শাস্তি মৃত্যু।

ঘটোৎকচ। পিতা!

ভীম। চুপ! কে তোর পিতা? ব্রহ্মহত্যাকারী রাক্ষসের পিতা বৃকোদর নয়।

ঘটোৎকচ। আমি ব্রহ্মহত্যাকারী?

ভীম। আরও বুঝেছি, মায়ায় ভুলিয়ে আমাদের অভি-উত্তরারও তুই সর্বনাশ করতে চাস।

ঘটোৎকচ। আঃ—যে অভি আমার বুকের হাড়, আমি করবো তার সর্বনাশ? না-না, আমি তোমার পা ছুঁয়ে বলছি পিতা, ব্রহ্মহত্যা তো দূরের কথা, বিনাদোষে একটা পিঁপড়েকেও আজও পর্যন্ত আমি হত্যা করিনি। আর অভি-উত্তরা—

ভীম। আমি তোর কথা বিশ্বাস করি না।

অর্জুনের প্রবেশ।

অর্জুন। আমি বিশ্বাস করি।

ভীম। অর্জুন!

অর্জুন। আমার অনুরোধ মেজদা, নিজের ছেলেকে তুমি—

ভীম। আবার সেই ছেলে ছেলে! আমি তো বলেছি, এই রাক্ষস আমার ছেলে নয়।

ঘটোৎকচ। তাহলে আমার মা হিড়িম্বা?

ভীম। তোর মা হিড়িম্বাকে আমি চিনি না।

ঘটোৎকচ। কি বললে? আমার মাকে তুমি—কিন্তু আমার মা যে এখনও তিনসন্ধ্যে তোমাকে প্রণাম না করে জল খায় না।

ভীম। তাই তার গর্ভে তোর মত ব্রহ্মহত্যাকারী মহাপাপী জন্মগ্রহণ করেছে। না-না, আমি তোকে—

অর্জুন। শান্ত হও আর্য! ক্রোধে তুমি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছো। তাই আমাদের মাতৃসমা মহাসতী হিড়িম্বার পুত্রকে—

ভীম। ওর মা বলে যদি কেউ থাকে, সে সতী নয় অর্জুন, অসতী—রাক্ষসী।

ঘটোৎকচ। সাবধান পিতা! আমার মায়ের অপমান—

অর্জুন। ঘটোৎকচ!

ঘটোৎকচ। না-না, মায়ের মুখে যখন শুনেছি তুমিই আমার পিতা, তোমার সব দোষ আমাকে গায়ে মেখে নিতেই হবে। কিন্তু এই পিতার একটু স্নেহ পাওয়ার আশাতেই কি আমি ছেলেবেলা থেকে পাগল হয়ে দিন গুনেছি? এই অবজ্ঞার নিষ্ঠুর আঘাত পেতেই কি যদুপতি আমাকে নেমন্তন্ন করে ডেকে নিয়ে এলো?

অর্জুন। ঘটোৎকচ, ভেঙে পড়ো না পুত্র! এক কুহকিনী তোমার ওপর মেজদার মন বিষিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমরা যখন আছি—

ঘটোৎকচ। থাক—থাক, বুঝে নিয়েছি। আমি অসভ্য অনার্য জংলী, তাই আমাকে আত্মীয় বলে পরিচয় দিতে তোমাদের ঘেন্না করে। আমার মাকে স্ত্রী বলে স্বীকার করলে, পিতার মাথা নিচু হবে, তাই আমার নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তোমরা আমাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাও।

ভীম। প্রাণদণ্ডই যোগ্য শাস্তি তোর। তবু
আমি দয়াবশে প্রাণদান করিলাম তোমা।

ঘটোৎকচ। দয়া? ঘটোৎকচ এ জীবনে দয়াপ্রার্থী
হয় নাই কারো; তবু তুমি পিতা
মোর, তাই মাতৃনিন্দা শিরে লয়ে
নীরবে ফিরিতে হলো। [প্রস্থানোদ্যত]

অর্জুন। যেও না—যেও না ঘটোৎকচ।

ঘটোৎকচ। কোথায় রহিব? আমি যে কদাচারী
অনার্য রাক্ষস। যুগে যুগে আর্যরা মোদের
করিয়াছে ঘৃণা; আজ তাই ঘৃণার ধিক্কার
পুরস্কার লয়ে বনের মানুষ আমি
চলিলাম বনের মাঝারে।

ভীম। তাই যা—তাই যা রাক্ষস, পুনঃ যদি
আসিস কভু সম্মুখে আমার—

ঘটোৎকচ। আসিব না, কভু আসিব না সম্মুখে
তোমার। আজি হতে ভুলে যাব
প্রাণের অভিরে। ভুলে যাবো
পাণ্ডবের সনে মোর সকল সম্পর্ক,
ভুলে যাব পিতৃ-পরিচয়।

অর্জুন। ঘটোৎকচ!

ঘটোৎকচ। ভাবিব শুধুই মায়ের সন্তান আমি,
মা ছাড়া ত্রিভুবনে মোর আর
কেহ নাই—আর কেহ নাই। [প্রস্থানোদ্যত]

ভীম। যাবার সময় শুনে যা অনার্য—

ঘটোৎকচ। না-না, শুনিব না আমি। তুমি
শুনে রাখো বর্ণশ্রেষ্ঠ
আর্যপ্রধান! সত্য যদি
জননী মোর হয় সতীরাণী, সত্য যদি
হই আমি সন্তান তাহার—
সত্য যদি বহে মোর শিরায় শিরায়
পাণ্ডবের শোণিতের ধারা,
একদিন এ ভুল তব নিশ্চয় ভাঙিবে।
সেদিন বুঝিবে তুমি—হলেও অনার্য
অধম রাক্ষস মোরা।
আমাদেরও আছে প্রাণ, আছে
ধর্ম, আছে ভালোবাসা—
নহি মোরা বন্য জানোয়ার।

[প্রস্থান।

অর্জুন। কি করিলে—কি করিলে মধ্যম পাণ্ডব!
কুহকিনীর মায়ায় ভুলিয়া
আপন আত্মজে তুমি চিনিতে নারিলে?
আমিও কহি, শোন আর্য! আজ যারে
ভ্রমবশে অনার্য রাক্ষস বলি
অনাদরে ঠেলে দিলে দূরে, তারি
লাগি একদিন অনুতাপের
অশ্রুজলে স্বজিয়া তটিনী—
তোমারেও করিতে হবে ব্যর্থ হাহাকার।

[প্রস্থান।

ভীম। তাই কি ঘটোৎকচে করিতে নিধন
উঠিল না হাত? তাই কি
ভীমবজ্র দেহ মোর হইল পাষাণ? ওকি,
কে? হিড়িম্বা? পুত্রে তব
করেছি প্রত্যাখ্যান। তাই কি—না-না, তবু
আমি বৃকোদর।- যারে আমি ব্রহ্মহন্তা
পাপী বলি করিয়াছি ত্যাগ, তার কথা
ভুলেও না ভাবিব কভু।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কৌরব-সভা

দুর্যোধনের প্রবেশ।

দুর্যোধন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ঘটোৎকচ উচ্ছিষ্ট পত্রের মত পাণ্ডবদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। জয়দ্রথকে পাঠিয়েছি, যদি সে আমার পক্ষে আসে—মন্দ হবে না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ তো আছেই; তার সঙ্গে মায়াধর ঘটোৎকচকে পেলে, পাণ্ডবদের—

যুযুধানের প্রবেশ।

যুযুধান। তুমি শুধু পাণ্ডবদের কথাই ভাবছো দাদা?

দুর্যোধন। না ভেবে পারি কই? তারা যে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী।

যুযুধান। প্রতিদ্বন্দ্বী না হাতী। রাজ্য দেবে না বলেছো—ব্যস।

দুর্যোধন। তারা কি ছেড়ে কথা কইবে?

যুযুধান। কি করবে শুনি?

দুর্যোধন। ভীমের প্রতিজ্ঞার কথা মনে আছে?

যুযুধান। তোমার উরু ভাঙবে বলেছে?

দুর্যোধন। দুঃশাসনের রক্তও পান করবে বলেছে।

যুযুধান। দ্রৌপদীও নাকি সেই রক্তে বেণী বাঁধবে। হেঃ-হেঃ-হেঃ—

দুর্যোধন। তুমি হাসছো যুযুধান?

যুযুধান। হাসবো না তো কাঁদবো নাকি?

দুর্যোধন তোমার বুঝি মৃত্যুভয় নেই?

যুযুধান। কে মারবে আমাকে? আমি মহারাজ দুর্যোধনের ভাই।

দুর্যোধন। যুযুধান!

যুযুধান। কিছু ভাবতে হবে না দাদা। পাণ্ডবরা তেরি-মেরি করলে আমিই তাদের আস্ত গিলে খাবো। এখন আমার কি করবে তাই ভাবো।

দুর্যোধন। মানে?

যুযুধান। মানে আর কতবার বলবো! দুধের ছেলে অভিমন্যু আইবুড়ো নাম ঘুচিয়ে নিলে, আর আমি বুড়িয়ে গেলুম; তবু তুমি ঘুমিয়ে আছ দাদা?

দুর্যোধন। ঘুমিয়ে থাকবো কেন? পাণ্ডবদের সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক—

যুযুধান। তবেই হয়েছে! তুমি এমন ভীতু, আগে জানলে—

দুর্যোধন। কি করতে?

যুযুধান। আমি কস্মিনকালেও তোমার ভাই হতাম না।

দুর্যোধন। জবাকেই তো তুমি পছন্দ করেছো।

যুযুধান। সে কি আজ? তার কথা ভেবে ভেবে—

দুর্যোধন। কিন্তু ঘটোৎকচ থাকতে—

যুযুধান। থাকতে কেন? তোমার তো উচিত ছিল, কর্ণকে পাঠিয়ে—

দুর্যোধন। আমি জয়দ্রথকে পাঠিয়েছি—

যুযুধান। ঘটোৎকচকে যমালয়ে পাঠাতে?

দুর্যোধন। আপাততঃ তাকে আমার দলে ভেড়াতে।

যুযুধান। তারপর?

দুর্যোধন। তারপর সুযোগ বুঝে পরপারে পাঠিয়ে দিলেই—

যুযুধান। জবা আমার হবে?

দুর্যোধন। তুমি যখন তাকে ভালবেসে ফেলেছ—

যুযুধান। হেঃ-হেঃ-হেঃ—

দুর্যোধন। জয়দ্রথ আসছে কিনা দেখ যুযুধান।

জয়দ্রথের প্রবেশ।

জয়দ্রথ। আমাকে না পাঠালেই ভাল করতে মহারাজ।

দুর্যোধন। ঘটোৎকচ আমার প্রস্তাব মেনে নেয়নি?

জয়দ্রথ। না মহারাজ।

দুর্যোধন। বটে! এখনও সে পাণ্ডবদের পদলেহন করতে চায়?

জয়দ্রথ। অনুমানে তাই বুঝলাম।

যুযুধান। বুঝে তুমি খালি হাতে ফিরে এলে যে?

জয়দ্রথ। মাথাটা আনার তো আদেশ ছিল না ভায়া।

যুযুধান। আমি আদেশ দিচ্ছি, যাও। একলা ভয় করে, কর্ণকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। কর্ণকে নিয়ে টানাটানি কেন রাজভ্রাতা?

দুর্যোধন। ঘটোৎকচ আমার প্রস্তাবে সম্মত হয়নি বন্ধু।

কর্ণ। তাই মহারাজ কি তাকে সৈন্য পাঠিয়ে বেঁধে আনতে চাও?

যুযুধান। ওই সঙ্গে জবাকেও আনতে যেন ভুল না হয়।

জয়দ্রথ। বজ্রকেতু-গন্ধর্বের মেয়ে জবা? সে তো একরকম ঘটোৎকচেরই হয়ে আছে।

যুযুধান। তা হবে না তো কি! তোমাদের মত অযোগ্য কর্মচারী থাকতে—

দুর্যোধন। আঃ যুযুধান! জয়দ্রথ আমাদের ভগ্নিপতি, আর কর্ণ আমাদের বন্ধু। এদের সম্বন্ধে—

যুযুধান। ও বন্ধু বলো আর ভগ্নিপতিই বলো দাদা, তাড়াতাড়ি সেই ব্যাটা ঘটকচ্ছপের মুণ্ডুপাত করে জবাকে ধরে না আনলে এদের নিয়েই তোমাকে পাণ্ডবদের হাতে নাস্তানাবুদ হতে হবে, এই মহাবীর যুযুধানকে আর পেতে হচ্ছে না।

কর্ণ। রাজভ্রাতা কি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধের আগেই বীরত্ব সহকারে গায়ে কাপড় দেবে?

যুযুধান। তোমরাও সেদিন হাড়ে হাড়ে অনুধাবন করবে—মহারাজ দুর্যোধনের ভাই এই মহাবীর যুযুধানের অভাব কতখানি।

[প্রস্থান।

দুর্যোধন। ঘটোৎকচকে পেছনে রেখে পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে নামা আমাদের বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

জয়দ্রথ। মহারাজের আদেশ হলে আমিই তাকে—

কর্ণ। ঘটোৎকচকে আমি একবার অনুরোধ করতে চাই মহারাজ।

জয়দ্রথ। বারবার একটা অনার্যের কাছে মাথা নিচু করতে হবে?

কর্ণ। কাজের লোককে একটু তোষামোদ করতে হয় সিন্ধুরাজ।

দুর্যোধন। উত্তম। আমি তোমার ইচ্ছায় বাধা দিতে চাই না বন্ধু। এখন ভাবো, পাণ্ডবদের সঙ্গে যদি আমাদের যুদ্ধই হয়—

কর্ণ। এ যুদ্ধ কি বন্ধ করা যায় না বন্ধু?

জয়দ্রথ। সেকথা পাণ্ডবরাই ভাবুক।

কর্ণ। আমাদেরও ভাবা উচিত।

দুর্যোধন। অর্থাৎ? কি বলতে চাও তুমি?

কর্ণ। অনর্থক আত্মক্ষয়ী সংঘর্ষের মধ্যে ঝাঁপ না দিয়ে—

জয়দ্রথ। গোটা রাজ্যটাই তাদের হাতে তুলে দিয়ে মহারাজ দুর্যোধন ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নেবে?

কর্ণ। গোটা রাজ্য তারা চায় না জয়দ্রথ, তারা চায়—

দুর্যোধন। তাদের জন্য তোমার এত মাথাব্যথা কেন কর্ণ? একদিন ওই পাণ্ডবরাই কি তোমাকে সূতপুত্র বলে অপমানিত করেনি?

জয়দ্রথ। আর পাঞ্চালীর সয়ম্বর সভার কথা—

কর্ণ। মনে আছে জয়দ্রথ, এই বুকে সব কথাই রক্তাক্ষরে লেখা আছে। শুধু তাই নয়, পঞ্চপাণ্ডব যে আমার কতবড় শত্রু, আমি তা জানি আর জানেন ঈশ্বর। তবু রক্তস্নাত কুরুক্ষেত্রের কথা মনে হলে—

দুর্যোধন। মহাবীর অঙ্গরাজও মৃত্যুভয়ে ভীত?

কর্ণ। আমার রক্তে যদি নিয়তির রক্ততৃষ্ণা মিটত, বাধা আমি দিতাম না রাজন! কিন্তু—

দুর্যোধন। কিন্তু থাক অঙ্গরাজ। আমি আগে যা বলেছি, এখনও সেই একই কথা বলছি—'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী'।

জয়দ্রথ। আমারও ওই কথা। বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।

দুর্যোধন। জয়দ্রথ!

জয়দ্রথ। মাতুল শকুনি মন্ত্রণা-কক্ষে অপেক্ষা করছে। এসো মহারাজ। [প্রস্থান।

কর্ণ। [স্বগত] সবাই দেখছি যুদ্ধের ভয়ে পাগল। কেউ আমার কথা শুনবে না।

যুযুধানের পুনঃ প্রবেশ।

যুযুধান। দাদা! একটা আপদ এসে জুটেছে।

দুর্যোধন। কি আপদ ভাই?

যুযুধান। কি আবার! সেই গয়লার ব্যাটা যদুপতি কৃষ্ণ।

কর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ এসেছে! রাজা! আদেশ কর, সসম্মানে আমি শ্রীকৃষ্ণকে—

দুর্যোধন। সম্মান? যে অনিমন্ত্রিত, তাকে সম্মান দেওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না। শ্রীকৃষ্ণ এসেছে নিজের প্রয়োজনে, তাই সে ভিক্ষুক। ভিক্ষুকের আবার সম্মান কিসের?

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। সত্যই ভিক্ষুক আমি রাজা দুর্যোধন,
আসিয়াছি শান্তিভিক্ষা করিতে বিশ্বের।

যুযুধান। হেথা কেহ ভিক্ষা নাহি দিবে। যদি ভিক্ষা
পেতে চাও, ফিরে যাও পাণ্ডবের গৃহে।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমরাও তো নহেক পর।

কর্ণ। আসন গ্রহণ করুন দেব!

দুর্যোধন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! কারে তুমি কহিছ দেবতা?
ক্ষুদ্রমতি নর এক গোয়ালা-নন্দন—

উদ্ধবের প্রবেশ।

উদ্ধব। ভ্রান্ত তুমি রাজা, তাই
কৃষ্ণেরে ভাবিয়াছ ক্ষুদ্রমতি নর।

দুর্যোধন। তোমাদের বিচারে কৃষ্ণ—

উদ্ধব।—

গীত

নররূপে নারায়ণ।
যুগে যুগে আসে পাতকি তরাতে ত্যজি অনন্ত শয়ন।
কত পাপী তাপী কত অসহায়,
মুক্ত যে হলো ও চরণ-ছায়,
মুক্তির লগ্ন তুমিও পেয়েছো হয়ো না গো বিস্মরণ।

দুর্যোধন। উদ্ধব!

উদ্ধব।—

পূর্ব গীতাংশ

যে রূপের আশে কাঁদিতে কাদিতে,
আঁধার নেমেছে কত আখিপাতে,
নিজেরে ভুলিয়া সে রূপ হেরিয়া জুড়াও তোমার নয়ন।

[প্রস্থান।

দুর্যোধন। নারায়ণ—নারায়ণ! বল, বিশ্বশান্তি লাগি
কি ভিক্ষা চাহ মোর পাশে?

শ্রীকৃষ্ণ। সত্য যদি ভিক্ষাদানে হয়েছ প্রসন্ন, তবে
অর্ধরাজ্য ভিক্ষা দাও পাণ্ডবেরে তুমি।

যুযুধান। সত্য কহ যদুপতি! এ ভিক্ষা
কি নিজ লাগি, অথবা পাণ্ডবের?

শ্রীকৃষ্ণ। রাজ্যে মোর নাহি প্রয়োজন,
ভিক্ষা চাহি পাণ্ডবের লাগি।

দুর্যোধন। পাণ্ডবের ভিক্ষা যদি, কোথায় তাহারা?
পঞ্চ ভাই নতশিরে পদতলে বসি মোর
ভিক্ষা যদি চাহে—নহে অর্ধরাজ্য, এইক্ষণে
সমগ্র রাজ্য করিব প্রদান।

কর্ণ। অন্যায় করো না বন্ধু! মেনে নাও উভয়েরি
সম অধিকার। অর্ধরাজ্য পাণ্ডবের
অর্ধ কৌরবের।

দুর্যোধন। অসম্ভব তাহা।

শ্রীকৃষ্ণ। যদি মনে কর অসম্ভব। তবে
পঞ্চ-পাণ্ডবে দাও মাত্র পঞ্চগ্রাম।

দুর্যোধন। পঞ্চগ্রাম? হাঃ-হাঃ-হাঃ—

যুযুধান। দিও না—দিও না দাদা, পঞ্চজনে মিলি
কোণঠাসা করিবে তোমারে।

কর্ণ। ভেবে দেখো কুরুরাজ! সামান্য পঞ্চগ্রাম
দিলে যদি বন্ধ হয় রক্তপাত—

দুর্যোধন। না—না, বিনা যুদ্ধে নাহি দিব
সূচ্যগ্র মেদিনী।

যুযুধান। ভাল কথা! থাকে শক্তি—যুদ্ধজয়ে
কাড়ি লবে অধিকার তারা।

শ্রীকৃষ্ণ। যুযুধান!

যুযুধান। নহি শুধু যুযুধান। বড় পরিচয় মোর—
মহারাজ দুর্যোধন-ভ্রাতা আমি।

শ্রীকৃষ্ণ। উপদেশ শোন ভাই—

দুর্যোধন। তব উপদেশে মোর নাহি প্রয়োজন। উপদেশ
দাও গিয়ে পাণ্ডবে তোমার।

শ্রীকৃষ্ণ। ফিরে যেতে হবে মোরে ব্যর্থ হতাশায়?

কর্ণ। মহারাজ—মহারাজ!

দুর্যোধন। যুদ্ধ—যুদ্ধ, যুদ্ধ চাহি আমি।

শ্রীকৃষ্ণ। শোন তবে রাজা দুর্যোধন! অচিরেই
যুদ্ধ-তৃষা মেটাতে তোমার,
পাণ্ডবের হয়ে আমি করিনু গ্রহণ—
মহাদর্পী হস্তিনার রণ-নিমন্ত্রণ।

দুর্যোধন। কৃষ্ণ!

শ্রীকৃষ্ণ। চলিলাম ভাই। দেখা হবে পুনর্বার—
কুরুক্ষেত্র-মাঝে অর্জুনের সারথিরূপে।

[প্রস্থানোদ্যত]

দুর্যোধন। কোথা যাবে কৃষ্ণ? দুর্যোধনে রক্তচক্ষু
করি প্রদর্শন, ফিরে যাবে তুমি? না—না,
তোমারে করিয়া বন্দী, রেখে দিব
কারাগার মাঝে।

যুযুধান। উত্তম প্রস্তাব দাদা! কংস-কারাগারে থাকি
পিতা ওর যেমতি কাটায়েছে কাল—
তেমতি কাটুক ওর অন্ধ-কারামাঝে।

কর্ণ। না-না, দূতরূপে এসেছেন শ্রীহরি,
দূতের অমর্যাদা তুমি করো না রাজন!

দুর্যোধন। অমর্যাদা? না-না, অমর্যাদা করিব না। হত্যা

করি পাঠাইয়া দিব ওরে শমন ভবনে।
হান কর্ণ—হান শর কৃষ্ণের বক্ষেতে।

কর্ণ। ক্ষমা কর রাজন! যদিও সুতপুত্র হয়ে
তোমারি কৃপায় আমি লভিয়াছি
রাজার সম্মান। সে ঋণ শোধিতে, হলে
প্রয়োজন ওই কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে
একা আমি নাশিব পাণ্ডবে। নতুবা
তোমারি জয়মাল্য করিতে অর্জন
হাসিমুখে দিব ডালি এ তুচ্ছ জীবন। কিন্তু—
এবে নিরস্ত্র কেশবে বধি, পারিব না
কলুষিত করিবারে বীরত্ব আমার।

[প্রস্থান।

যুযুধান। আমিই বধিব এই বর্বর রাখালে।
[শ্রীকৃষ্ণের দিকে অগ্রসর]

শ্রীকৃষ্ণ। সাবধান! এত আশা তোর,
বধিবি আমারে? রে নিকৃষ্ট
কৌরব! স্পর্ধা তোদের উঠিয়াছে
গগন ভেদিয়া। তাই নিরস্ত্র একা দেখি
কৃষ্ণে তোরা ভাবিস অসহায়। চেয়ে দেখ ওই
আসে চক্র মোর ভীষণ গর্জনে। ওই দেখ
আমার ইঙ্গিতে বিশ্ব তোলপাড় করি মহাকাল
ছুটে আসে অট্টহাস্যে দিগন্ত কাঁপায়ে।
ওই শোন নিয়তির ধ্বংসের বীণায় তোদেরই
ধ্বংসের কথা সঘনে জানায়—

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

যুযুধান। আঃ—

শ্রীকৃষ্ণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

দুর্যোধন। যুযুধান!

যুযুধান। একি হলো দাদা, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা
গগন পবন জল স্থল—সব বুঝি
এক হয়ে গেল। ওই—ওই বুঝি উল্কাবৃষ্টি
বজ্রপাত ভূমিকম্প প্রলয় প্লাবন
মহোল্লাসে ছুটে আসে নাশিতে
মোদের। আঃ—পালাই—পালাই—

[প্রস্থান।

দুর্যোধন। যাদুকর—যাদুকর যাদুমন্ত্রে প্রলয় সৃজিয়া
গিয়াছে পলায়ে। শঠ! প্রবঞ্চক!
না—না, কোথা যাবে?
দুর্যোধনের হাতে তার নাহিক নিস্তার।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ঘটোৎকচের বাড়ি—প্রান্তর

জবার প্রবেশ।

জবা। উত্তরা-অভিমন্যুর বিয়ে থেকে ঘুরে এসেই রাজা যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। মুখে হাসি নেই, প্রাণে উচ্ছ্বাস নেই, চোখে নেই খুশির ঝিলিক। একদিন যে আমার ধূলোয় পড়ে যাওয়া মালা গলায় নিতে চেয়েছিল, আজ কেন সে নতুন করে গাঁথা মালা ফিরিয়ে দিলে? কেন? কেন রাজার এই ভাবান্তর?

বজ্রকেতুর প্রবেশ।

বজ্রকেতু। কেন আবার? আসল কথা, ধরা পড়ে গিয়েই বাছাধনের মুখ শুকিয়ে আমসী হয়ে গেছে।

জবা। বাবা!

বজ্রকেতু। আমি তোকে আগে বলিনি—ছোঁড়ার বাপের ঠিক নেই?

জবা। চুপ কর বাবা।

বজ্রকেতু। কেন চুপ করবো? আমি কার ধারি?

জবা। রাজা শুনতে পেলে—

বজ্রকেতু। আমার মাথা নেবে? আসুক না একবার—

জবা। বাবা!

বজ্রকেতু। আমি তো আর মিছে কথা বলছিনে। পাণ্ডবদের ছেলে হলে তাদের বাড়ি থেকে জুতো লাথি খেয়ে ফিরে আসতে হয়!

জবা। এসব কথা তোমায় কে বলেছে?

বজ্রকেতু। ভূতে। মনে করছিস আমি ওর পেছনে যাইনি বিয়ে-বাড়ি?

জবা। কিন্তু যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ নিজে এসে তাকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল।

বজ্রকেতু। ও গয়লার পোর কথা ছেড়ে দে। এখন চলে আয় আমার সঙ্গে।

জবা। কোথায়?

বজ্রকেতু। হস্তিনায়।

জবা। হস্তিনায়?

বজ্রকেতু। আজ বাদে কাল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হচ্ছে। আগে থেকে যুযুধানের সঙ্গে তোর চার হাত এক করে দিতে পারলে—

জবা। আমি তো তোমাকে বলেছি বাবা, এ জীবনে আর কাকেও স্বামী বলে স্বীকার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বজ্রকেতু। তা বলে তুই বজ্রকেতু-গন্ধর্বের মেয়ে হয়ে, একটা পিতৃ-পরিচয়হীন অনার্যের ঘর করবি?

জবা। অনার্য হলেই সকলে অমানুষ হয় না বাবা।

বজ্রকেতু। ওরে চুলোমুখী, কেউ তোর শ্বশুরের নাম জানতে চাইলে বলবি কি?

জবা। বলবো না আমি শ্বশুরের নাম। আমার স্বামীর পরিচয়ই হবে আমার কাছে বড় পরিচয়।

বজ্রকেতু। খুব সাবধান জবা। জেনে রাখিস, আছি তো আমি খুব ভালমানুষ, কিন্তু রাগলে বাপের কু-পুত্তুর।

জবা। তুমি এখান থেকে যাও বাবা!

বজ্রকেতু। যেতে হলে তোকে নিয়েই যাবো। চলে আয় পোড়ারমুখী, চলে আয়—[জবার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত]

জবা। বাবা!

বজ্রকেতু। আয় বলছি—

ঘণ্টাকর্ণের প্রবেশ।

ঘণ্টাকর্ণ। এই, কেন আমাদের রাণীর হাত ধরে টানাটানি করছো?

বজ্রকেতু। মুখ সামলে কথা বলবি ব্যাটা, আমার মেয়ে হবে তোদের রাণী?

ঘণ্টাকর্ণ। একশোবার হবে। হাত ছাড়—হাত ছাড় বলছি।

বজ্রকেতু। ঘণ্টাকর্ণ!

ঘণ্টাকর্ণ। চোখ রাঙাচ্ছো কি! তুমি আমাদের রাজার হবু শ্বশুর, তাই আস্তে আস্তে রাগছি; নইলে এতক্ষণ দেখতে—

জবা। তুমি তো রাজার সঙ্গে বিয়েবাড়ি গিয়েছিলে ঘণ্টাদা। সেখানে কি হয়েছে?

ঘণ্টাকর্ণ। হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। তাদের বিয়ের সঙ্গে আমাদের রাজার বিয়ের কি সম্বন্ধ?

বজ্রকেতু। এই যে ঘটোৎকচের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে—

ঘণ্টাকর্ণ। হবেই।

মহুয়া পানরত ঘটোৎকচের প্রবেশ।

ঘটোৎকচ। না; হবে না, হওয়া উচিত নয়।

জবা। রাজা!

ঘটোৎকচ। তুমি তোমার বাপের সঙ্গেই ফিরে যাও জবা।

বজ্রকেতু। এইবার পথে আয় বেটি।

ঘণ্টাকর্ণ। কিন্তু জবা যে মনে মনে তোমাকেই—

ঘটোৎকচ। আঃ ঘণ্টাকর্ণ, আমি শুনতে চাই না ওসব কথা।

জবা। তুমি কি সত্যিই আমাকে ভুলে যেতে চাও?

ঘটোৎকচ। হ্যাঁ, আমি ভুলে যেতে চাই। কেন ভুলে যাব না? গন্ধর্বের মেয়ে বলে তোমার মান আছে, আর অনার্যের ছেলে বলে আমার মান নেই? যাও—যাও—

জবা। আমি তো তোমাকে কোনদিন ছোট চোখে দেখিনি রাজা। কত উপহারের ডালি সাজিয়ে আর্যরা আমার পায়ে ধরে সেধেছে, আমি তো কারও মুখের দিকে ফিরেও চাইনি? তবু—তবু তুমি আমাকে—

ঘটোৎকচ। জবা!

জবা। তুমি নিষ্ঠুর—তুমি পাষাণ! শোন রাজা, তুমি আমাকে ভুলে গেলেও আমি তোমাকে ভুলতে পারবো না। যে মালা তুমি আমায় ফিরিয়ে দিয়েছো, তোমার মূর্তি গড়ে তার গলায় সেই মালা পরিয়ে দিয়ে—সেই খড়-মাটিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে না পারি, ব্যর্থতার জ্বালা বুকে নিয়েই আমি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবো, তবু জবা আর কারও কণ্ঠলগ্না হবে না, হতে সে পারে না।   [প্রস্থান।

ঘণ্টাকর্ণ। এই বজ্রকেতু-খুড়োই যত নষ্টের মূল!

বজ্রকেতু। [সক্রোধে] ঘণ্টাকর্ণ!

ঘণ্টাকর্ণ। যাও খুড়ো, তাড়াতাড়ি যুযুধানের সঙ্গে জবার বিয়েটা সেরে ফেলগে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হলে—

বজ্রকেতু। তা যা বলেছো বাবাজী! আমি তোমাকে বিয়ের নেমন্তন্নটা একেবারেই সেরে যাচ্ছি।

ঘটোৎকচ। সেকি! এই পিতৃ-পরিচয়হীন অনার্যের ছোঁয়া লেগে তোমার বিয়েবাড়ি অপবিত্র হবে না?

বজ্রকেতু। ওসব কথা তুমি ভুলেও ভেবো না বাবাজী, এই বজ্রকেতু গন্ধর্ব তেমন মানুষই নয়। হেঃ-হেঃ-হেঃ—

[প্রস্থান।

ঘটোৎকচ। স্বার্থপর।

ঘণ্টাকর্ণ। সত্যিই তুমি জবাকে ভুলে গেলে রাজা?

ঘটোৎকচ। হ্যাঁ, আমি জবাকে ভুলে গেছি, যেমন ভুলে গেছি আমার অভিকে, উত্তরাকে, পাণ্ডবদের; ঠিক তেমনি করেই—

ঘণ্টাকর্ণ। কিন্তু তুমি কি একদিন তাকে ভালবাসনি?

ঘটোৎকচ। সেদিনের ঘটোৎকচও তো আজ আর নেই।

ঘণ্টাকর্ণ। রাজা!

ঘটোৎকচ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি সমাজের অবহেলিত পিতৃ-পরিচয়হীন একটা আস্তাকুড়ের স্তূপ। মহুয়ার নেশায় ডুবেই হারিয়ে যেতে চাই আস্তাকুড়ের আবর্জনাতেই—[মহুয়া পান]

ঘণ্টাকর্ণ। তোমার ব্যথা আমি বুঝেছি রাজা, কিন্তু পরের ওপর রাগ করে—

ঘটোৎকচ। রাগ নয় ঘণ্টাকর্ণ, এ আমার দুঃখ। আমার বাপের দেওয়া সব আঘাত আমি হাসিমুখে সইতে পারতাম, যদি আমার অভাগিনী মাকে তিনি মা দ্রৌপদীর মত তাঁর স্ত্রীর মর্যাদা দিতেন।

ঘণ্টাকর্ণ। কিন্তু তোমার মাকে এসব কথা কতদিন লুকিয়ে রাখবে শুনি?

ঘটোৎকচ। যতদিন সম্ভব। 'বুঝিসনি কেন ঘণ্টাকর্ণ, পাণ্ডবরা আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে শুনলে মা সইতে পারবে না রে, সইতে পারবে না।

ঘণ্টাকর্ণ। খুব পারবে। যাদের জন্য তুমি মহুয়া গিলে গিলে শেষ হয়ে যাচ্ছো, তাদের যুদ্ধে জয়লাভের জন্য তোমার মা দিনরাত ঠাকুরপুজো করবে, এ আমি কিছুতেই হতে দেবো না।

ঘটোৎকচ। ঘণ্টাকর্ণ!

ঘণ্টাকর্ণ। আমি তোমার মার কাছে সব কথা ফাঁস করে দেবোই।

হিড়িম্বার প্রবেশ।

হিড়িম্বা। কিসের কথা রে ঘণ্টাকর্ণ, কিসের কথা?

ঘটোৎকচ। কিছু নয় মা। তুমি যাও, পুজো করগে।

হিড়িম্বা। পুজোয় যে মন বসাতে পারছি না বাবা। কেবলই যেন মনে হচ্ছে, কোথায় কি একটা সর্বনাশ হয়ে গেছে।

ঘটোৎকচ। মা!

হিড়িম্বা। হ্যাঁ রে, সত্যিই তারা তোকে ঘরের ছেলে বলে কাছে টেনে নিয়েছিল তো?

ঘণ্টাকর্ণ। তা আর নেয়নি! তাদের সেই খাতির-যত্নের—

ঘটোৎকচ। তুলনা হয় না মা, তুলনা হয় না।

হিড়িম্বা। তোর বাপ তোকে পাশে বসিয়ে খাইয়েছিল তো?

ঘণ্টাকর্ণ। খাইয়েছিল, তবে কালিয়া-কোপ্তা নয়—

ঘটোৎকচ। রাজভোগ।

হিড়িম্বা। তুই যে বলে গেলি, বিয়ের পর তাদের সবাইকেই সঙ্গে আনবি?

ঘণ্টাকর্ণ। সেই আশায় তুমি বসে থাক খুড়ি।

হিড়িম্বা। কি হয়েছে ঘণ্টাকর্ণ ?

ঘটোৎকচ। আমি বলছি মা, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হলেই তারা এসে বেড়িয়ে যাবে।

ঘণ্টাকর্ণ। রাজা !

ঘটোৎকচ। তুই এখন যা ঘণ্টাকর্ণ।

ঘণ্টাকর্ণ। যে আজ্ঞে! আমি যাই আর তুমি পেট বোঝাই করে মহুয়া খাও আর ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যেকথা বলো।

ঘটোৎকচ। ঘণ্টাকর্ণ !

ঘণ্টাকর্ণ। আমি কিন্তু তোমায় বলে যাচ্ছি রাজা, আর যাই করো, জবাকে বে' করে ঘরে না নিলে—

ঘটোৎকচ। কি করবি ?

ঘণ্টাকর্ণ। এই জঙ্গলেও থাকবো না, আর তোমার মন্ত্রীগিরিও করবো না।

[প্রস্থান।

হিড়িম্বা। জবাকে তুই বিয়ে করবি না বলেছিস ঘটোৎকচ ?

ঘটোৎকচ। তার বাপের ইচ্ছার বিরুদ্ধে—

হিড়িম্বা। বজ্রকেতু মানুষ নয়। মেয়েটা ছেলেবেলা থেকে তোকেই স্বামী বলে জেনে এসেছে। না-না, জবাকে ঘরে নিতেই হবে।

ঘটোৎকচ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর সে চিন্তা করবো মা।

হিড়িম্বা। সেই ভাল, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটা শেষ হয়ে যাক। তা হ্যাঁ রে, ওরা তোকে যুদ্ধের কথা কিছু বলেনি ?

ঘটোৎকচ। বলেছে, সেজন্য আমিও তৈরি হচ্ছি। আর যদুপতি তো আমাকে বর দিয়েই রেখেছে, তোমার অনুমতি নিয়ে গেলে—

হিড়িম্বা। তোর কাছে নিয়তিকেও হার মানতে হবে। হ্যাঁ, পূজোর বেলা বয়ে যাচ্ছে, আমি যাই—

ঘটোৎকচ। যাও মা।

হিড়িম্বা। তোকে একটা কথা বলে রাখি বাবা। যুদ্ধে গিয়ে দ্রৌপদীর পাঁচটা ছেলেকে তুই বুক দিয়ে ঘিরে রাখিস। দেখিস বাবা, তাদের গায়ে যেন কেউ কাঁটার আঁচড় দিতে না পারে।

ঘটোৎকচ। দ্রৌপদীর ছেলের জন্য তোমার এত ভাবনা কেন?

হিড়িম্বা। কারণ আছে বাবা! ওরে, আজ আমি তোর কাছে বলছি, একদিন আমি দ্রৌপদীর পাশে বসতে চাইলে সে আমায় অভিশাপ দিয়েছিল—আমি যেন পুত্রহীনা হই, আমিও তখন তাকে পাল্টা অভিশাপ দিয়েছিলাম।

ঘটোৎকচ। মা!

হিড়িম্বা। তবে যদুপতির বরে দ্রৌপদীর অভিশাপ থেকে যখন তুই বেঁচে গেছিস, আমার অভিশাপ থেকে তার ছেলেদেরও তোকে বাঁচাতে হবে বাবা।

ঘটোৎকচ। পরের ছেলের জন্য তুমি এত ভাবো মা?

হিড়িম্বা। পর নয় রে পাগল। তুই যেমন পাণ্ডবদের ছেলে, তারাও যে তেমনি পাণ্ডবদেরই সন্তান। আমি যেমন তোর মা, তেমনি তাদেরও যে মা—তাদেরও যে মা।

[প্রস্থান।

ঘটোৎকচ। আমার এমন স্নেহময়ী মাকে কেউ চিনলো না। আর্য-অনার্যের মিলনের স্বপ্নও আমার স্বপ্ন হয়ে রইল। জবা—জবাকে আমি—না-না, আমি কারও কথা মনে রাখতে চাই না। আমি শুধু মহুয়া খাবো, পেট বোঝাই করে মহুয়া খাবো। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবদের

এক একটা শক্তিস্তম্ভ মুখ থুবড়ে মাটিতে আছড়ে পড়বে, আর আমি মহুয়ার নেশায় মাতাল হয়ে প্রাণ খুলে হাসবো—হাঃ-হাঃ-হাঃ !

কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। ঘটোৎকচ।

ঘটোৎকচ। কে? অঙ্গরাজ! প্রণাম। আপনি হঠাৎ—

কর্ণ। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ তোমার কাছে এসেছিল—

ঘটোৎকচ। মহারাজ দুর্যোধনের হয়ে লড়াই করার জন্য অনুরোধ করতে।

কর্ণ। তুমি অসম্মত হয়েছো?

ঘটোৎকচ। কোন আর্যের হযে যুদ্ধ করবো না বলেই।

কর্ণ। পাণ্ডবদের ওপর অভিমান করেই বলেছো?

ঘটোৎকচ। অভিমান? আমরা অসভ্য অনার্য, আমাদের আবার মান আর অভিমান। কিছু মনে করবেন না, বুকটা শুকিয়ে উঠছে। [কিছু মহুয়া গলাধঃকরণ]

কর্ণ। তুমি মদ খাচ্ছো?

ঘটোৎকচ। নইলে অনার্য বলে মানাবে কেন বলুন।

কর্ণ। নিজেকে তুমি ছোট ভেবো না ঘটোৎকচ।

ঘটোৎকচ। মানে?

কর্ণ। পাণ্ডবরা তোমাকে যে অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, গায়ের জোরে তুমি তা আদায় করো।

ঘটোৎকচ। অঙ্গরাজ!

কর্ণ। তোমার মত আমিও সমাজের অবহেলিত সামান্য একজন সূতপুত্র—

ঘটোৎকচ। কিন্তু মহারাজ দুর্যোধনের অনুগ্রহে রাজাধিরাজ।

কর্ণ। শুধু অনুগ্রহ নয়, যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য সম্মান দেওয়া উদারতাও।

ঘটোৎকচ। সেই উদারতার দেনা শোধ করতে অনেক সময় তার অন্যায়কেও স্বীকার করে নিতে হয়।

কর্ণ। আমি তা অস্বীকার করছি না; কিন্তু যারা আভিজাত্যের অহঙ্কারে আত্মীয়কে পর ভাবে, তারা কি ন্যায়ের পূজারী?

ঘটোৎকচ। তাদের বিচার আমি করতে চাই না অঙ্গরাজ। আপনি কি বলতে চান তাই বলুন।

কর্ণ। আমি চাই, যারা তোমাকে অস্পৃশ্য অনার্য ভেবে ঘৃণা করেছে, তুমি তাদের দেখিয়ে দাও—বীরত্বে ব্যক্তিত্বে প্রতিভায় তুমি তাদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

ঘটোৎকচ। অঙ্গরাজ!

কর্ণ। এসো ঘটোৎকচ, এসো। পাণ্ডবরা তোমাকে পুত্র বলে স্বীকার করেনি। কিন্তু রাজা দুর্যোধন তোমাকে বন্ধু বলে—ভাই বলে—রাজা বলে মাথায় তুলে নেবে।

ঘটোৎকচ। শেষে ফেলে দেবে না তো?

কর্ণ। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, তিনি তোমাকে তোমার ইচ্ছামতই রাজ্যদান করবেন।

ঘটোৎকচ। রাজ্য? আমার ইচ্ছামত রাজ্য?

কর্ণ। কৌরবসভায় ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপের মতই তুমিও যোগ্য আসন পাবে।

ঘটোৎকচ। আমার জীবনে এ একটা সুযোগ বলুন।

কর্ণ। সুবর্ণ সুযোগও বলতে পারো।

ঘটোৎকচ। অতএব—

কর্ণ। তুমি আমার প্রস্তাবে—

ঘটোৎকচ। সম্মত হবো মৃত্যুর পর, তার আগে নয়।

কর্ণ। ঘটোৎকচ!

ঘটোৎকচ। যান অঙ্গরাজ, যান। অন্যায়ের পায়ে মাথা ঠুকে আপনারা ভাগ্য ফিরিয়েছেন ফেরানগে, এই ঘটোৎকচ তা পারবে না।

কর্ণ। পাণ্ডবরাও তোমাকে দলে নেবে না।

ঘটোৎকচ। আমিও কারও দলে যেতে চাই না। অসভ্য অনার্য জংলী আমি, জঙ্গলের বাঘ ভালুক হাতী গণ্ডারের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়িয়ে, আর পেট ভরে মহুয়া খেয়েই দিন কাটিয়ে দিতে চাই।

কর্ণ। তাতে তো তোমার বীরত্বের স্বাক্ষর রাখতে পারবে না।

ঘটোৎকচ। অধর্মের সাহায্যে বীরত্ব জাহির করার চেয়ে কাপুরুষ হয়ে থাকা ঢের ভাল।

কর্ণ। পাণ্ডবদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়াও তোমার কর্তব্য।

ঘটোৎকচ। প্রতিশোধের নেশায় প্রতিহিংসা চরিতার্থ করাও মানুষের কাজ নয় অঙ্গরাজ।

কর্ণ। ঘটোৎকচ! তুমি—

ঘটোৎকচ। আমাকে ক্ষমা করবেন অঙ্গরাজ। এমনিই তো আমি পাণ্ডবদের কাছে ছোট হয়ে আছি, আবার আপনার পরামর্শে তাদের শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমি আরও ছোট হতে চাই না।

[প্রস্থান।

কর্ণ। বুঝতে পারছি না—এ মানুষ, না দেবতা? আশীর্বাদ করবো,

না অভিশাপ দেবো? না-না, আমি আশীর্বাদই করছি। ওরে 'স্বর্গচ্যুত দেবতা! পাণ্ডবরা তোকে অনাদরে দূরে সরিয়ে দিলেও—মানুষ তোকে ভুলে গেলেও, ভারতের ইতিহাস কোনদিন ভুলবে না—ভুলবে না।

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য

পাণ্ডব-শিবির

অভিমন্যুর প্রবেশ।

অভিমন্যু। দেখতে দেখতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আজ বারো দিনে পড়লো। পাণ্ডবদের যারা ভালবাসে, একে একে তারা সবাই অস্ত্র ধরেছে, কিন্তু দাদা ঘটোৎকচকে কেউ ডাকেনি। মাতুল যে বলে গেল দাদকে ফিরিয়ে আনবে, কিন্তু সে কবে?

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। আর দেরি নেই অভি, আর দেরি নেই।

অভিমন্যু। দাদা আসছে?

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা? ঘটোৎকচ?

অভিমন্যু। তুমি যে বলেছিলে দাদাকে ফিরিয়ে আনবে?

শ্রীকৃষ্ণ। আনতে হবে না ভাগ্নে, সময় হলে সে আপনিই আসবে, এখন তোমার পিতাকে ডাকো।

অভিমন্যু। পিতাকে?

শ্রীকৃষ্ণ। দুর্যোধনের নারায়ণী-সেনার প্রতিরোধে এখনি তাকে যুদ্ধে নামতে হবে।

অভিমন্যু। পিতার দরকার নেই, এই পুত্রকেই নিয়ে চল মামা।

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি গিয়ে কি করবে?

অভিমন্যু। নারায়ণী-সেনার মুণ্ডপাত করবো।

শ্রীকৃষ্ণ। যুদ্ধটা ছেলেখেলা নয় ভাগ্নে।

অভিমন্যু। অভিমন্যুকেও তুমি বুঝি ছেলেমানুষ ভাবলে?

শ্রীকৃষ্ণ। আহা, তা নয়।

অভিমন্যু। তবে?

শ্রীকৃষ্ণ। এ হচ্ছে দুর্যোধনের নারায়ণী-সেনা।

অভিমন্যু। আমিও হচ্ছি মহাবীর অর্জুনের পুত্র।

শ্রীকৃষ্ণ। তবু তুমি নিতান্ত শিশু।

অভিমন্যু। দেখ মাতুল, যখন তখন শিশু-শিশু করো না বলছি, ওতে আমার ভারি অপমান হয়।

শ্রীকৃষ্ণ। সেকি আর আমি জানি না।

অভিমন্যু। জানো যদি, ন্যাকা সাজো কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। ওটা আমার বদঅভ্যাস।

অভিমন্যু। তোমায় কিন্তু পিতার রথে একদম মানায় না মামা।

শ্রীকৃষ্ণ। কোথায় মানায় বল তো?

অভিমন্যু। বৃন্দাবনে।

শ্রীকৃষ্ণ। যাবো ভাগ্নে, যাবো। এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হলে আমি বৃন্দাবনেই চলে যাবো। এখন তোমার পিতাকে—

অভিমন্যু। ফের পিতা? বলছি আমাকে একবার নিয়ে গিয়েই দেখ না।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার যুদ্ধের আশাও অপূর্ণ থাকবে না।

অভিমন্যু। মানে?

শ্রীকৃষ্ণ। ধর্মরাজ বলছিলেন, তোমাকেও নাকি একদিন সৈনাপত্যের ভার দেবেন।

অভিমন্যু। সত্যি বলছো মামা?

শ্রীকৃষ্ণ। আমি মিথ্যা বলি না ভাগ্নে।

অভিমন্যু। আমি হবো সেনাপতি—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সেনাপতি?

শ্রীকৃষ্ণ। এখন তোমার পিতাকে—

অভিমন্যু। যাচ্ছি মামা, পিতাকে ডেকে দিচ্ছি। আর ধর্মরাজ যদি সত্যিই আমাকে একদিনের জন্যও সেনাপতি করে দেন—

শ্রীকৃষ্ণ। কৌরবদের মুণ্ডপাত করতে পারবে?

অভিমন্যু। তোমাকেও বুঝিয়ে দেবো মাতুল।

শ্রীকৃষ্ণ। কি বোঝাবে ভাগ্নে? তুমি মহাবীর অর্জুনের পুত্র।

অভিমন্যু। আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভাগ্নে।   [প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমি—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাই কি আমার ইচ্ছায় কুরুক্ষেত্রের বুকে বয়ে যাচ্ছে রক্তের নদী? তাই কি পুরানো পৃথিবীকে ভেঙে-চুরে নতুন করে গড়ে দিতে আমি সেজেছি মহাকাল? ওকি! রণক্ষেত্রের পাশে ম্লানমুখে কে দাঁড়িয়ে? ঘটোৎকচ নয়? বড় ব্যথা পেয়েছো পুত্র। অপেক্ষা কর, অচির জন্যই তোমাকে ধরতে হবে অস্ত্র, অচির রক্তেই—

অর্জুনের প্রবেশ।

অর্জুন। কি বললে কেশব? আমার অভির রক্তে—

শ্রীকৃষ্ণ। কে—অর্জুন?

অর্জুন। বল মাধব, বল—অভির রক্তে কি যেন বলছিলে?

শ্রীকৃষ্ণ। না সখা, বলছিলাম ঘটোৎকচের কথাই।

অর্জুন। ঘটোৎকচ?

শ্রীকৃষ্ণ। শুনেছো বোধহয়, মধ্যম পাণ্ডবের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে দুর্যোধনের দেওয়া রাজ্য-ঐশ্বর্যের প্রলোভনকেও পদদলিত করেছে।

অর্জুন। তবু তো মধ্যম পাণ্ডব তাকে পুত্র বলে স্বীকার করলে না সখা।

শ্রীকৃষ্ণ। তার জন্য একদিন অনুতাপ করতে হবে।

অর্জুন। সেদিন ঘটোৎকচ থাকবে তো?

শ্রীকৃষ্ণ। থাকবে বৈ'ক! অভি, ঘটোৎকচ, তুমি, আমি, আমরা সবাই—

অর্জুন। আমাদের কথা হচ্ছে না কেশব! আমি জানতে চাইছি অভি আর ঘটোৎকচের কথা।

শ্রীকৃষ্ণ। অর্জুন!

অর্জুন। কাল তুমি রথে বসে আনমনাভাবে যা বলেছো, তা যদি সত্যি হয়?

শ্রীকৃষ্ণ। আমার খেয়ালের কথা তুমি ভুলে যাও ধনঞ্জয়। ওই দেখ দুর্যোধনের নারায়ণী-সেনাদল প্রস্তুত। চল—চল, ওদের প্রতিরোধ করতে না পারলে—

অর্জুন। পাণ্ডবের বিজয়-গৌরব হাতছাড়া হয়ে যাবে?

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি বুঝতে পারছো না—

অর্জুন। বুঝেছি নারায়ণ, তোমার বিশ্বরূপ দেখেই আমি বুঝেছি—ভীষ্ম কর্ণ কৃপ দ্রোণ অশ্বত্থামার মত অসংখ্য যোদ্ধাদের সঙ্গে আমার অভি আর ঘটোৎকচও থাকবে না।

অর্জুন। সব জেনেও আমি অক্ষম। হে জনার্দন! তোমার কাছে আমার একটিমাত্র ভিক্ষা—আমার অভির জন্য নয়, ঘটোৎকচের জন্যই। মধ্যম পাণ্ডবের চোখ থেকে তুমি ভুলের কাজল মুছে দাও। পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার আগে এই কটা দিন সে পিতাকে পিতা বলে ডেকে প্রাণভরে স্নেহের পিপাসা মিটিয়ে নিক। চূর্ণ হয়ে যাক আর্য-অনার্যের মধ্যে এই ভেদাভেদের প্রাচীর।

শ্রীকৃষ্ণ। ভুলে যেও না সখা, আমি কালের শৃঙ্খলে বাঁধা।

অর্জুন। সখা!

শ্রীকৃষ্ণ। দুর্বলতা জয় কর অর্জুন। গাণ্ডীব ধরো, প্রতিরোধ কর নারায়ণী-সেনা। কাল পূর্ণ হলে তোমার ইচ্ছাও অসমাপ্ত থাকবে না।

[প্রস্থান।

অর্জুন। পূর্ণ হবে—আমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে? একি, যুদ্ধে যাবার আগে কোনদিন তো অভিকে দেখার জন্য প্রাণটা এমন করে কেঁদে ওঠেনি? অভি—অভি—

অভিমন্যুর পুনঃ প্রবেশ।

অভিমন্যু। পিতা!

অর্জুন। অভি—[সস্নেহে অভিমন্যুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল]

অভিমন্যু। তুমি নারায়ণী-সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছো?

অর্জুন। হ্যাঁ অভি।

অভিমন্যু। তুমি আমাকে সেই রণ-কৌশলটা শিখিয়ে দিলে না পিতা?

অর্জুন। কোন রণ-কৌশল বাবা?

অভিমন্যু। সেই যে আচার্যের ব্যূহভেদ করার যে কৌশলটা তুমি মায়ের কাছে গল্প করছিলে, আমি মায়ের পেট থেকে শুনেই তা শিখে ফেলেছিলাম।

অর্জুন। অভি!

অভিমন্যু। কিন্তু মা ঘুমিয়ে পড়তেই বেরিয়ে আসার কৌশলটা আর আমার শেখা হয়নি।

অর্জুন। বেশ তো, কৌশলটা এখনই আমি তোকে—

নেপথ্যে শ্রীকৃষ্ণ। অর্জুন!

অর্জুন। ওই সখা ডাকছেন। আর সময় নেই। আচ্ছা আমি এখন চলি অভি। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে আমি তোকে কৌশলটা শিখিয়ে দেবো—

অভিমন্যু। মনে থাকবে পিতা?

অর্জুন। থাকবে বাবা। ওরে, শুধু আচার্যের চক্রব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসাই নয়, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে আমি তোকে এমন রণ-কৌশল শিখিয়ে দেবো, যার কাছে দেবেন্দ্র বাসবকেও হার মানতেই হবে।

[সস্নেহে অভিমন্যুকে চুম্বন করিয়া প্রস্থান।

অভিমন্যু। বেশ হবে! দাদা ঘটোৎকচ শিখেছে মায়া, আর আমি মায়ের কাছে যুদ্ধ শিখেছি, এবার পিতার কাছেও—

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। তোমার পিতা কোথায় অভি, তোমার পিতা?

অভিমন্যু। তিনি নারায়ণী-সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন।

ভীম। চলে গেছে?

অভিমন্যু। কেন জ্যাঠামশাই!

ভীম। আমাদের বড় বিপদ অভি। আচার্য চক্রব্যূহ রচনা করে যেভাবে আমাদের আক্রমণ করছেন—

অভিমন্যু। আচার্যের চক্রব্যূহ?

ভীম। ভেদ করতে না পারলে—

অভিমন্যু। আপনারা পারবেন না?

ভীম। অর্জুন ছাড়া চক্রব্যূহ ভেদ করার কৌশল আর কেউ জানে না আত।

অভিমন্যু। আমি জানি জ্যাঠামশাই।

ভীম। জানিস, জানিস অভি?

অভিমন্যু। জানি জ্যাঠামশাই, কিন্তু বেরিয়ে আসার কৌশল আমি জানি না।

ভীম। ওরে, বেরিয়ে আসার যখন প্রয়োজন হবে, চক্রব্যূহ তখন শবব্যূহে পরিণত হবে।

অভিমন্যু। জ্যাঠামশাই!

ভীম। তোকে কিছুই করতে হবে না বাবা। তুই আমাকে পথ দেখিয়ে ব্যূহের মধ্যে নিয়ে চল। তারপর যা করতে হয়, আমিই করবো। আঃ—আজ আমার গর্বে বুকটা ফুলে উঠছে। আমার ষোল বছরের ভাইপো বিশাল পাণ্ডববাহিনীর সেনাপতি।

অভিমন্যু। আমি সেনাপতি?

ভীম। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তুই-ই সেনাপতি।

অভিমন্যু। ঘটোৎকচ দাদা সঙ্গে থাকলে আরও ভাল হতো।

ভীম। ঘটোৎকচ? না-না, সেই ব্রহ্মহত্যার কথা আমি শুনতে চাই না অভি।

অভিমন্যু। জ্যাঠামশাই!

ভীম। আয়—আয় ওরে শিশু সেনাপতি! একা তোকে নিয়েই এই ভীমসেন আজ শতভ্রাতা কৌরবদের সমূলে বিনাশ করবে—সমূলে বিনাশ করবে।

[প্রস্থান।

অভিমন্যু। আমি সেনাপতি? কি আনন্দ! উত্তরা—উত্তরা—

উত্তরার প্রবেশ।

উত্তরা। কি আদেশ সেনাপতি মশাই?

অভিমন্যু। শুনেছো উত্তরা, আজকের যুদ্ধে আমিই সেনাপতি।

উত্তরা। ওই আশায়ই বসে থাকো।

অভিমন্যু। কেন—কেন?

উত্তরা। যেতে দিলে তো!

অভিমন্যু। কি, আমি যুদ্ধে যাবো না?

উত্তরা। যাও না দেখি।

অভিমন্যু। তুমি বাধা দেবে?

উত্তরা। ঐইজন্য যে, আমি তোমার মত কাপুরুষ নই।

অভিমন্যু। আমি কাপুরুষ?

উত্তরা। নইলে স্ত্রীর কাছে বীরত্ব দেখাও!

অভিমন্যু। ও—তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছো না?

উত্তরা। মিথ্যে কথা কেউ বিশ্বাস করে না।

অভিমন্যু। মিথ্যে নয় উত্তরা, আচার্য চক্রব্যূহ রচনা করেছেন। প্রবেশের কৌশল পিতা আর আমি ছাড়া কেউ জানে না।

উত্তরা। পিতা—

অভিমন্যু। নারায়ণী-সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত।

উত্তরা। তাই—

অভিমন্যু। জ্যাঠামশাই আমাকে ডেকে গেলেন।

উত্তরা। সত্যি-সত্যিই তুমি—

অভিমন্যু। কেমন, বিশ্বাস হলো তো? [নেপথ্যে—জয় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়!] ওই শোন উত্তরা, আমাদের সৈন্যদের জয়ধ্বনি। আর সময় নেই।

উত্তরা। তুমি যুদ্ধে যাবে?

অভিমন্যু। বা-রে! ক্ষত্রিয়ের ছেলে আমি, বীর ধনঞ্জয়ের ছেলে। আমি যুদ্ধ করবো না?

উত্তরা। অভি—[কাঁদিয়া ফেলিল]

অভিমন্যু। ছিঃ উত্তরা! বীর স্বামীর স্ত্রী তুমি, চোখের জল ফেলে আমার জয়যাত্রার পথকে পিছল করে দিও না। হাসিমুখে আমাকে বিদায় দাও।

উত্তরা।—   গীত

ওগো বন্ধু! (তুমি) আবার আসিও ফিরে।
আবার হাসিও অমিয় মাখানো সোনাঝরা হাসিটিরে।
তোমার লাগিয়া পথ চাহি আমি,
জেগে রবো ওগো সারা দিবা যামি,
তুমি না আসিলে নিরাশায় শুধু ভাসিব যে আঁখিনীরে।

তুমি মোর হাসি তুমি মোর গান,
তুমি যে আমার এ দেহের প্রাণ,
তোমা ছাড়া আমি রহিতে কি পারি কান্নার মরুতীরে।

অভিমন্যু। উত্তরা! আমি আসি—

উত্তরা। দাঁড়াও, আর একটু দেখি।

অভিমন্যু। বা-রে, আমি বুঝি একেবারে চলে যাচ্ছি?

উত্তরা। বালাই ষাট! ওকথা বলতে নেই। ওই দেখ—তোমাকে প্রণাম করতে ভুলে গেছি। [অভিমন্যুকে প্রণাম করিল, ইত্যবসরে মৃদু হাসিয়া অভিমন্যুর প্রস্থান।] একি, চলে গেছে? যাক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভাগ্নে—বীর ধনঞ্জয়ের ছেলে, তার আবার ভয় কি! অভি এলো বলে—

রোহিণীর প্রবেশ।

রোহিণী। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

উত্তরা। কে?

রোহিণী। আমি সেই।

উত্তরা। এখানে কেন?

রোহিণী। তোমাকে উপহার দিতে এসেছি।

উত্তরা। কি—কি উপহার দেবে তুমি আমায়?

রোহিণী। এই নাও—[বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানি থান কাপড় বাহির করিয়া উত্তরার হাতে দিল]

উত্তরা। এ কি!

রোহিণী। কাপড় গো, কাপড়।

উত্তরা। এ যে থান কাপড়।

রোহিণী। চোখের জলে সিঁথির সিঁদুর মুছে, হাতের শাঁখা-নোয়া খুলে কাপড়খানা পরে তৈরি হয়ে থাকো।

উত্তরা। কি বললি রাক্ষসী ?

রোহিণী। বলছি তোমার হাসির দিন শেষ।

উত্তরা। আমার স্বামী—

রোহিণী। আর আসবে না।

উত্তরা। আঃ—

রোহিণী। যতই কাঁদো রাজকুমারী, অভিকে আর পাবে না। সে শাপভ্রষ্ট আকাশের চাঁদ, আমার প্রিয়তম। এবার আমি তাকে হাত ধরে নিয়ে যাবো নীল আকাশে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[**প্রস্থান।**

উত্তরা। না-না, অভি আমার—সে আর কারও নয়। আমি তাকে নিয়ে যেতে দেবো না—দেবো না।

[**প্রস্থান।**

———

চতুর্থ দৃশ্য

অরণ্য-প্রান্তর

[নেপথ্যে সৈন্যদের কোলাহল]

বল্লম হস্তে ঘণ্টাকর্ণের প্রবেশ।

ঘণ্টাকর্ণ। গেল—গেল, সব গেল। রাজা দুর্যোধনের ভাই সৈন্য নিয়ে জঙ্গল ঘেরাও করে ফেলবে না? রাজ্যি নিয়ে সাধাসাধি—শুনলে সে কথা? কেন রে বাপু, পাণ্ডবরা যখন তোকে চায় না, তাদের জন্য অত কেন? যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে সেই যে কুরুক্ষেত্রের মাঠে গিয়ে উঠেছে, আর ফেরার নামটি নেই। এবার আমাদের তো কচুকাটা করবেই, জবাকেও—

যুযুধানের প্রবেশ।

যুযুধান। হত্যা কর সৈন্যগণ, হত্যা কর। জঙ্গলের একটা পিঁপড়েকেও—

ঘণ্টাকর্ণ। নমস্কার মশাই!

যুযুধান। তুমি ঘটকচ্ছপের অনুচর নয়?

ঘণ্টাকর্ণ। তুমি রাজার ভাই নও?

যুযুধান। রাজার ভাই কি? আমি মহারাজ দুর্যোধনের ভাই।

ঘণ্টাকর্ণ। তা আমাদের জঙ্গলে?

যুযুধান। তোদের রাজাকে সাবাড় করতে।

ঘণ্টাকর্ণ। রাজাকে খুন করবে?

যুযুধান। করবো না? সে ব্যাটাকে আমরা দয়া করে দলে টানতে চাইলাম—

ঘণ্টাকর্ণ। তবু সে তোমাদের দলে ভিড়লে না?

যুযুধান। ওর জন্য জবা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

ঘণ্টাকর্ণ। জবার জন্যই তো সেবার তুমি গলাধাক্কা খেয়ে—

যুযুধান। সাবধান! কে আমায় গলাধাক্কা দেবে? জানিস, আমি মহারাজ দুর্যোধনের ভাই।

ঘণ্টাকর্ণ। তা আর জানি না?

যুযুধান। যা-যা, তোদের সর্দারকে—

ঘণ্টাকর্ণ। তোমার কাছে ধরে আনবো?

যুযুধান। ধরে আনতে হবে না, তোর হাতের ওই বল্লমটা তার বুকে বসাতে পারলেই—

ঘণ্টাকর্ণ। তোমরা আমাকে কি দেবে?

যুযুধান। একটা রাজ্য দিয়ে দেবো।

ঘণ্টাকর্ণ। এঁ্যা! রাজ্য—

যুযুধান। কেমন, রাজী আছিস?

ঘণ্টাকর্ণ। তা তুমি যখন বলছো—

যুযুধান। তবে যা।

ঘণ্টাকর্ণ। যেতে হবে না। এখানেই দাঁড়িয়েই—

যুযুধান। এখানে দাঁড়িয়ে কি করবি?

ঘণ্টাকর্ণ। এই বল্লমটা বুকে বসিয়ে দেবো।

যুযুধান। আরে এখানে দাঁড়িয়ে কার বুকে বল্লম বসাবি?

ঘণ্টাকর্ণ। তোমার বুকে।

যুযুধান। বলিস কি ছোটলোক?

ঘণ্টাকর্ণ। ছোটলোকরা যা বলে।

যুযুধান। মানে?

ঘণ্টাকর্ণ। মানে? এই ঘণ্টাকর্ণ ছোটলোক হয়েই থাকবে, তবু তোমার কথায় তার জাতভাইয়ের বুকে বল্লম বসিয়ে ভদ্রলোক সাজবে না।

যুযুধান। ঘণ্টাকর্ণ!

ঘণ্টাকর্ণ। পালাও বলছি জঙ্গল থেকে, নইলে—

যুযুধান। কি করবি?

ঘণ্টাকর্ণ। তোমাকে খুন করে তোমার চামড়ায় আমি মাদল বানাবো।

যুযুধান। তবে আয় জংলী, তোর চামড়াতেও আমি জুতো বানাবো। [আক্রমণ, উভয়ের যুদ্ধের পর ঘণ্টাকর্ণের প্রস্থান।] হাঃ-হাঃ-হাঃ! ওদিকে আচার্য চক্রব্যূহ রচনা করে পাণ্ডবদের যমালয়ে পাঠাচ্ছে, আর আমি এখানে রাক্ষস ব্যাটাদের—

জবার প্রবেশ।

জবা। শান্তির কুটিরে আগুন জ্বালাতে এসেছো?

যুযুধান। এই যে জবা, তুমি এখনও আমাদের ছাউনিতে যাওনি?

জবা। আমি যাবো তোমাদের ছাউনিতে?

যুযুধান। তোমার জন্যই তো এখনও আমি জঙ্গলে আগুন ধরাতে পারিনি।

জবা। আমার ওপর এত টান?

যুযুধান। নিতান্ত অনুগ্রহ করেই, না হলে আমাদের হস্তিনায় কি সুন্দরীর অভাব?

জবা। কি অধিকারে তুমি এই নিরীহ অরণ্যবাসীদের আশ্রয়টুকু পুড়িয়ে ছাই করে দিতে এসেছো?

যুযুধান। রাজার অধিকারেই বলতে পারো।

জবা। রাজার কর্তব্য বুঝি প্রজাদের ঘরে আগুন দেওয়া?

যুযুধান। প্রজাদের কর্তব্যও বুঝি রাজ-আদেশ অমান্য করা?

জবা। অন্যায় আদেশ কোন মানুষ মানতে পারে না।

যুযুধান। অন্যায়টা আবার কি! আমরা ঘটকচ্ছপকে আমাদের হয়ে যুদ্ধ করতে বলেছিলাম, তাও এমনি নয়; তার বদলে—

জবা। তোমরা তাকে রাজ্য ঐশ্বর্য সম্মান দিতে চেয়েছিলে।

যুযুধান। কিন্তু কুকুরের পেটে ঘি সইবে কেন?

জবা। কুকুর তুমি, ইতর তুমি।

যুযুধান। জবা!

জবা। ভাল কথায় বলছি সৈন্য নিয়ে ফিরে যাও রাজপুরুষ। যারা কখনও ভুলে তোমাদের সুখের পথে বাধা সৃষ্টি করতে চায় না, কেন এসেছো তোমরা তাদের সুখের ঘরে বাজ হানতে?

যুযুধান। ঘটকচ্ছপের মাথা না নিয়ে ফিরে যাবো?

জবা। তার মাথা নিতে চাইলে, তোমার মাথাটা এখানে রেখে যেতে হবে।

যুযুধান। মাথার ভয় যুযুধান করে না। এসো তোমাকে নিরাপদ জায়গায় রেখে আসি, তারপর সে ব্যাটা জংলীকে যা করতে হয় আমি করবো।

জবা। তোমার সঙ্গে আমি যাব না।

যুযুধান। এখানে থেকে কি করবে?

জবা। তোমার তলোয়ার থেকে এদের বাঁচাবার চেষ্টা করবো।

যুযুধান। এই জংলীদের জন্য তুমি আমার বিপক্ষে যাবে?

জবা। কারণ মানুষ তো দূরের কথা, এই জঙ্গলের পশু পাখি গাছপালা, এমন কি প্রতি ধূলিকণার সঙ্গে আমার স্নেহের সম্পর্ক। তাদের যে ক্ষতি করতে চাইবে, দেবতা হলেও আমি তাকে ক্ষমা করবো না।

যুযুধান। তোমাকেও আমি বে-ঘোরে মরতে দিতে পারি না। এসো—[জবার হাত ধরিতে উদ্যত]

জবা। সাবধান!

যুযুধান। বটে, তাহলে আমি তোকে চুলের মুঠি ধরে—

জবা। [বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে তলোয়ার বাহির করিয়া] এগিয়ে এসো—এগিয়ে এস রাজপুরুষ! চুলের মুঠি যদি ধরতেই হয়, জবার মাথাটা ধড়ছাড়া করেই ধরতে হবে, তার আগে নয়।

যুযুধান। দেখা যাক। [আক্রমণ, কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর জবার তরবারি হস্তচ্যুত হইল] হাঃ-হাঃ-হাঃ! এইবার—

সশস্ত্র ঘটোৎকচের প্রবেশ।

ঘটোৎকচ। [যুযুধানের তরবারিতে প্রচণ্ড আঘাত করিয়া] তোরই মৃত্যু।

যুযুধান। আঃ—[তরবারি হস্তচ্যুত হইল]

ঘটোৎকচ। কি, আর যুদ্ধের শখ আছে?

যুযুধান। [তলোয়ার কুড়াইয়া লইয়া] পেছন থেকে বীরত্ব দেখাতে সকলেই পারে।

ঘটোৎকচ। যদি প্রাণের মায়া থাকে, এই মুহূর্তে সৈন্য নিয়ে আমার জঙ্গলের সীমানা ছেড়ে চলে যাও।

যুযুধান। খুব যে বাড়াবাড়ি করছো! জান, আমি তোমায়—

ঘটোৎকচ। তুমি যাবে কি না?

যুযুধান। নিশ্চয়ই যাবো, আমি তোমার মত কাপুরুষ নই।

[প্রস্থান।

জবা। [উদ্দেশ্যে] কাপুরুষ!

ঘটোৎকচ। তবু ওরাই শৌর্যে-বীর্যে জ্ঞানে-গুণে সমাজের মাথার মণি সুসভ্য আর্য। যাক, যুযুধানের সঙ্গে যুদ্ধ করা তোমায় উচিত হয়নি জবা।

জবা। মালা গেঁথে গলায় পরিয়ে দিলেই ভাল হতো?

ঘটোৎকচ। তোমার বাবা তাই চান।

জবা। তুমিও যে তাই চাও জেনে আমি আমার পথ বেছে নিয়েছি।

ঘটোৎকচ। জবা!

জবা। জবা যমকেই হাসিমুখে বরণ করবে রাজা, তবু—

ঘটোৎকচ। তুমি আত্মহত্যা করবে জবা? না-না, তোমার মৃত্যু আমি চাই না।

জবা। রাজা!

ঘটোৎকচ। তুমি ভেবেছো, আমি ইচ্ছে করেই তোমাকে ভুলে যেতে চাই? না জবা, এই বুকে বড় জ্বালা—বড় জ্বালা!

জবা। পাণ্ডবরা তোমাকে তাদের ছেলে বলে স্বীকার করেনি?

ঘটোৎকচ। তাই আমার মত একটা পিতৃ-পরিচহীন অবহেলিত অভিশপ্ত জীবনের ছোঁয়ায়, তোমার ওই পবিত্র নিষ্পাপ জীবনের মুকুলকে আমি শুকিয়ে ঝরিয়ে দিতে চাই না।

জবা। তোমাকে ছেড়ে আর কারও কণ্ঠলগ্না হওয়া কি আমার কাছে তার চেয়ে জ্বালাময় নয়?

ঘটোৎকচ। জবা!

জবা। আমি তো তোমার সম্মান চাইনি, ঐশ্বর্য চাইনি, বংশ-মর্যাদা চাইনি, পিতৃ-পরিচয় চাইনি, চেয়েছি তোমাকে। তুমি দেবতা হলে আমি হবো দেবী, তুমি রাক্ষস হলে আমি হবো রাক্ষসী, তুমি ভিখারী হলে আমি হবো ভিখারিণী।

ঘটোৎকচ। কিন্তু আমি যে পাণ্ডবদের প্রত্যাখ্যানের আঘাত কিছুতেই ভুলতে পারছি না জবা। ভুলতে পারছি না ভাই অভিকে, ভুলতে পারছি না মা উত্তরাকে, ভুলতে পারছি না তাদের সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক—

জবা। রাজা!

ঘটোৎকচ। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। তারা আমায় কেউ ডাকেনি; তবু যেন কিসের আকর্ষণে আমি ছুটে গেছি সেখানে। পাণ্ডবদের জয়োল্লাসে আমার বুকটা দশহাত হয়ে উঠেছে। মনের ভুলে আমিও কতবার জয়ধ্বনি দিয়েছি, আবার কৌরবদের হাতে তারা যখন বিপর্যস্ত হয়েছে, আমি চোখে অন্ধকার দেখেছি, পায়ের নিচে থেকে পৃথিবী সরে গেছে।

জবা। তুমি এ দুর্বলতা জয় কর রাজা। পাণ্ডবরা তোমাকে শত্রু ভাবলেও—তোমার পিতা তোমাকে অস্বীকার করলেও, তোমার জংলী ভাইয়েরা আছে, তোমার মা আছেন, আমি আছি।

ঘটোৎকচ। জবা!

জবা। এসো রাজা এসো, আর্যদের স্বার্থের চোখ-ঝলসানো নিষ্প্রাণ শ্বেত পাথরের সৌন্দর্যের কথা ভুলে, আমাদের পরমাত্মীয় বনদেবীর স্নেহশীতল ছায়ায় আমরা বাঁধি ভালবাসার সুখনীড়।

ঘটোৎকচ। ঠিক বলেছো জবা, ঠিক বলেছো। আর্যদের নিষ্প্রাণ

সৌন্দর্যের চেয়ে আমাদের বনদেবীর স্নেহশীতল কোল অনেক শান্তির। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি তোমার কথাই শুনবো। চাই না আমি পিতৃ-পরিচয়, চাই না আর্যের মান। রাক্ষসীর ছেলে আমি, অনার্য রাক্ষস হয়েই মায়ের স্নেহ, তোমার প্রেম, জংলী ভাইদের ভালবাসা নিয়ে আমি এখানেই সৃষ্টি করবো স্বর্গের নন্দন।

জবা। রাজা!

ঘটোৎকচ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি ভুলে গেছি জবা, পাণ্ডবদের আমি ভুলে গেছি। তুমি মালা নিয়ে এসো, আমি তোমাকে বিয়ে করেছি শুনলে মা-ও খুব সুখী হবে। যাও—যাও, মালা নিয়ে এসো, আমার নতুন জীবনের এই গোধূলিকে চির-স্মরণীয় করে রাখতে আমি গলায় নেবো তোমার বরমাল্য।

জবা। তুমি আমার মালা নেবে? তবে দাঁড়াও প্রিয়তম, আমি এখনি ফুল তুলে মালা গেঁথে আনছি।   [প্রস্থান।

ঘটোৎকচ। না-না, পাণ্ডবদের কথা আর নয়। আমি ঘটোৎকচ, আমার জীবনে একমাত্র সত্য, আমি অনার্য—আমি রাক্ষস।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। না ঘটোৎকচ, তোমার জীবনে একমাত্র সত্য, তুমি আর্য—তুমি পাণ্ডবদেরই একজন।

ঘটোৎকচ। যদুপতি!

শ্রীকৃষ্ণ। প্রস্তুত হও, তোমাকে পাণ্ডবদের হয়ে অস্ত্র ধরতে হবে।

ঘটোৎকচ। চমৎকার!

শ্রীকৃষ্ণ। ওই কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনেই তোমাকে প্রমাণ করতে হবে—তুমি পিতার পুত্র।

ঘটোৎকচ। প্রমাণ দিয়ে তবে আমাকে পিতার পুত্র হতে হবে! না-না, চাই না আমি পুত্র হতে। তুমি যাও যদুপতি। অনেক কষ্টে আমি বুকের ঘা সারিয়েছি, তুমি আর তাকে খুঁচিয়ে দিও না।

শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু আমি যে তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি পুত্র।

ঘটোৎকচ। একবার তো বিয়ের নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়েছিলে কেশব! কি পেয়েছি তাতে ?

শ্রীকৃষ্ণ। এবার আর তোমাকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হবে না।

ঘটোৎকচ। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না।

শ্রীকৃষ্ণ। ঘটোৎকচ!

ঘটোৎকচ। তুমি শঠ, প্রবঞ্চক।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি শঠ, প্রবঞ্চক—একথা তুমি বলতে পারলে?

ঘটোৎকচ। কেন পারব না? অস্বীকার করতে পারো—জ্ঞানের উন্মেষ হতে না-হতে মায়ের মুখে যার কথা শুনে, যাকে আমি আপনার ভেবে হৃদয়ের আসনে বসিয়ে রক্ত দিয়ে এঁকে রেখেছি, সেকি তুমি নও?

শ্রীকৃষ্ণ। ঘটোৎকচ!

ঘটোৎকচ। অস্বীকার করতে পারো, যার সেই ভুবন-ভোলানো শ্যামরূপ, সেই পদ্মপলাশ আঁখি, সেই চন্দনচর্চিত ললাটে অলকা-তিলকা আঁকা, গলায় বনমালা, মাথায় ময়ুরের পাখা, পরণে পীতবাস, হাতে যার মোহন বাঁশি, সেকি তুমি নও?

শ্রীকৃষ্ণ। [মৃদুহাস্যে] ঘটোৎকচ—

ঘটোৎকচ। বল—বল কেশব! রাজভোগ হয়তো দিতে পারিনি। কিন্তু একবিন্দু অশ্রুও কি কোনদিন তোমার ওই রাতুল চরণে দিইনি? বিনিময়ে কি পেয়েছি আমি? কি পেয়েছে আমার মা?

শ্রীকৃষ্ণ। সে বিচার পরে করো ঘটোৎকচ। আপাতত পাণ্ডবের সমূহ বিপদ।

ঘটোৎকচ। হোক বিপদ, আমার তাতে কি!

শ্রীকৃষ্ণ। অভি একা আচার্যের চক্রব্যূহ ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করেছে, ব্যূহ থেকে নির্গমনের কৌশল সে জানে না।

ঘটোৎকচ। ভাল কথা।

শ্রীকৃষ্ণ। অথচ ব্যূহদ্বারে শিববরে বলীয়ান সাক্ষাৎ যমের মত সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ প্রহরায় রয়েছেন।

ঘটোৎকচ। আমি তার কি করতে পারি?

শ্রীকৃষ্ণ। একমাত্র তুমি পারো মায়াবলে সেই সিন্ধুরাজকে পরাজিত করতে।

ঘটোৎকচ। আমি অক্ষম।

শ্রীকৃষ্ণ। তাহলে তোমার স্নেহের অভিকে কে রক্ষা করবে?

ঘটোৎকচ। জানি না। আমি কেন ভাববো? অভি—না-না, অভি আমার কেউ নয়—কেউ নয়।

শ্রীকৃষ্ণ। ঘটোৎকচ!

ঘটোৎকচ। তাকে রক্ষা করতে তো পরাক্রম বৃকোদর আছেন, মহাবলশালী আর্যরা রয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু অর্জুন ছাড়া যে আর কারও পক্ষে তা সম্ভব নয়।

ঘটোৎকচ। তাহলে তাকেই ডাকো।

শ্রীকৃষ্ণ। সে তো নারায়ণী-সেনার সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত।

ঘটোৎকচ। তুমিও তো তার রথের সারথি। তুমিই বা রথ ছেড়ে কি করে এখানে এলে?

শ্রীকৃষ্ণ। ছেড়ে আসিনি, আমার ছায়া রয়েছে সেখানে। আর কায়াটাই নিয়ে আমি এখানে এসেছি।

ঘটোৎকচ। তুমি ফিরে যাও যদুপতি।

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি যাবে না?

ঘটোৎকচ। না।

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি থাকতে উত্তরার সিঁথির সিঁদুর মুছে যাবে?

ঘটোৎকচ। কি বললে? [স্বগত] মা উত্তরার সিঁথির সিঁদুর—

শ্রীকৃষ্ণ। এখনও তুমি ভাবছো ঘটোৎকচ? বুঝলাম, বৈধব্যই উত্তরার বিধিলিপি।

ঘটোৎকচ। সাবধান কেশব! মা উত্তরার কোন অমঙ্গলের কথা আমি সহ্য করবো না।

শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু অভিমন্যু?

ঘটোৎকচ। এই ঘটোৎকচ বেঁচে থাকতে যমেও তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি যাবে ঘটোৎকচ?

ঘটোৎকচ। আমি উড়ে যাবো, পাখা মেলে উড়ে যাবো। আমি সব সইতে পারি, কিন্তু যাদের আমি এক সুতোয় বেঁধে দিয়েছি, তাদের অকল্যাণ সইতে পারি না কেশব! কিন্তু আমার মায়ের অনুমতি না নিয়ে—

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার মা?

ঘটোৎকচ। পাণ্ডবরা আমাকে শত্রু ভেবে ত্যাগ করেছে জানতে পেরেই মা আমার তিন রাত তিন দিন কেঁদে কেঁদে এই কিছু আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ। ঘুমিয়ে পড়েছে?

ঘটোৎকচ। ঘুমিয়ে পড়লে মাকে আমি কখনও ডাকিনি।

শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু—

নেপথ্যে অভিমন্যু। দাদা, আমাকে বাঁচাও!

শ্রীকৃষ্ণ। ওই শোন অভির আর্তস্বর।

ঘটোৎকচ। অভি—অভি আমাকে ডাকছে? ভয় নেই—ভয় নেই অভি, আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি। [উদ্দেশ্যে] মা—মাগো! দূর থেকে তোমাকে প্রণাম করে আমি তোমার অনুমতি নিয়ে চলে যাচ্ছি। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো মা, আমাকে আশীর্বাদ করো।

শ্রীকৃষ্ণ। ঘটোৎকচ!

ঘটোৎকচ। তোমাকেও প্রণাম যদুপতি। আর তোমার কাছে আমার একটিমাত্র ভিক্ষা—যদি আর না ফিরি, বাবাকে বলো, আমার মাকে যেন তিনি ভুলে না যান। [প্রস্থানোদ্যত]

শ্রীকৃষ্ণ। তোমাকেও ভুলবে না ঘটোৎকচ।

ঘটোৎকচ। আমার দুঃখ আমি সইতে পারবো, কিন্তু আমার দুঃখিনী মায়ের চোখের জলে বান ডাকলে, মৃত্যুর অন্ধকারে গিয়েও আমার চোখে ঘুম আসবে না নারায়ণ, ঘুম আসবে না।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। এখানের কাজ শেষ, হিড়িম্বার মায়ানিদ্রা ভেঙে যাওয়ার আগেই—

মালা হাতে জবার প্রবেশ।

জবা। এই দেখ প্রিয়তম, আমি তোমার—[শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া] কে—যদুপতি?

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার হাতে কি মা?

জবা। ফুলের মালা।

শ্রীকৃষ্ণ। ঘটোৎকচের জন্য এনেছো ?

জবা। সে তো এইখানেই ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনেই তাকে ছুটে যেতে হয়েছে।

জবা। কোথায় ?

শ্রীকৃষ্ণ। কুরুক্ষেত্রে, সপ্তরথীর কবল থেকে অভিকে বাঁচাতে।

জবা। কিন্তু মায়ের অনুমতি না নিয়ে—

শ্রীকৃষ্ণ। পাছে মা হিড়িম্বার নিদ্রাভঙ্গ হয়, তাই—

জবা। কিন্তু—না-না, মায়ের অনুমতি না নিয়ে—ওরে কে আছিস ?

শ্রীকৃষ্ণ। ব্যস্ত হয়ো না জবা। এ যুদ্ধ শুধু তার অভিকে বাঁচানোই নয়, জগতের সামনে সে পাণ্ডবদের বংশধর বলেই পরিচিত হবে। যাও, মা উত্তরার মত তুমিও সযত্নে মালা তুলে রাখ। ঘটোৎকচ বিজয়ী হয়ে ফিরে এলে তার গলায় পরিয়ে দিও।

জবা। জগতের কাছে সে পাণ্ডবদের বংশধর বলে পরিচিত হবে ? তবে আর আমি তাকে বাধা দেবো না। কেনই বা দেবো ? উত্তরা একরত্তি মেয়ে, সে যদি স্বামীর বিরহ সইতে পারে, আমি পারবো না ? খুব পারবো। তোমার কথাই মেনে নিলাম যদুপতি।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। হায় অভাগিনী ! যদি জানতে, উত্তরার মত তোমাকেও—না-না, কান্না নয়—অশ্রু নয়, শোকসন্তপ্ত নর-নারীর কানে কানে ঘোষিত হোক গীতার সান্ত্বনা-বাণী—"দেহেনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা, তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।"

[শঙ্খনাদ করিয়া প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রণস্থলের একাংশ

উদভ্রান্তভাবে বজ্রকেতুর প্রবেশ।

বজ্রকেতু। ওঃ, কি ভীষণ এই রণস্থল! শুধু মড়া আর মড়া, রক্ত আর রক্ত। ঘটোৎকচ যুদ্ধে এসেছে শুনে তার মা উন্মাদিনী হয়ে ছুটে এলো, আর আমার মেয়ের অমনি দরদ উথলে উঠলো। কবে মরবে ওই রাক্ষসীর পো?

ঘণ্টাকর্ণের প্রবেশ।

ঘণ্টাকর্ণ। রাক্ষসীর পো মরলে তুমি দশহাতে খাবে?

বজ্রকেতু। এই যে ঘণ্টাকর্ণ, আমার মেয়ে কোথায়?

ঘণ্টাকর্ণ। তোমার মেয়ে মরুক, আমাদের রাজার মাকে দেখেছ?

বজ্রকেতু। তোদের রাজার মা মুখে রক্ত উঠে মরুক, আমার মেয়ের কিছু হলে—

ঘণ্টাকর্ণ। তাতে তুমিই জ্বাতে উঠবে খুড়ো। তোমার মেয়ে যদি সোয়ামীর জন্ত মরে—

বজ্রকেতু। কে তার সোয়ামী? জবার সোয়ামী যুযুধান।

ঘণ্টাকর্ণ। কক্ষনো নয়। জবার সোয়ামী আমাদের রাজা।

বজ্রকেতু। কি, যার বাপের ঠিক নেই—

ঘণ্টাকর্ণ। তোমার বাপের ঠিক নেই।

বজ্রকেতু। [সক্রোধে] ঘণ্টা !

ঘণ্টাকর্ণ। আমায় রাগিও না খুড়ো। রাজা পাণ্ডবদের ছেলে না হলে, তারা তাকে যুদ্ধ করার জন্য খাতির করে ডেকে আনে ?

বজ্রকেতু। পাণ্ডবরা তাকে ডেকে এনেছে ?

ঘণ্টাকর্ণ। যুদ্ধটা শেষ হোক, তখন তোমায়—

বজ্রকেতু। আরে থাম—থাম, আমার যে গুলিয়ে যাচ্ছে ! নাঃ— মেয়ের বাপ হওয়া দেখছি দু'শো ঝকমারি। [প্রস্থানোদ্যত]

ঘণ্টাকর্ণ। কোথায় যাচ্ছো খুড়ো ?

বজ্রকেতু। বিয়ের জোগাড় করতে।

ঘণ্টাকর্ণ। আবার বে' ?

বজ্রকেতু। তা নয় তো কি ! আমি বজ্রকেতু গন্ধর্ব, আমার মেয়ে গোপনে মালা বদল করলে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলবে, তা আমি কিছুতেই সহ্য করবো না।

ঘণ্টাকর্ণ। খুড়ো !

বজ্রকেতু। যুদ্ধ শেষ হলে, ঘটোৎকচের সঙ্গেই ঢাক-ঢোল পিটিয়ে যদি তার বে' দিতে না পারি, আমি জবার বাবাই নয়।

[প্রস্থান।

ঘণ্টাকর্ণ। আমিও তো তাই চাই, কিন্তু রাজার মা গেল কোথায় ?

উন্মাদিনী হিড়িম্বার প্রবেশ।

হিড়িম্বা। ঘটোৎকচ—ঘটোৎকচ ! সাড়া দে বাবা, সাড়া দে—

ঘণ্টাকর্ণ। বলি যুদ্ধক্ষেত্রে কে কার ডাকে সাড়া দেয় শুনি ?

হিড়িম্বা। ঘণ্টাকর্ণ ! কোথায় আমার ঘটোৎকচ ?

ঘণ্টাকর্ণ। কোথায় আবার, যুদ্ধ করছে।

হিড়িম্বা। কেন সে যুদ্ধ করবে? পাণ্ডবরা যাকে ছেলে বলে স্বীকার করেনি—

ঘণ্টাকর্ণ। সেই পাণ্ডবরাই তো তাকে খোসামোদ করে ডেকে এনেছে।

হিড়িম্বা। তাই যদি হয়, সে আমার অনুমতি নিয়ে এলো না কেন? কেন আমি কালঘুমে ঘুমিয়ে পড়লাম? কেন আমি দুঃস্বপ্ন দেখলাম, এক বিরাট পুরুষের পায়ের তলায় আমার ঘটোৎকচের কাটা মাথা পড়ে আছে?

ঘণ্টাকর্ণ। তুমি মন খারাপ করো না মা! পাণ্ডবদের একরত্তি ছেলে অভিমন্যু যুদ্ধ করছে, আর আমাদের রাজা ঘোমটা টেনে ঘরে বসে থাকবে?

হিড়িম্বা। পাণ্ডবদের অনেক আছে, কিন্তু আমার যে ওই এক টুকরো বুকের মাণিকই সম্বল।

ঘণ্টাকর্ণ। তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে চল মা, রাজার জন্য তোমায় ভাবতে হবে না। এই দেখ না, জয়দ্রথের মাথাটা এনে সে এখনই তোমার পায়ের তলায় ফেলে দেবে।

হিড়িম্বা। দেবে না—দেবে না, আমি জানি এসব সেই চক্রীর চক্রান্ত। যেদিন সে আমায় বর দেয়, সেদিনই বুঝেছিলাম। না—না, আর আমি কাউকে বিশ্বাস করবো না। যা ঘণ্টাকর্ণ, তোদের পথে যা, আমি খুঁজে দেখি আমার ছেলেকে। ঘটোৎকচ! সাড়া দে বাবা, সাড়া দে। [প্রস্থানোদ্যতা]

ঘণ্টাকর্ণ। ওদিকে যেও না মা, ওদিকে যেও না। ওদিকে বৃষ্টির মত শত্রুর তীর এসে পড়ছে।

হিড়িম্বা। পড়ুক, একসঙ্গে কোটি বজ্র ভেঙে পড়ুক আমার মাথায়,

তবু ছেলেকে মৃত্যুর করাল গ্রাসে ফেলে রেখে হিড়িম্বা দূরে থাকতে পারবে না।

ঘণ্টাকর্ণ। মা—

হিড়িম্বা। যুদ্ধই যদি করতে হয়, আমার অনুমতি নিয়েই তাকে করতে হবে; নইলে এ যুদ্ধে আমি তাকে অস্ত্র ধরতে দেবো না। না—না, কিছুতেই না। ঘটোৎকচ—ঘটোৎকচ! বাবা আমার—

[প্রস্থান।

ঘণ্টাকর্ণ। চলে গেল! তাই তো, আমি এখন কি করি! না-না, যেমন করে হোক রাজার মাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতেই হবে। বলা যায় না—যুদ্ধক্ষেত্র, কোথা থেকে একটা তীর এসে বুকে বিঁধলে শুধু রাজাই মা-হারা হবে না, আমাদেরও যে মা বলে ডাকার আর কেউ থাকবে না। মা—মা—

[প্রস্থান।

দুর্যোধনের প্রবেশ।

দুর্যোধন। যুদ্ধ—যুদ্ধ। বুঝতে পারছি না, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়লক্ষ্মী কার গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দেবে।

যুযুধানের প্রবেশ।

যুযুধান। তোমার গলায়ই পরিয়ে দেবে দাদা।

দুর্যোধন। তাই ঘটোৎকচের মাথা আনতে গিয়ে তুই ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলি?

যুযুধান। তার মাথার জন্য তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি অভিমন্যুকে নিপাত করার ব্যবস্থা কর।

দুর্যোধন। আমার সাত-সাতটা রথী একে একে তার কাছে পরাজিত হলো!

যুযুধান। এবার একসঙ্গে আক্রমণ করতে বল।

দুর্যোধন। সাতজনে একটা শিশুকে আক্রমণ করবে?

যুযুধান। শিশু হলেও, কেউটে সাপের মাথায় লাঠি মারতে হয়।

দুর্যোধন। যুযুধান—

যুযুধান। না পারো, উরুতে তেল মালিশ করে রাখ, ভীম আসছে গদা নিয়ে।

দুর্যোধন। আমি মরবো আর তুমি বাঁচবে?

যুযুধান। আমি দ্রৌপদীর কাপড় ধরেও টানিনি, আর তাকে উরুতেও বসাইনি।

দুর্যোধন। কিন্তু তুমি হাততালি দিয়েছিলে।

যুযুধান। এঁ্যা! দিয়েছিলাম নাকি? ও দাদা, তুমি ভাবিয়ে তুললে যে!

দুর্যোধন। ভাবনার কিছু নেই যুযুধান। সাতজনে মিলেই অভিমন্যুকে যমালয়ে পাঠাবে।

যুযুধান। এই তো তোমার সুমতি হয়েছে। পায়ের ধুলো দাও দাদা! [দুর্যোধনের পদধূলি গ্রহণ]

দুর্যোধন। কিন্তু অভিমন্যু মরলেই তোমরা বাঁচবে না যুযুধান।

যুযুধান। আমরা মরবো, তবু ওদের বাঁচিয়ে রেখে যাবো না।

কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। ওদের বাঁচিয়ে রেখেই যেতে হবে রাজভ্রাতা।

দুর্যোধন। কর্ণ!

কর্ণ। যে পক্ষে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তাদের মৃত্যু নিয়তির সাধ্যাতীত। কথায় আছে, রাখে কৃষ্ণ মারে কে!

যুযুধান। সে তখন দেখা যাবে। এখন সাতজনে মিলে অভিমন্যুকে শেষ কর আগে।

কর্ণ। এই কি রাজ-আদেশ?

দুর্যোধন। হ্যাঁ, এই রাজ-আদেশ। দেরি করো না কর্ণ। জয়দ্রথের কাছে ভীম পরাজিত হলেও, মায়াধর ঘটোৎকচ যদি কোনরকমে তাকে হারিয়ে ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করে অভির সঙ্গে মিলিত হতে পারে—

যুযুধান। আচার্যের চক্রব্যূহ শবব্যূহে পরিণত হবে।

কর্ণ। অন্যায় যুদ্ধ যারা করে, তাদের পরিণতি তাই হয়।

দুর্যোধন। অন্যায় যুদ্ধ! তুমি কি বলতে চাও কর্ণ?

কর্ণ। আমাকে তুমি ক্ষমা কর রাজা।

যুযুধান। যুদ্ধ করবে না?

কর্ণ। না। আমি বীর, সাতজনে মিলে একটা শিশুকে হত্যা করার মত যুদ্ধনীতি কোনদিন শিখিনি।

যুযুধান। কিন্তু ভুলে যেও না বন্ধু, আমার দাদা তোমায় মাথায় না তুললে ওই নীতিজ্ঞান নিয়েই তোমাকে আস্তাকুড়ে পড়ে থাকতে হতো।

কর্ণ। যুযুধান!

যুযুধান। সুতপুত্রকে কেউ মানুষ বলতো না।

কর্ণ। সুতপুত্র—আমি সুতপুত্র? ওঃ—আমি আসছি রাজা। [প্রস্থানোদ্যত]

দুর্যোধন। তুমি কি রণক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে যাচ্ছো?

কর্ণ। আজ নয় রাজা। আমি রণক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে যাব সেদিন, যেদিন আমার দেহে আর প্রাণ থাকবে না।

দুর্যোধন। কর্ণ!

কর্ণ। তুমি নিশ্চিন্ত থাক রাজা। ন্যায়-অন্যায় ধর্ম-অধর্ম বিবেক-বুদ্ধি সবকিছু বিসর্জন দিয়েও বুকের রক্ত ঢেলে আমি তোমাকে বুঝিয়ে যাব—সূতপুত্র হলেও, কর্ণ অকৃতজ্ঞ নয়। [প্রস্থান।

যুযুধান। যাক, অভির জন্য আর চিন্তা নেই দাদা। [প্রস্থানোদ্যত]

দুর্যোধন। তুমি কি শিবিরে বিশ্রাম নিতে যাচ্ছো?

যুযুধান। তুমি তা বলবে বৈকি! আজীবন তুমি যে আমাকে কাপুরুষই ভেবে এসেছো।

দুর্যোধন। যুযুধান!

যুযুধান। যাও দাদা, তুমি শিবিরে গিয়ে বিশ্রাম নাওগে, আমি ঘটোৎকচকে একবার দেখব।

দুর্যোধন। তুমি তার কাছে বারেবারে হেরে গেছ।

যুযুধান। এবার আর হেরে তোমার কাছে ফিরে যাব না দাদা। হয় তার মাথা নিয়ে যাব, আর না হয় মহারাজ দুর্যোধনের ভাই হয়েই কুরুক্ষেত্রে ঘুমিয়ে পড়ব।

দুর্যোধন। সাবাস—সাবাস যুযুধান! তোর কথা শুনে গর্বে আমার বুকটা ফুলে উঠেছে। ওরে মনে রাখিস ভাই, আমরা একশো ভাই মাথা উঁচু করে পৃথিবীতে এসেছি, মাথা উঁচু করেই চলে যাব।

যুযুধান। দাদা!

দুর্যোধন। দেখিস ভাই, আমাদের সেই গর্বোন্নত শির কোন-দিন যেন ওই পাণ্ডবদের পায়ে নত না হয়—নত না হয়।

[প্রস্থান।

যুযুধান। হবে না দাদা, হবে না; বরং পাণ্ডবদের শিরগুলোই আমরা তোমার পায়ের তলায় ফেলে দেবো।

ক্ষিপ্ত ভীমের প্রবেশ।

ভীম। সেদিন আকাশে আর সূর্য উঠবে না।

যুযুধান। বৃকোদর!

ভীম। জয়দ্রথ শিববরে বলীয়ান, তাকে চূর্ণ করে ব্যূহে প্রবেশ করতে না পারলেও, আমি তোদের একশো ভাইকে—[গদা উত্তোলন]

যুযুধান। একটা ভাইয়ের ধাক্কা সামলাও তো—[অসি নিষ্কাসন]

ভীম। মর বেল্লিক! [যুযুধানের সহিত যুদ্ধ; কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর আহত হইয়া যুযুধানের পলায়ন] ওঃ, একবার যদি ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করতে পারতাম—

জয়দ্রথের প্রবেশ।

জয়দ্রথ। দুরাশা—দুরাশা। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

ভীম। কাল এই ভীমই হবে তোর—

জয়দ্রথ। কালকের কথা কাল আছে, এখন তো তোরা মর।

ভীম। বুঝতে পারছি, মরণ তোর সত্যিই ঘনিয়ে এসেছে।

জয়দ্রথ। শৃগালের আস্ফালনে জয়দ্রথ ভয় করে না।

ভীম। তোর মত পশুকেও—

জয়দ্রথ। কে পশু—অস্ত্রমুখেই তার পরীক্ষা হয়ে যাক—

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ব্যূহ-সম্মুখ

রোহিণীর প্রবেশ।

রোহিণী। জয়দ্রথের কাছে ভীম পরাজিত হয়ে ম্লানমুখে ফিরে যাচ্ছে। সপ্তরথী মিলে অভিকে আক্রমণ করেছে। এইবার সে মাটির দেহ মাটিতে রেখে আমার হাত ধরে—কিন্তু কে ওই প্রলয়ের ঝঞ্ঝা হয়ে ছুটে আসছে? ঘটোৎকচ? মায়াবী রাক্ষসটা যদি ব্যূহে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়—

জয়দ্রথের প্রবেশ।

জয়দ্রথ। তাহলে শিবের আশীর্বাদ মিথ্যা হয়ে যাবে রোহিণী।

রোহিণী। সিন্ধুরাজ!

জয়দ্রথ। তা কখনই হতে পারে না। পৃথিবী ধ্বংস হতে পারে, কিন্তু আমার আরাধ্য মহেশ্বর মিথ্যা হতে পারে না।

রোহিণী। তবু ঘটোৎকচ মায়াধর।

জয়দ্রথ। আমিও আজ শিবের বরে বজ্রধরের চেয়েও শক্তিমান।

রোহিণী। অভির মৃত্যুর আর কত দেরি?

জয়দ্রথ। আর দেরি কোথায়, সপ্তরথীর আক্রমণে সে বিপর্যস্ত।

রোহিণী। প্রতিরোধ কর সিন্ধুরাজ, অভির মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তুমি সর্বশক্তি দিয়ে ঘটোৎকচকে প্রতিরোধ কর। দেখো বীর, আশার তরী যেন তীরে এসে আবার অকূলে ভেসে না যায়।

[প্রস্থান।

জয়দ্রথ। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! ভীম যার কাছে হেরে যায়, তার সঙ্গে পাল্লা দেবে জংলী ঘটোৎকচ !

ঘটোৎকচের প্রবেশ।

ঘটোৎকচ। দেবে। তুমি ভীমকেই দেখেছো, পাওনি ঘটোৎকচের শক্তির পরিচয়।

জয়দ্রথ। শক্তির পরিচয় দিতে চাইলে যমালয়েই যেতে হবে।

ঘটোৎকচ। যম তোমাকেই ডাকছে।

জয়দ্রথ। বলিস কি অনার্য ?

ঘটোৎকচ। পথ ছাড়ো—পথ ছাড়ো সিন্ধুরাজ।

জয়দ্রথ। পথ নেই, পথ নেই।

ঘটোৎকচ। পথ চাই।

জয়দ্রথ। পাবি না।

নেপথ্যে অভিমন্যু। পিতা ! মাতুল ! এরা সপ্তরথী একযোগে অন্যায়ভাবে আমাকে আক্রমণ করেছে—

ঘটোৎকচ। কি ! সপ্তরথী একসঙ্গে একটা কচি ছেলেকে—ওরে হিংস্র নেকড়ের দল—[অগ্রসর]

জয়দ্রথ। [বাধা দিয়া] সাবধান ! ব্যূহে প্রবেশের চেষ্টা করলে মৃত্যু অনিবার্য।

ঘটোৎকচ। ও ভয় তুমি কাকে দেখাচ্ছ সিন্ধুরাজ ? আমার এই প্রাণ যে একমাত্র ভাই অভিকে রক্ষার জন্যই উৎসর্গ করেছি। তাতে মৃত্যুও যদি বাধা দিতে আসে, তাকেও চুলের মুঠি ধরে আছড়ে মারব।

জয়দ্রথ। ঘটোৎকচ !

ঘটোৎকচ। দাও, দ্বার ছেড়ে দাও।

জয়দ্রথ। না—না, ছাড়বো না দ্বার। যদি শক্তি থাকে, আমাকে পরাজিত করে ব্যূহে যেতে পার।

ঘটোৎকচ। তাই যাবো, ধরো অস্ত্র।

[তরবারি দ্বারা জয়দ্রথকে আক্রমণ, উভয়ের কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর ঘটোৎকচের পরাজয়।]

জয়দ্রথ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

নেপথ্যে অভিমন্যু। পিতা! মাতুল! সপ্তরথীর আক্রমণে আমার রথ চূর্ণ হলো।

ঘটোৎকচ। [উচ্চস্বরে] ভয় নেই অভি, আমি এসেছি। ওরে আমি এসেছি—

জয়দ্রথ। বৃথাই তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছ। নিজেকে রক্ষা করতে পার কিনা, সেই চিন্তাই কর।

ঘটোৎকচ। অসিযুদ্ধে পরাজিত হয়েছি বলে মনে করো না—ঘটোৎকচ পালিয়ে যাবে। এস, ধনুযুদ্ধে তোমাকে ধরাশায়ী করে দিই। [ধনুতে শরযোজনা]

জয়দ্রথ। ভাল। তাহলে রণসাধ মিটিয়ে নাও। তারপর—

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

রোহিণীর প্রবেশ।

রোহিণী।　　জয়দ্রথ আর ঘটোৎকচ—
যেন বজ্রে বজ্রে বেধেছে সংগ্রাম। না-না,
ঘটোৎকচের চাই পরাজয়।

[প্রস্থান।

যুদ্ধরত জয়দ্রথ ও ঘটোৎকচের পুনঃ প্রবেশ।

জয়দ্রথ। আত্মরক্ষা কর রাক্ষস
অগ্নিবাণ হতে। [অগ্নিবাণ নিক্ষেপ]

ঘটোৎকচ। নিভে যাক অগ্নি তব
বরুণ বাণেতে। [শরত্যাগ]

জয়দ্রথ। নাগপাশে বন্দী হ
ঘৃণিত অনার্য! [শরত্যাগ]

ঘটোৎকচ। নাগ তোর লুকালো মুখ
গরুড় বাণেতে। [শরত্যাগ]

জয়দ্রথ। ক্ষুরবাণে ছিন্ন হোক
ধনুছিলা তব। [শরত্যাগ]

ঘটোৎকচ। একি, রোধিতে নারিনু ক্ষুরবাণ আমি?

জয়দ্রথ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

অভিমন্যু। [নেপথ্যে] দাদা—দাদা! ধনু মোর ছিন্নভিন্ন।
নিরস্ত্র হইয়া আমি রহিয়াছি হেথা।
কোথা হে মাতুল! রক্ষা কর মোরে।

ঘটোৎকচ। নিরস্ত্র? অভি নিরস্ত্র?
আয় কাপুরুষ, দ্বন্দ্বযুদ্ধে পাড়ি তোরে
ব্যূহমধ্যে করিব প্রবেশ।

জয়দ্রথ। এখনও যুদ্ধের আশা! ভাল,
কর তবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

[ঘটোৎকচের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর
ঘটোৎকচ পরিশ্রান্ত হইয়া রণে ভঙ্গ দিল।]

ঘটোৎকচ। হলো না—হলো না, সব চেষ্টা
ব্যর্থ হলো মোর।

অভিমন্যু। [নেপথ্যে] দাদা! মাতুল! পিতা!
নিরস্ত্র আমি, বাঁচাও আমারে।

ঘটোৎকচ। কি করি—কি করি? ওঃ—না-না,
বুঝিয়াছি মায়ের অনুমতি লয়ে
আসি নাই, তাই হেন পরাজয়।

জয়দ্রথ। যা—যা, ফিরে যা রাক্ষস! দয়া বশে
প্রাণদান করিলাম তোর।

ঘটোৎকচ। প্রাণভিক্ষা চাহি নাকো আমি। পায়ে
ধরি তব, ছাড় শুধু দ্বার। অভিরে
করিয়া রক্ষা, নিজ হাতে কাটি মোর শির
ডালি দিব চরণে তোমার।

জয়দ্রথ। কেবা চায় ঘৃণ্য অনার্যের শির?

ঘটোৎকচ। জয়দ্রথ!

জয়দ্রথ। ফিরে যা রাক্ষস। কারো
কোন অনুরোধ কর্ণে না
প্রবেশিবে মোর। শোন—
অভিমন্যুর মৃত্যুকামী আমি।

ঘটোৎকচ। কি বলিলে? অভির মৃত্যুকামী
তুই? তবে আয়,
শেষবার দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত করি
উদ্ধারিব অভিরে আমার।

[আক্রমণ ও যুদ্ধরত অবস্থায় প্রস্থান।

কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। ক্ষত-বিক্ষত অর্জুন তনয়। জয়দ্রথ!
তুলে নাও প্রতিরোধ তব। আর কেন,
অভির জীবন-দীপ অচিরে নিভিবে।

একটি রথচক্র হস্তে রক্তাক্ত দেহে টলিতে টলিতে
অভিমন্যুর প্রবেশ।

অভিমন্যু। তবু—তবু পিতা মোর ধনঞ্জয়, মাতুল শ্রীকৃষ্ণ—
দাদা বীর ঘটোৎকচ। অন্যায় সমরে যারা
নাশিছে আমায়, আমিও তাদের হেনে যাবো
অন্তিম আঘাত—[কর্ণকে চক্রদ্বারা আঘাত]

কর্ণ। আমিও হানিলাম তোরে অন্তিম শায়ক।
[অভির বক্ষে শরাঘাত]

অভিমন্যু। আঃ—কর্ণ! এই তুমি মহাবীর?
নিরস্ত্র আমারে তুমি—

কর্ণ। না-না, নহি বীর, সুতপুত্র আমি।
অতি হীন—অতি নীচ পরান্নভোজী
ক্রীতদাস কর্ণ এবে প্রভুর অধীন।

অভিমন্যু। অঙ্গরাজ!

কর্ণ। ওরে শিশু! মৃত্যু সময়ে তোর
অভিশাপ দিয়ে যা আমারে। কর্ণের এই
অভিশপ্ত জীবনের হোক অবসান।

[প্রস্থান।

অভিমন্যু। আঃ—কারো সাথে নাহি হলো দেখা—

ঘটোৎকচের পুনঃ প্রবেশ।

ঘটোৎকচ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! জয়দ্রথ যুদ্ধ ত্যজি গেছে
পলাইয়া। এইবার ব্যূহমধ্যে করিয়া প্রবেশ,
প্রাণের অভিরে আমি—
[সহসা অভিমন্যুকে দেখিয়া] কে?

অভিমন্যু। দাদা! আঃ—

ঘটোৎকচ। অভি! ভাই অভি—

অভিমন্যু। দাদা—দাদা—

ঘটোৎকচ। [সস্নেহে অভিকে জড়াইয়া] অভি! একি—
রক্তমাখা কেন দেহ তোর? কে বিঁধিয়াছে
বুকে তোর নির্মম শায়ক? কেন ঊর্ধ্বদৃষ্টে
চেয়ে তুই দেখিস আমারে? তবে কি—

অভিমন্যু। আঃ—তোমারে পেয়েছি কাছে,
আর মোর কোন দুঃখ নাই।

ঘটোৎকচ। অভি—ভাই অভি। [কাঁদিয়া ফেলিল]

অভিমন্যু। আসি দাদা! মৃত্যু ওই ডাকিছে আমারে।

ঘটোৎকচ। চলে যাবি—চলে যাবি? আর তুই
দাদা বলে ডাকিবি না মোরে?
মুছে যাবে মা উত্তরার সিঁথির সিঁদুর?

অভিমন্যু। না—না দাদা, উত্তরাকে সান্ত্বনা দানিতে
রহিলে তো তুমি। [উদ্দেশ্যে] মাতুল!
তোমা তরে রেখে গেনু শেষ নমস্কার—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে—

ঘটোৎকচ। অভি—অভি—

অভিমন্যু। দেখ—দেখ দাদা, কে আমারে
হাত ধরে টানে। কে—কে?

রোহিণীর প্রবেশ।

রোহিণী। আমি। এসো চন্দ্রদেব! এসো প্রিয়তম!
আকাশের চাঁদ আর নক্ষত্র আমরা,
মিশে যাই পুনঃ ওই আকাশের গায়ে।

[অভির হাত ধরিয়া প্রস্থান।

ঘটোৎকচ অভি! অভি—

ব্যস্তভাবে অর্জুনের প্রবেশ।

অর্জুন। অভি—অভি, কোথা অভি মোর?

ঘটোৎকচ। ধনঞ্জয়!

অর্জুন। ঘটোৎকচ! দেখেছো কি অভিরে আমার?

ঘটোৎকচ। ওই—ওই তো লুকায়ে আছে
নক্ষত্রের রূপে নীলিমায় বুকে।

অর্জুন। কি কহিলে? তবে কি সে আর—

ঘটোৎকচ। নাই—নাই ধনঞ্জয়।
চলে গেছে সবারে করিয়া ত্যাগ।

অর্জুন। কে তাহারে করিল হত্যা?

ঘটোৎকচ। আমি।

অর্জুন। ওরে নিকৃষ্ট দানব—[গাণ্ডীব ধরিল]

ব্যস্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। কি কর, কি কর অর্জুন ?

অর্জুন। ঘটোৎকচ অভিরে আমার—

শ্রীকৃষ্ণ। বাঁচাইতে তারে শত চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু
শিববরে অজেয় সিন্ধুরাজে জিনিয়া সমরে—
ব্যূহমধ্যে পারেনি করিতে প্রবেশ।

অর্জুন। কেশব !

শ্রীকৃষ্ণ। পুত্রে তোমা সপ্তরথী মিলি অন্যায়
সমরে করেছে বিনাশ, শেষ অস্ত্র
হানিয়াছে কর্ণ মহাবীর।

ঘটোৎকচ। না-না, হানিয়াছি আমি। আমিই
অভির হই মৃত্যুর কারণ। হে
ধনঞ্জয় ! দাও শাস্তি, মুছে
দাও ধরা হতে ঘটোৎকচ নাম।

অর্জুন। পুত্র ! পুত্র—

ঘটোৎকচ। ডেকো না—ডেকো না পার্থ, পুত্র
বলি ডেকো না আমারে। আমি
অনার্য অধম রাক্ষস, আমি কি
হতে পারি পুত্র তোমাদের ? না-না,
পুত্র হলে, আমারে না ডাকি
দুধের শিশুরে পাঠাও এ ঘোর সংগ্রামে ?

শ্রীকৃষ্ণ। ঘটোৎকচ !

ঘটোৎকচ। শত্রু—শত্রু আমি তোমাদের। অভিও আমার শত্রু। না-না, তার লাগি কাঁদিব না আমি। কেনই বা কাঁদিব, কেহ নয়—অভি মোর কেহ নয়। [প্রস্থানোদ্যত]

অর্জুন। ফিরে এসো ঘটোৎকচ।

ঘটোৎকচ যদি নিয়তির গলা টিপি
অভিরে ফিরায়ে আনিতে পারি,
আবার আসিব ফিরি, দেখাইব মুখ
তোমাদের কাছে। নতুবা ঘটোৎকচও চলে যাবে
পৃথিবী ছাড়িয়া। না-না, অভি যেথা নাই—
সেই শ্মশানের বুকে একা ঘটোৎকচ
রহিবে না কভু।

[প্রস্থান।

অর্জুন। ওঃ—কেশব! আমিও যে পারি না সহিতে।
গর্ভবতী পুত্রবধূ মোর, কি দেবো সান্ত্বনা তারে?
অভি, ওরে মোর প্রাণাধিক পুত্র!

শ্রীকৃষ্ণ। কাতরতা দুর্বলতা ত্যজি ধরহ গাণ্ডীব,
যেই সপ্তরথী মিলি পুত্রে তব নাশিয়াছে,
নাও তার প্রতিশোধ। আমি
চলিলাম ঘটোৎকচে ফিরায়ে আনিতে।

[প্রস্থান।

অর্জুন প্রতিশোধ—প্রতিশোধ! কে? অভি?
সপ্তরথী অন্যায় সমরে বধিয়াছে
তোমা। কিবা চাহ তুমি? শত্রুর শোণিত?

দেবো—দেবো পুত্র, এই আমি অশ্রু মুছি
শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্মরি করিনু শপথ—
শত্রুরক্তে করিতে তর্পণ
প্রথমেই জয়দ্রথে করিব বিনাশ।
কাল সূর্যাস্ত আর সে পাবে না দেখিতে।
যদি মিথ্যা হয় অর্জুনের শপথ,
তুষানলে প্রাণ তার দিবে বিসর্জন।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রণক্ষেত্রের পার্শ্ব

জবার প্রবেশ।

জবা। চারিদিকে শুধু মড়া আর মড়া, রক্ত আর রক্ত, কান্না আর কান্না। লক্ষ বীরের অশান্ত গর্জনকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আহত মৃত্যুপথযাত্রী মুমূর্ষু সৈনিকের অশ্রুর বৈতরণীতে। এর মধ্যে কোথায় খুঁজে পাবো তাকে? আমি যে মাকে কথা দিয়েছিলাম, ছায়া হয়ে আমিই ঘিরে রাখবো রাজাকে। নিয়তির আঘাত আমি বুকে নিয়ে বাঁচিয়ে রাখবো তাকে—

বিধবাবেশে উন্মাদিনী উত্তরার প্রবেশ।

উত্তরা। বাঁচবে না—বাঁচবে না, কেউ বাঁচবে না—

জবা। উত্তরা!

উত্তরা। কে তুমি আমাকে উত্তরা বলে ডাকলে? না-না, উত্তরা মরে গেছে, আমি জঙ্গলের পেত্নী। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

জবা। উঃ, কি মর্মন্তুদ এই দৃশ্য! আমার রাজাও উত্তরার সিঁথির সিঁদুরটুকু রক্ষা করতে পারলে না? অজেয় মায়াধরকেও হার মানতে হলো?

উত্তরা। হবে না?, আমি যে নারায়ণের ভাগ্নেবৌ, আমার সিঁথির সিঁদুর মুছে না গেলে তার ধর্মরাজ্য স্থাপন হবে কি করে?

জবা। উত্তরা!

উত্তরা। ওই দেখ, আমাকে দেখে তোমার চোখে জল এলো? হ্যাঁ গা, আমার অভিকে আর কি আমি ফিরে পাব না? আর সে ফিরে আসবে না?

জবা। বলে দাও—বলে দাও ঠাকুর, কি বলে আমি উত্তরাকে. সান্ত্বনা দিই?

উত্তরা। তুমি চুপ করে কেন, কিছু বল।

জবা। কি বলব বোন, তোমাকে কিছু বলার মত ভাষা যে আমি খুঁজে পাচ্ছি না। উত্তরা! আমাদের এখন কাঁদার পালা, এসো বোন. আমরা কেঁদে কেঁদে চোখের জলে নদী বইয়ে দিই।

উত্তরা। দূর ছাই! তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

জবা। চল বোন, আমি তোমায় শিবিরে পৌছে দিয়ে আসি।

উত্তরা। না-না, আমি শিবিরে যাবো না। ওরা বড় নিষ্ঠুর! ওরাই আমার সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়েছে, গায়ের গহনাগুলো সব খুলে নিয়েছে, শাড়ির বদলে আমাকে এই সাদা থান পরিয়ে দিয়েছে। না-না, শিবিরে নয়, আমি যাব সেখানে—যেখানে আমার অভি আছে। [প্রস্থানোদ্যতা]

জবা। উত্তরা—

উত্তরা। আমি তাকে গান শোনাব, ফুলে ফুলে সাজিয়ে দেবো, তাকে নিয়ে বাসর-বাসর খেলব। সে যে আমার স্বামী গো! তাকে ছেড়ে কি আমি থাকতে পারি? পারি না—পারি না। অভি—অভি—

[প্রস্থান।

জবা। অভি নেই। নররূপী নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের ভাগ্নেবৌ উত্তরার

সিঁথির সিঁদুর যখন মুছে গেল, আমি বেশ বুঝতে পারছি—আমার সিঁথিও আর কেউ রাঙিয়ে দেবে না।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। উত্তরা—উত্তরা! জবা, উত্তরাকে দেখেছ?

জবা। উত্তরার এই মূর্তি দেখাতেই কি তুমি আমাদের রাজাকে যুদ্ধক্ষেত্রে টেনে এনেছিলে ঠাকুর?

শ্রীকৃষ্ণ। দৈবের ওপর কারও হাত নেই মা।

জবা। দৈব! দৈব কি তোমার অধীন নয়?

শ্রীকৃষ্ণ। জবা!

জবা। যার ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, তার কাছে দৈব?

শ্রীকৃষ্ণ। আমাকে দোষ দিও না মা। এ জগতে কিছু না দিলে কিছু পাওয়া যায় না।

জবা। তাই কি বেছে বেছে অভিকেই দিতে হলো?

শ্রীকৃষ্ণ। দুর্যোধনের পুত্র লক্ষ্মণও আর নেই।

জবা। সে তার পাপের শাস্তি। কিন্তু পাণ্ডবরা তো পাপী নয়। তোমাকে আমি ধরে ফেলেছি ঠাকুর। যারা তোমাকে চায়, তুমি তাদেরই সর্বনাশ কর।

শ্রীকৃষ্ণ। জবা—

জবা। না-না, আমাদের রাজা যদি বেঁচে থাকে, আর আমি তাকে, এ যুদ্ধে অস্ত্র ধরতে দেবো না। আমি তাকে তার মায়ের কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

শ্রীকৃষ্ণ। অবুঝ হয়ো না মা, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের এক মহা-সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। পুত্রহত্যার প্রতিশোধে অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেছে, আজ

সূর্যাস্তের মধ্যই জয়দ্রথকে হত্যা করতে না পারলে সে চিতানলে প্রাণ বিসর্জন দেবে। এ সময় ঘটোৎকচকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলে—

জবা। তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

শ্রীকৃষ্ণ। তার চেয়েও বড় কথা, ঘটোৎকচ তার পিতৃ-পরিচয় থেকে বঞ্চিত হবে।

জবা। ঠাকুর! না-না, তবে আর তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো না।

শ্রীকৃষ্ণ। জবা—

জবা। আমার আত্মসুখের চেয়ে রাজার পিতৃ-পরিচয়ের মূল্য যে আমার কাছে অনেক বেশি ঠাকুর। তাই সমাজের অবজ্ঞা অনাদর অভিশাপ মাথায় নিয়ে, অস্পৃশ্য অনার্য হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে, পাণ্ডবদের গৌরবান্বিত পরিচয়ে পরিচিত হতেই তাকে আমি তোমার শাণিত অস্ত্রের মুখেই তুলে দিয়ে গেলাম।

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি চির-আয়ুষ্মতী হও মা।

জবা। ও আশীর্বাদ নয় ঠাকুর! আশীর্বাদ যদি করতে হয়, এই আশীর্বাদ কর, রাজা যেন মৃত্যুসময় একটু পিতৃস্নেহ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে। আমি আর কিছুই চাই না, আর কিছুই চাই না।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। শুধু পিতৃস্নেহ নয় মা, ঘটোৎকচ মরেও অমর হবে মহাভারতের বুকে। কিন্তু কৌরবরা যে ভাবে জয়দ্রথকে ঘিরে রেখেছে, সূর্যাস্তের মধ্যে তাকে বিনাশ করা কি অর্জুনের পক্ষে সম্ভব? না-না, কৌশলের আশ্রয় নিতেই হবে। চক্র! ঢেকে দাও সূর্যদেবকে, নেমে আসুক অকাল সন্ধ্যা। [প্রস্থান।

সানন্দে জয়দ্রথের প্রবেশ।

জয়দ্রথ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আর নাহি ভয়, সূর্য অস্তমিত।
কোথায় অর্জুন? কোথা গেল প্রতিজ্ঞা
তাহার? এইবার দেখিব কেমনে সে নরাধম
চিতানলে প্রাণ তার দেয় বিসর্জন।

রক্তাক্ত দেহে যুযুধানের প্রবেশ।

যুযুধান। বিসর্জনের বাদ্য তব বাজাইয়া দিতে
আসিতেছে ঘটোৎকচ। পালাও সিন্ধুরাজ।

জয়দ্রথ। যুযুধান!

যুযুধান। পালাও—পালাও ভাই,
ঘটোৎকচের হাতে তব নাহিক নিস্তার।

জয়দ্রথ। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা যেথা ব্যর্থ হয়ে গেছে,
যমেরেও আমি করি নাকো ভয়।

যুযুধান। তবে মর। স্নেহের ভগিনী দুঃশলার
স্বামী তুমি, তাই এসেছিনু তোমা
সতর্ক করিতে। আঃ, আসি—[প্রস্থানোদ্যত]

জয়দ্রথ। যুযুধান!

যুযুধান। আসি জয়দ্রথ। যদি দেখা হয় জ্যেষ্ঠ সনে মোর,
কহিও তাহারে, যুযুধান উচ্চশিরে মৃত্যুরে
লয়েছে বরি। তবু প্রাণভয়ে পাণ্ডবের পারে
অবনত করেনি মস্তক।

[প্রস্থান।

জয়দ্রথ। দুর্যোধনে আরো কহিব আমি,
চিতানলে ধনঞ্জয় প্রাণ তার দিবে বিসর্জন।
এইবার ঘটোৎকচ সনে পাণ্ডবেরে আমি—

ঘটোৎকচের প্রবেশ।

ঘটোৎকচ। সবংশে করিবে নিধন।

জয়দ্রথ। ঘটোৎকচ!

ঘটোৎকচ। ওরে কাপুরুষ! শিববরে হয়ে বলীয়ান
কাল তুই দেখায়েছিলি বড় বীরপনা।
পায়ে ধরি কাঁদিয়াছি কত, ছাড়নিকো দ্বার।
তোরই তরে সিংহশিশু ভাই অভি মোর
সপ্তরথী আক্রমণে অসহায় অনাথের সম
হারায়েছে প্রাণ। তার প্রতিশোধ—

জয়দ্রথ। নিষ্ফল গর্জন রে তোর। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা
যেথা ব্যর্থ হয়ে গেছে—

ঘটোৎকচ। ঘটোৎকচের প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ নাহি হবে,
আমি তোর রক্তে অভির করিব তর্পণ।

জয়দ্রথ। বটে! তবে মর অসভ্য অনার্য! [শরত্যাগ]

ঘটোৎকচ। [আত্মরক্ষা করিয়া] হাঃ-হাঃ-হাঃ—

জয়দ্রথ। একি হলো! লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো মোর বাণ?

ঘটোৎকচ। মায়া—মায়া। শিববরে কাল তুই
মোর মায়া করেছ বিকল। কিন্তু আজ?
ধর অস্ত্র, দেখি তুই কত শক্তিমান।

[উভয়ের যুদ্ধ, জয়দ্রথের পরাজয়]

এইবার আয় পাপী, ধনুকের ছিলা দিয়া
বাঁধি তোরে লয়ে যাব অর্জুন সকাশে।
[ধনুর ছিলার দ্বারা জয়দ্রথকে বাঁধিল]

জয়দ্রথ। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও ঘটোৎকচ মোরে।

ঘটোৎকচ। ছেড়ে দেবো ? কাল মোরে ছেড়েছিলি
ব্যূহদ্বার তুই ?

জয়দ্রথ। পরাজিত, আমি তব শরণাগত।

ঘটোৎকচ। অভিও কি সপ্তরথী আক্রমণে পরাজিত
হয়ে শরণাগত হয়নি তোদের ?

জয়দ্রথ। পায়ে ধরি তব, ভিক্ষা দাও জীবন আমার।

ঘটোৎকচ। না—না, ভিক্ষা না মিলিবে। আয় মূঢ়,
আমি তোরে লয়ে যাই অর্জুন সকাশে।

সশস্ত্র অর্জুনের প্রবেশ।

অর্জুন। জয়দ্রথে লয়ে যেতে হবে না তোমারে।
অর্জুন শমন সম এসেছে হেথায়।

জয়দ্রথ। অর্জুন !

অর্জুন। ইষ্টনাম কর রে স্মরণ। [ধনুতে শরযোজনা]

ঘটোৎকচ। হান শর সিন্ধুরাজ-বুকে।

জয়দ্রথ। এই কি রে বীরধর্ম তব ? কি প্রতিজ্ঞা
করেছিলে তুমি ধনঞ্জয় ?

অর্জুন। প্রতিজ্ঞা ? হ্যাঁ—হ্যাঁ, সূর্যাস্তের পূর্বেই
নাশিব তোমারে। এবে দিনমণি
গেছে অস্তাচলে—

ঘটোৎকচ। যাক অস্তাচলে। তবু যে অন্যায় করি
দুধের শিশুরে সপ্তরথী মিলি করেছে বিনাশ—
অর্জুন। তবু তারে পারি না বধিতে। আমি
যে রে ধর্মরাজভ্রাতা। অন্যায় সমরে
বীরধর্ম করিব না কভু কলুষিত।
সূর্যদেব এবে গেছে অস্তাচলে—
কেমনে বধিব আমি এই সিন্ধুরাজে?

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। কে কহিল দিনমণি গেছে অস্তাচলে?
ঢেকে আছে মায়া-আবরণে। সুদর্শন!
সরে যাও এবে। দেখা দাও
নিজতেজে বিশ্বমানবেরে।
জয়দ্রথ। এঁ্যা! হয়নি সূর্যাস্ত? তাহলে—[পলায়নোদ্যত
ঘটোৎকচ। কোথা যাস কাপুরুষ?
শ্রীকৃষ্ণ। কি কর—কি কর অর্জুন?
দুষ্ট সিন্ধুরাজে এবে করহ নিধন।
অর্জুন। যাও সিন্ধুরাজ। ইহলোক ত্যজি
চলে যাও পরলোক মাঝে।

[জয়দ্রথকে শরদ্বারা আঘাত]

জয়দ্রথ। আঃ—
ঘটোৎকচ। চল ওরে, তোর রক্তে আমি
নিভাইয়া দিব আজ অভিমন্যু-চিতা।

[জয়দ্রথ সহ প্রস্থান]

শ্রীকৃষ্ণ। হানো বাণ ধনঞ্জয় দিও না বিরাম। বাণে বাণে
স্কন্ধচ্যুত করি ওর শির পঞ্চক তীর্থে লয়ে
যাও তুমি। সেখানেই পিতা ওর করিছে
তপস্যা। তারি ক্রোড়ে ওই শির কর নিপাতিত,
নতুবা মস্তক তব হইবে বিদীর্ণ।

অর্জুন। তাই হবে সখা। বাণে বাণে জয়দ্রথ-শির
পাঠাইব আমি ওর পিতার ক্রোড়েতে।

[শরত্যাগ করিতে করিতে প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। জয়দ্রথ হইল নিধন। এবার নিশ্চয় কর্ণ
বধিতে চাহিবে অর্জুনে। আছে তার কাছে
একঘাতী মহাশক্তি বাণ। তাই তো—

রক্তমাখা হাতে ঘটোৎকচের পুনঃ প্রবেশ।

ঘটোৎকচ। অভি! ভাই অভি! ওরে, দেখ—দেখ,
জয়দ্রথ-রক্তে আমি ধুয়ে চিতা তোর
প্রতিশোধ লইনু এবার। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

শ্রীকৃষ্ণ। শান্ত হও ঘটোৎকচ!
সম্মুখেই পাণ্ডবের সমূহ বিপদ।

ঘটোৎকচ। বিপদ?

শ্রীকৃষ্ণ। কর্ণ এবে অর্জুনে নাশিবে নিশ্চয়।

ঘটোৎকচ। তবে দাও ঠাকুর! আমাকেই দাও
সৈনাপত্য। দেখিব কর্ণেরে—

শ্রীকৃষ্ণ। না-না, অসম্ভব তাহা।

ঘটোৎকচ। কেন হবে অসম্ভব? ও—বুঝিয়াছি,

অনার্যে সৈনাপত্য দিলে
অসম্মান হইবে আর্যের। তাই বুঝি—

শ্রীকৃষ্ণ। না ঘটোৎকচ। রয়েছে কর্ণের পাশে
অর্জুন নিধন তরে মহাশক্তি একাঘ্নী বাণ।

ঘটোৎকচ। সেই বাণ না বিঁধিবে অর্জুনের
বুকে। আমি লব নিজবক্ষ পাতি।

শ্রীকৃষ্ণ। যদি না পার, যদি একাঘ্নী বাণেতে
অর্জুনের জীবনের হয় অবসান ?

ঘটোৎকচ। সেদিন পূর্বের সূর্য উদিবে পশ্চিমে।

শ্রীকৃষ্ণ। ঘটোৎকচ—

ঘটোৎকচ। দাও—দাও ঠাকুর সৈনাপত্য মোরে।
কর্ণ সহ কৌরবের কুল করিয়া নির্মূল,
জুড়াইব আমি ভ্রাতৃহারা জ্বালা।

শ্রীকৃষ্ণ। মৃত্যু যদি গ্রাসে তোমা ?

ঘটোৎকচ। ভাগ্যবান জানিব নিজেরে।

শ্রীকৃষ্ণ। যদি পুত্রশোকে কাঁদে তব মাতা ?

ঘটোৎকচ। তুমিই ভুলায়ে দিবে পুত্রশোক তার।

শ্রীকৃষ্ণ। জবা যে কাঁদিবে তোমার বিহনে।

ঘটোৎকচ। মা উত্তরা কাঁদিছে যে অভির বিহনে।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার কি নাই কোন জীবনের সাধ ?

ঘটোৎকচ। আছে—আছে ঠাকুর ! এক মাত্র সাধ,
পাণ্ডবের কল্যাণে যেন দিতে পারি প্রাণ।

শ্রীকৃষ্ণ। সাধু—সাধু ঘটোৎকচ ! পাণ্ডবের হয়ে সানন্দে
আমি তোমা সৈনাপত্য করিনু প্রদান।

ঘটোৎকচ। দিলে—দিলে সৈনাপত্য ভার? অভি—
অভি! ওরে ভাই, এইবার শত্রুকুল তোর
একে একে করিব বিনাশ। দাও দয়াময়!
শেষ পদধূলি তব মেখে লই শিরে।

[শ্রীকৃষ্ণের পদধূলি লইয়া প্রস্থানোদ্যত]

শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু ঘটোৎকচ—

ঘটোৎকচ। আর কোন কিন্তু নেই জনার্দন! যাবার সময়
বলে যাই তোমা—আজিকার এই যুদ্ধে
কৌরবের তিন ভাগ একাই করিব নিধন।
রক্ষিতে অর্জুনে, প্রাণ মম করিলাম
পণ। যদি নাহি পারি, জেনো তুমি—
জনম নহেক মোর পাণ্ডব-ঔরসে।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। যাও বীর! মহামিলনের এই পুণ্যলগ্নে
রক্ত দিয়ে লিখে যাও পিতৃ-পরিচয়।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রণস্থল

দুর্যোধন ও কর্ণের প্রবেশ।

দুর্যোধন। দেখ—দেখ কর্ণ, একা ঘটোৎকচ মত্ত হস্তীর মত কৌরব-সৈন্যদের ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে।

কর্ণ। ঘটোৎকচের বীরত্ব সত্যিই প্রশংসার।

দুর্যোধন। আমি তোমার মুখে ঘটোৎকচের প্রশংসা শুনতে চাই না বন্ধু।

কর্ণ। অপ্রিয় সত্য সব জায়গায় বলা চলে না তা আমি বিস্মৃত হয়েছিলাম কুরুরাজ।

দুর্যোধন। পাণ্ডবদের হাতে মরি তাতে আমার দুঃখ নেই, কিন্তু একটা অসভ্য অনার্যের হাতে—

কর্ণ। আমি তো চেষ্টার ত্রুটি করছি না। কিন্তু কখনও দৃশ্যে, কখনও অদৃশ্যে, কখনও পৃথিবীতে, কখনও আকাশে মায়ার আশ্রয় নিয়ে ঘটোৎকচ এমন ভাবে যুদ্ধ করছে—

দুর্যোধন। তাহলে কি বুঝবো, অঙ্গরাজ পরাজিত?

কর্ণ। আমার সমস্ত বাণই সে হজম করেছে।

দুর্যোধন। এখনও একাঘ্নী বাকি আছে।

কর্ণ। ইন্দ্রপ্রদত্ত—একাঘ্নী? কিন্তু এ যে অর্জুনের জন্যই—

দুর্যোধন। ঘটোৎকচের হাত থেকে আগে বাঁচি, পরে অর্জুনের চিন্তা করবো।

কর্ণ। কুরুরাজ!

দুর্যোধন। দ্বিধা করো না কর্ণ। যত কালক্ষেপ করবে, ততই কৌরবের শক্তিক্ষয় হবে।

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি—"জয় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়!"
"জয় মহাবীর ঘটোৎকচের জয়!"]

দুর্যোধন। ওই শোন পাণ্ডবের জয়ধ্বনি, ওই শোন ঘটোৎকচের জয়োল্লাস। ওঃ, অসহ্য—অসহ্য!

কর্ণ। পাণ্ডবের জয়ধ্বনি? ঘটোৎকচের জয়োল্লাস? কিন্তু অর্জুন যে আমার নিয়তি—

দুর্যোধন। তাই, আমাদের নিয়তির চাকার তলায় ঠেলে দিয়ে তুমি বাঁচতে চাও?

কর্ণ। কুরুরাজ!

দুর্যোধন। শোন কর্ণ! যদি তোমার কিছুমাত্রও কৃতজ্ঞতাবোধ থাকে, অস্ত্র ধর—যুদ্ধ কর, প্রয়োজনে একাঘ্নী বাণেই নিভিয়ে দাও ঘটোৎকচের জীবনের দীপ। না হলে জানবো, তোমার চেয়ে অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক পৃথিবীতে আর দুটো নেই। [প্রস্থান।

কর্ণ। মতিচ্ছন্ন রাজা দুর্যোধন, নিজের জন্য আমি একাঘ্নী রাখতে চাইনি। অর্জুনের রোষবহ্নি থেকে তোমাকে বাঁচাতেই—না-না, নিয়তি কেন বাধ্যতে। তবু দেখি একবার শেষ চেষ্টা করে—

ঘটোৎকচের প্রবেশ।

ঘটোৎকচ। চেষ্টা তব ব্যর্থ হবে, মহারথী কর্ণ।

কর্ণ।　　　ঘটোৎকচ!

ঘটোৎকচ।　কৌরবেরে সমূলে নির্মূল আমি
　　　　　করিব আজিকে।

কর্ণ।　　　আকাশ-কুসুম কল্পনা তব কর পরিত্যাগ।

ঘটোৎকচ।　ইচ্ছা যদি হয় তব, ত্যাগ করি ধনুর্বাণ
　　　　　বন্দিত্ব করহ স্বীকার।

কর্ণ।　　　নাহি জান মহারথী কর্ণেরে তুমি।

ঘটোৎকচ।　জানি—জানি অঙ্গরাজ, সপ্তরথী মধ্যে
　　　　　ছিলে তুমিও একজন। তুমিও
　　　　　ভাই অভির কোমল
　　　　　দেহে বহাযেছো শোণিতের ধারা।

কর্ণ।　　　কিন্তু তোমারে আমি বাসি ভাল—

ঘটোৎকচ।　অভির শত্রুর ভালবাসায় আমি
　　　　　করি পদাঘাত।

কর্ণ।　　　এত স্পর্ধা! তবে আয় অনার্য—

ঘটোৎকচ।　যুদ্ধ কর আর্য মহারথী—

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

অর্জুনের প্রবেশ।

অর্জুন।　　কি অপূর্ব রণ-কৌশল। যেন শত বৃকোদর
　　　　　একসাথে করিছে সংগ্রাম! যতবার
　　　　　কর্ণ সনে আমি চেয়েছি
　　　　　যুঝিতে, বাধা দিয়া মোরে
　　　　　সিংহ সম পড়িয়াছে অঙ্গরাজ শিরে।

ওই—ওই পুনঃ আসে এইদিকে। যাই আমি
অন্তরালে থাকি—বীরপুত্র ঘটোৎকচে
প্রাণভরি করি আশীর্বাদ।

[প্রস্থান।

যুদ্ধরত ঘটোৎকচ ও কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। ফিরে যাও ঘটোৎকচ, অর্জুনকে পাঠিয়ে দাও।

ঘটোৎকচ। ঘটোৎকচে জয়লাভ করলে, তবেই অর্জুনকে পাবে।

কর্ণ। কেন তোমার অমূল্য প্রাণ বলিদান দেবে?

ঘটোৎকচ। নিজের প্রাণের কথাই ভাবো।

কর্ণ। পাণ্ডবের কাছে কিছুই তো তুমি পাওনি।

ঘটোৎকচ। অধর্মের দাসত্ব করে তুমি তো অনেক পেয়েছো?

কর্ণ। মনে রেখো যুবক, আমি মহাবজ্র।

ঘটোৎকচ। তুমিও মনে রেখো, আমি মহাকাল।

কর্ণ। উত্তম। তবে যাও মহাকাল, বজ্রের আঘাতে তুমি কালের কবলে মিশে যাও।

ঘটোৎকচ। বজ্র তুমি, কালের প্রচণ্ড আঘাতে স্তব্ধ হয়ে ধূলিকণার সঙ্গে মিশে যাও।

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

একটি মালা সহ জবার প্রবেশ।

জবা। মালা এনেছি, আমি মালা এনেছি। উত্তরা অভির জন্য বিজয়-মালা গেঁথে রেখেও তার কণ্ঠে পরিয়ে দিতে পারেনি। তাই আমি রণক্ষেত্রেই ছুটে এসেছি। কিন্তু আমার বুকটা এমন হু-হু করছে

কেন? চোখে এত অশ্রু আসছে কেন? না-না, এ আমার দুর্বলতা, যুদ্ধ কর—যুদ্ধ কর প্রিয়তম! যুদ্ধশেষে পাণ্ডবরা তোমাকে পুত্র বলে কাছে টেনে নেবে। আর পিতা-পুত্রের মিলনের সেই শুভক্ষণেই আমি তোমার কণ্ঠে পরিয়ে দেবো বিজয়ীর জয়মাল্য, বিজয়ীর জয়মাল্য।

[প্রস্থান।

আহত কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। আর পারলাম না, এত করেও অর্জুনের জন্য একাঘ্নীকে রাখতে পারলাম না।

নেপথ্যে ঘটোৎকচ। আত্মরক্ষা কর বীর, ব্রহ্মবাণ হতে আত্মরক্ষা কর।

কর্ণ। ওই—ওই শূন্যে থেকে ঘটোৎকচ ব্রহ্মবাণ নিক্ষেপ করলো। না-না, একাঘ্নী ছাড়া আর কোন উপায় নেই। যাও বীর, ইন্দ্রপ্রদত্ত একাঘ্নী বাণেতেই অর্জুনের পরিবর্তে তুমি মহাশূন্যে মিশে যাও। [অন্তরীক্ষে একাঘ্নী বাণ নিক্ষেপ]

নেপথ্যে ঘটোৎকচ। আঃ—

কর্ণ। কই, কোথা যদুপতি। শূন্যপথে কর্ণের একাঘ্নী বাণ আমাকে গ্রাস করেছে। আঃ—বল, মৃত্যুকালে আমি পাণ্ডবদের কি উপকার করব?

নেপথ্যে শ্রীকৃষ্ণ। তুমি তোমার দেহ যোজন-বিস্তৃত করে কুরুকুল চেপে পড় ঘটোৎকচ।

কর্ণ। ওই ঘটোৎকচ তার দেহ যোজনপ্রমাণ বিস্তৃত করেছে। তার ওই দেহের চাপে লক্ষ লক্ষ কৌরব-সেনা নিহত হবে। কৌরব

সেনাগণ ! রণস্থল ছেড়ে তোমরা শীগগির পালিয়ে যাও। পালাও— পালাও—

[প্রস্থান।

উদ্‌ভ্রান্ত ভীমের প্রবেশ।

ভীম। রোহিণী আমাকে ভুলের অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়েছিল, সে আমার ভুল ভেঙে দিয়ে গেছে। কিন্তু ঘটোৎকচ কোথায়? ঘটোৎকচকে না পেলে আমার যে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করা হবে না। ঘটোৎকচ— ঘটোৎকচ—

হিড়িম্বার প্রবেশ।

হিড়িম্বা। ঘটোৎকচ! বাবা আমার—

ভীম। হিড়িম্বা!

হিড়িম্বা। তুমি?

ভীম। হ্যাঁ—আমি, আমি ঘটোৎকচের পিতা।

হিড়িম্বা। তুমি তাকে ছেলে বলে স্বীকার করেছো? আঃ! কিন্তু সে কোথায়?

ভীম। ঠিক বলতে পারছি না হিড়িম্বা। তবে কিছু আগে শূন্য-পথে আমি যেন কার আর্তনাদ শুনতে পেয়েছি।

হিড়িম্বা। আর্তনাদ? তবে কি সে আর্তনাদ আমার ঘটোৎকচের?

অর্জুনের প্রবেশ।

অর্জুন। হ্যাঁ দেবী।

ভীম। অর্জুন!

অর্জুন। কর্ণের একাঘ্নী থেকে আমাকে বাঁচাতে আমারই মৃত্যুবাণ সে বুকে নিয়ে ওই কুরুকুল চেপে পড়লো।

[নেপথ্যে কৌরব সেনাদের আর্তনাদ, গেল—গেল, আঃ—]

হিড়িম্বা। ঘটোৎকচ—আমার ঘটোৎকচ আর নেই ?

অর্জুন। ওঃ, আমারই জন্য ঘটোৎকচ যে এমনি করে হারিয়ে যাবে তা যদি আমি আগে জানতাম—

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। শোকের সময় এ নয় অর্জুন, অনার্য-নন্দিনীর গর্ভে জন্মেও, আর্য পিতার কাছে চিরদিন অবহেলা অনাদর সহ্য করেও যে সেই পিতৃকুলকে রক্ষা করতে হাসিমুখে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে পারে, সেই বিজয়ী বীরের জন্য তোমরা বিজয় সম্বর্ধনার আয়োজন কর।

ভীম। কৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ। ওই ঘটোৎকচ আসছে।

রক্তাক্ত দেহে ঘটোৎকচের প্রবেশ।

ঘটোৎকচ। কে আছ কোথায়, আমার মাকে—আমার মাকে একটু—

হিড়িম্বা। ঘটোৎকচ। আয় বাবা—আয়, বুকে আয়। [সস্নেহে ঘটোৎকচকে বক্ষে টানিয়া লইল]

ঘটোৎকচ। মা, তুমি এসেছো মা ?

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার পিতাও এসেছেন ঘটোৎকচ।

ঘটোৎকচ। আমার পিতা ?

ভীম। আয়—ওরে, একবার তুই আমার বুকে আয় পুত্র।

ঘটোৎকচ। না-না, আমি কারও পুত্র নই, আমি শুধু আমার মায়েরই ছেলে।

অর্জুন। বৃকোদরের ভুল ভেঙে গেছে ঘটোৎকচ।

ঘটোৎকচ। সেই ভুল তো আমার জীবনের শুকনো মালকে আর ফুল ফোটাতে পারবে না ধনঞ্জয়।

ভীম। ঘটোৎকচ!

ঘটোৎকচ। বেঁচে থেকে যার কাছে আমি এক ফোঁটাও স্নেহ পাইনি, মৃত্যুর তীরে তাকে জেনে আমার কি লাভ? না-না, মায়ের ছেলে আমি, মায়ের ছেলে হয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবো।

মালা হাতে জবার প্রবেশ।

জবা। আমার মালা কণ্ঠে না নিয়েই তুমি বিদায় নেবে রাজা?

ঘটোৎকচ। জবা!

জবা। আমি যে তোমার জন্য বিজয়-মালা গেঁথে এনেছি।

হিড়িম্বা। দে মা দে, তোর অনেক সাধের গাঁথা মালা তুই ওর গলায় পরিয়ে দে।

ঘটোৎকচ। মালা দাও জবা।

জবা। নাও রাজা। আমি তোমায় কিছুই দিতে পারিনি, শুধু পাথেয় করে নিয়ে যাও—আমার অশ্রুভেজা এই ফুলের মালা। [ঘটোৎকচের গলায় মালা দিল]

শ্রীকৃষ্ণ। শিবিরে চল ঘটোৎকচ।

ঘটোৎকচ। না ঠাকুর, আমি অসভ্য অনার্য জংলী, সভ্য আর্যদের চোখ ঝলসানো আভিজাত্যের মণিকোঠা আমার সইবে না। চল

জবা, জঙ্গলের জংলী আমি, তুমি আমাকে জঙ্গলেই ঘুম পাড়িয়ে দেবে চল।

হিড়িম্বা। ঘটোৎকচ—

ঘটোৎকচ। আসি মা, ঠাকুরই তোমাকে দেখবে। আঃ— বিদায়—

[জবা সহ প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। ঘটোৎকচ বিদায় নিলে।

অর্জুন। ওকি কৃষ্ণ। তোমার চোখে জল? তুমিও কাঁদছো?

শ্রীকৃষ্ণ। আমরা আর কতটুকু কাঁদছি ধনঞ্জয়। কান পেতে শোন, তোমার, আমার, বৃকোদরের, মা হিড়িম্বার—সকলের [illegible] ছাপিয়েও আজ একমাত্র প্রকট হয়ে উঠেছে ঘটোৎকচের রক্তে-ভেজা এই 'কুরুক্ষেত্রের কান্না"।